পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 29 Sunday, 29 December, 2024 ❋ ৩০ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা ❋ ১৩ পৌষ ১৪৩১, রবিবার, ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনে গলদ খুঁজতে কড়া পদক্ষেপ কলকাতার নগরপালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর ঃ জাল পাসপোর্ট নিয়ে আদালতে ভৎর্সনার মুখে পড়েছে কলকাতা পুলিশ। প্রকাশ্যে এসেছে, ভেরিফিকেশনের সময় পুলিশি গাফিলতির একাধিক উদাহরণ। এমন পরিস্থিতি পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়ায় পুলিশি ভূমিকায় বদল আনছে কলকাতা পুলিশ। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে সে কথা জানালেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। আরও কড়া হচ্ছে পুলিশি ভেরিফিকেশন। নয়া প্রক্রিয়া নিয়ে প্রতিটি থানায় নির্দেশিকা পাঠাচ্ছেন নগরপাল। যেখানে বলা হয়েছে, পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পাসপোর্ট দেওয়ার আগে সব থানার ওসিকে নোডাল অফিসারের সঙ্গে কথা বলতেই হবে। ভেরিফিকেশনের সময় ভিনরাজ্য থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অপরাধের তথ্য এবং জন্ম তারিখের সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। সতর্ক হয়ে ঠিকানা যাচাই করতে হবে। ভেরিফিকেশনের সময় পুলিশ কী ভূমিকা পালন করছে, তা খাতায় কলমে নথিবদ্ধ করতে হবে, যাতে পুলিশকে আদালতে প্রশ্নের মুখে পড়তে না হয়। পাসপোর্ট আবেদনকারীর ঠিকানা যাচাই করবেন এসিপি, ডিসিপিরা। শুধু ঠিকানা যাচাই নয়, পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের গোটা প্রক্রিয়াই যাচাই করতে হবে তাঁদের। যাচাই করা তথ্য জাতীয়স্তরের পোর্টালেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সীমান্তের ওপারে অশান্ত পরিস্থিতি। মাথাচারা দিয়েছে ভারত বিদ্বেষ। এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে এপাল সন্ত্রাসের জাল বুনছে জেহাদিরা। এমন অবস্থায় বর্ষশেষ ও বর্ষবরণের অনুষ্ঠানে মাতবে তিলোত্তমা। স্বাভাবিকভাবেই অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সতর্ক কলকাতা পুলিশ। নগরপাল জানিয়েছেন, কলকাতায় যেসমস্ত বহিরাগতরা আশ্রয় নিয়েছে তাদের দিকে নজর রাখা হচ্ছে। পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনে কোথায় গলদ হয়েছে, তা দেখা হচ্ছে।

লোকসভা নির্বাচনে গোনাই হয়নি প্রায় সাড়ে দশ লক্ষ ভোট!

চমকপ্রদ তথ্য দিল কমিশন

২৮ ডিসেম্বর ঃ ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে ভোটের হার কমলেও মোট ভোটদাতার সংখ্যা বেড়েছে কয়েক কোটি। তথ্য দিয়ে জানাল নির্বাচন কমিশন। চমকপ্রদভাবে কমিশন জানিয়েছে, লোকসভা নির্বাচনে সব মিলিয়ে প্রায় সাড়ে ১০ লক্ষ ভোট গোনা হয়নি। কোনও না কোনও কারণে ওই বিরাট সংখ্যার ভোটকে হয় বাতিল, নাহয় ত্রুটিপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে। সম্প্রতি, লোকসভা নির্বাচনে ভোটদানের হার সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। সেই তথ্য অনুযায়ী, এবারের নির্বাচনে নথিভুক্ত ভোটার সংখ্যা ছিলেন প্রায় ৯৭ কোটি ৯৮ লক্ষ। যা ২০১৯ সালের থেকে ৭.৪৩ শতাংশ বেশি। এর মধ্যে প্রায় ৬৪ কোটি ৬৪ লক্ষ ভোটার ২০২৪-এ ভোট দিয়েছেন। চূড়ান্ত ভোটের হার ৬৫.৯৭৮ শতাংশ। যা উদ্বেগজনকভাবে ২০১৯ এবং ২০১৪ সালের তুলনায় এই ভোটের হার কম। ২০১৪ সাল থেকে ২০২৪ পর্যন্ত

১.৩ শতাংশ কমেছে ভোট। চমকপ্রদভাবে কমিশনের দেওয়া তথ্য বলছে, সব মিলিয়ে প্রায় ১০.৫৮ লক্ষ ভোট গোনা হয়নি। ওই ভোটের মধ্যে প্রায় পৌনে ১০ হাজার ভুয়ো ভোটার হিসাবে ধরা পড়ে। বাকি প্রায় সাড়ে ১০ লক্ষ ভোট ত্রুটিপূর্ণ ছিল, নয় নিয়ম বহির্ভূত। কোনও না কোনও কারণে ওই সাড়ে ১০ লক্ষ ভোট বাতিল হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, ওই বিপুল ভোট বাতিল না হলে ফলাফল কি অন্যরকম হত? উল্লেখ্য, চব্বিশের লোকসভা ভোটে এনডিএ জোট ৪০০ পারের স্লোগান দিলেও ২৯৫ আসনে থেমে যায় বিজয়রথ। একা বিজেপি জেতে ২৪০ আসনে। কার্যত ফিনিক্সের মতো বিরোধী ইন্ডিয়া জোট জিতে নেয় ২৩০টি আসন। কংগ্রেস একা ৯৯ আসনে জয়লাভ করেন। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী শক্তি বিজেপিকে উড়িয়ে ২৯ আসনে জয় ছিনিয়ে নেয় তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপি তথা এনডিএ জোটের আসন সংখ্যা বিগত লোকসভা ভোটের তুলনায় কমলেও 'ম্যাজিক ফিগার' ২৭২ আসন ডিঙিয়ে যাওয়ায় তৃতীয়বার ক্ষমতায় ফেরে গেরুয়া শিবির। এখন এই তথ্য জানিয়ে কি হবে। দেশের মানুষ নির্বাচন কমিশনকেই দোষারোপ করবেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে দেশের সেই সমস্ত মানুষদের কথা শোনে কে। মোদী সরকার কি শুনবে, প্রশ্ন সেখানেই।

পঞ্চভূতে বিলীন ডঃ মনমোহন সিং, বাবার মুখাগ্নি করলেন মেয়ে

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর ঃ চোখের জলে চিরকালের জন্য বিদায় নিলেন প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। মুখাগ্নি করলেন তাঁর মেয়ে, পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেলেন ডঃ মনমোহন সিং। দিল্লির নিগম বোধ ঘাটে হয়েছে শেষকৃত্যানুষ্ঠান। চোখের জলে মনমোহনকে বিদায় জানিয়েছেন অনুরাগীরা। গত ২৬ ডিসেম্বর দিল্লি এইমস-এ প্রয়াত হন মনমোহন সিং। শনিবার কংগ্রেস সদর দফতরে শায়িত থাকে মনমোহনের মরদেহ। সেখানে মনমোহনের স্ত্রী ও মেয়ে এবং সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী-সহ অনেকেই মনমোহনকে শেষশ্রদ্ধা জানান। এরপর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় নিগম বোধ ঘাটে। মনমোহনকে শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রমুখ। দেশবাসীকে আলবিদা জানিয়ে চিরকালের জন্য বিদায় নিলেন মনমোহন সিং।

ইডি অফিসারের দুর্নীতি! বাড়িতে হানা দিয়ে টাকার পাহাড় পেল সিবিআই

২৮ ডিসেম্বর ঃ এক কেন্দ্রীয় এজেন্সির আধিকারিকের বিরুদ্ধে তদন্তে আর এক কেন্দ্রীয় এজেন্সি। শিমলায় দুর্নীতির অভিযোগে বিদ্ধ ইডি অফিসারের বাড়ি এবং অফিসে তল্লাশি চালাল সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সেই অভিযানে রীতিমতো টাকার পাহাড় উদ্ধার হল। বছর তিনেক আগে হিমাচল প্রদেশের শিমলার অ্যাসিস্ট্যান্ড ডিরেক্টর পদমর্যাদার এক ইডি আধিকারিকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। সিবিআইয়ের চণ্ডীগড়ের দপ্তরে সম্প্রতি দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনে একটি এফআইআর দায়ের হয় ওই ইডি আধিকারিক এবং তাঁর ভাইয়ের বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগেই শিমলার বাসিন্দা ওই ইডি আধিকারিকের বিরুদ্ধে তদন্ত করছে সিবিআই। শুক্রবার ওই ইডি কর্তার শিমলার বাড়ি এবং অফিসে তল্লাশি চালায় সিবিআই। সব মিলিয়ে প্রায় ১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা তাঁর বাড়ি এবং দপ্তর থেকে উদ্ধার হয়েছে। প্রথম দফার তল্লাশিতে পাওয়া গিয়েছিল ৫৪ লক্ষ টাকা। ঘুষ হিসাবে যা তিনি নিয়েছিলেন বলে দাবি। দ্বিতীয় দফায় আরও ৫৬ লক্ষ টাকারও বেশি উদ্ধার হয়েছে। ওই আধিকারিক এবং তাঁর ভাইয়ের বিরুদ্ধে বিপুল টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ওই ইডি আধিকারিক পলাতক। তাঁর ভাইকে গ্রেপ্তার করেছে সিবিআই। দেশের এক নম্বর আর্থিক তদন্তকারী সংস্থা ইডি। বিরোধীদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ, কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার ইডিকে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে ব্যবহার করছে। তাতে এমনিতেই ইডির বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নের মুখে। এবার ইডির আধিকারিকের বিরুদ্ধে যেভাবে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ উঠল, এবার যেভাবে তাঁর বাড়িতে হানা দিয়ে সিবিআই নগদ উদ্ধার করল তাতে ইডির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে আবারও প্রশ্ন উঠে যাবে তাতে সংশয় নেই। যদিও ব্যক্তিবিশেষের দুর্নীতির দায় গোটা সংস্থার উপর চাপানো ঠিক নয়। এখন এই নিয়ে দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলই ইডি তথা কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে আঙুল তুলবে। ইডি বা সিবিআই কোনও মামলায় দতন্ত করতে এলে তাদের বিরুদ্ধে স্লোগান তোলার চেষ্টা করবে। কিন্তু মোদী সরকার সব কিছুকেই থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। আসলে কিছুই হবে না। যেমনটা ছিল তেমনই থেকে যাবে।

চম্পাহাটিতে বাজি ব্যবসায়ীর বাড়িতে বিস্ফোরণ

দুরন্তার্তা, জয়নগর, ৮ ডিসেম্বরঃ বারুইপুরের চম্পাহাটির হাড়ালে বাজি ব্যবসায়ীর বাড়িতে বিস্ফোরণ। অগ্নিদগ্ধ তিন। বাড়িতে মজুদ রাখা বাজি থেকেই বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ড।বিস্ফোরণের তীব্রতায়. ভেঙে চুরমার হয়ে গেল বাড়ি। শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুর থানার চম্পাহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের হাড়াল গ্রামের সরদার পাড়ায়। স্থানীয় বাজি ব্যবসায়ী পিন্টুমন্ডলের বাড়িতে এদিন বিস্ফোরণ ঘটে। সেই সঙ্গে সঙ্গে ঘটে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড। বিস্ফোরণের তীব্রতায় বাড়ি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়।সেই সঙ্গে পুড়ে ছারখার হয়ে যায় বাড়ি। বাড়ির মধ্যে থাকা

গৃহকর্তা পিন্টু মণ্ডল, সহ শুভঙ্করী সর্দার ও ভক্তি সর্দার অগ্নিদগ্ধ হন। তাদেরকে দ্রুত উদ্ধার করে কলকাতার হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে চিকিৎসার জন্য। এদিকে গ্রামবাসীরা বিস্ফোরণের শব্দে ছুটে আসে ঘটনাস্থলে। তাঁরাই সাথে সাথে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায়। পরে ঘটনাস্থলে চলে আসে বারুইপুর থানার পুলিশ। গ্রামবাসীদের দাবি, বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার থেকেই আগুন লেগে যায় বাজিতে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। গোটা ঘটনা নিয়ে এলাকায় একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

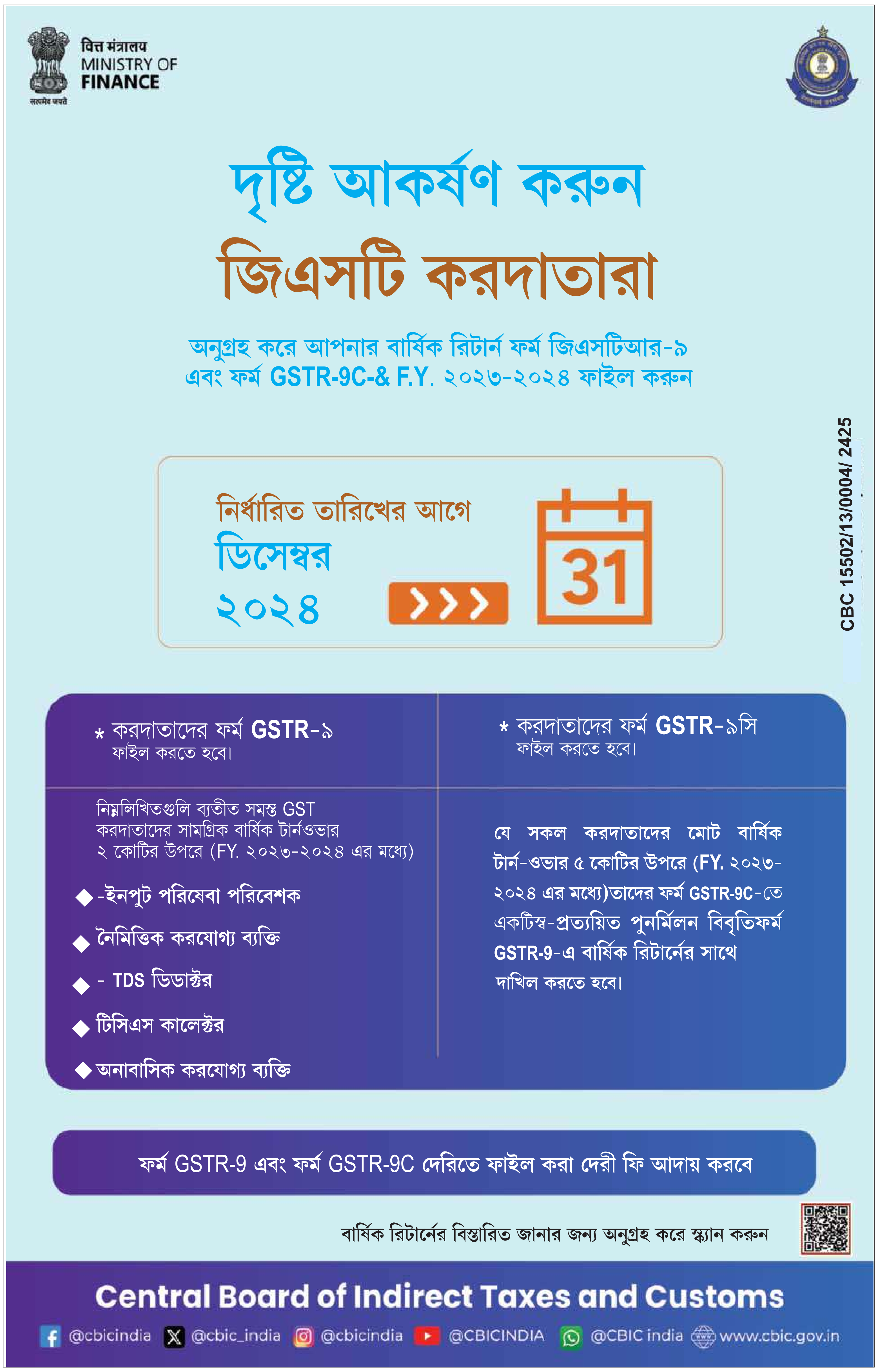

ডঃ মনমোহন সিংকে 'ভারতরত্ন' দেওয়া হোক, কংগ্রেসের আগেই দাবি আপের

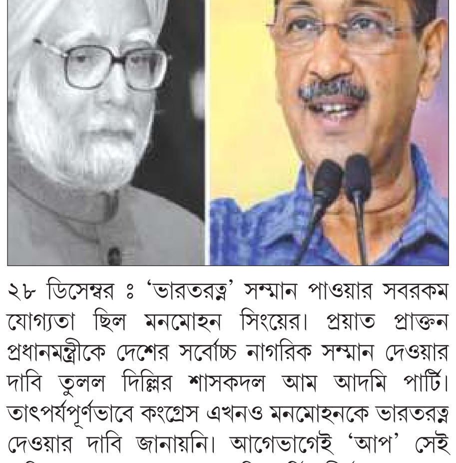

২৮ ডিসেম্বর ঃ 'ভারতরত্ন' সম্মান পাওয়ার সবরকম যোগ্যতা ছিল মনমোহন সিংয়ের। প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে দেশের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান দেওয়ার দাবি তুলল দিল্লির শাসকদল আম আদমি পার্টি। তাৎপর্যপূর্ণভাবে কংগ্রেস এখনও মনমোহনকে ভারতরত্ন দেওয়ার দাবি জানায়নি। আগেভাগেই 'আপ' সেই দাবিতে সরব হল। আম আদমি পার্টির শীর্ষ নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিং বিবৃতি দিয়ে বলছেন, ভারতরত্ন পাওয়ার জন্য যা যা যোগ্যতার প্রয়োজন, মনমোহন সিংয়ের। আমি কেন্দ্রকে বিষয়টি ভেবে দেখার জন্য অনুরোধ করছি। শুধু আপ নয়, একাধিক শিখ সংগঠন ইতিমধ্যেই ওই দাবিতে সরব হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে কংগ্রেসের তরফে এখনও তেমন কোনও দাবি আসেনি। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর প্রসঙ্গে শোক প্রস্তাব নেওয়া হলেও তাতে ভারতরত্নের উল্লেখ নেই। কংগ্রেস অবশ্য মনমোহনের স্মৃতিসৌধ তৈরির দাবিতে কেন্দ্রের কাছে দরবার করছে। সেটা একইভাবে আপও করছে। সাম্প্রতিক অতীতে একাধিক কংগ্রেস নেতাকে 'ভারতরত্ন' দিয়েছে কেন্দ্রের মোদী সরকার। সেই তালিকায় রয়েছেন প্রণব মুখোপাধ্যায়, নরসিমা রাওরা। বস্তুত বিজেপির দীর্ঘদিনের অভিযোগ, কংগ্রেস গান্ধী পরিবারের বাইরে কাউকে সম্মান দেয় না। সেক্ষেত্রে 'অগান্ধী' কংগ্রেস নেতাদের সম্মান দেওয়াটা মোদী সরকারের রাজনীতিরই অঙ্গ। অতীতে যেভাবে প্রণব বা নরসিমাদের সম্মান দেওয়া হয়েছে, সেভাবেই মনমোহনকেও আগামী দিনে 'ভারতরত্ন' দেওয়ার ক্ষেত্রে মোদী সরকার ভেবে দেখলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। প্রশ্ন হল, কংগ্রেসের চেয়েও আপ কেন মনমোহনকে নিয়ে এত আবেগি? আসলে সামনেই দিল্লির বিধানসভা নির্বাচন। রাজধানীতে একটা ব। অঙ্কের ভোটার শিখ সম্প্রদায়ের। মনমোহনের প্রয়াণের পর শিখদের সহানুভূতি পেতে মরিয়া আপও।

কে টি রামা রাও-কে ইডি-র সমন, ৭ জানুয়ারি হাজিরার নির্দেশ

হায়দরাবাদ, ২৮ ডিসেম্বর ঃ তেলেঙ্গানার প্রাক্তন মন্ত্রী এবং বিআরএস-এর কার্যকরী সভাপতি কে টি রামা রাওকে ডেকে পাঠাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত ফর্মুলা-ই রেসের সঙ্গে সম্পর্কিত অর্থ তছরুপ মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট তেলেঙ্গানার প্রাক্তন মন্ত্রী এবং বিআরএস-এর কার্যকরী সভাপতি কে টি রামা রাওকে ডেকে পাঠিয়েছে, আগামী ৭ জানুয়ারি তলব করা হয়েছে কে টি রামা রাওকে।

বৃষ্টি হয়েই চলেছে দিল্লিতে, দমকা হাওয়ায় একাধিক স্থানে ভেঙে পড়ল গাছ

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর ঃ শীতের ভরা মরশুমে বৃষ্টি হয়েই চলেছে রাজধানী দিল্লিতে, সঙ্গে দমকা হাওয়ার দাপট। শনিবার ভোররাতে ভারী বৃষ্টি হয় দিল্লির বিভিন্ন অংশে, একইসঙ্গে দমকা হাওয়া বইতে থাকে।দমকা হাওয়ায় দিল্লির বিভিন্ন অংশে ভেঙে পড়ে গাছ। সেক্টর-৯, আর কে পুরমে ধসে পড়ে রাস্তা। ধসে যাওয়া এলাকায় পড়ে যায় একটি গাড়ি ও মোটরবাইক। দিল্লির পালম, সফদরজং, লোধি রোডেও বৃষ্টি হয়েছে।

প্রশিক্ষণের মেনুতে ১৪৭ ভোগের বরাত, কটাক্ষ সুজনের

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর ঃ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের শিক্ষক-প্রশিক্ষণের মেনুতে চোখ ছানাবড়া শিক্ষকদের। শনিবার এই প্রসঙ্গে কটাক্ষ করলেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী।এদিন একটি দৈনিকে প্রকাশিত খবরের কাটিং যুক্ত করে তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, শিক্ষা দান ব্যতীত অন্যান্য কাজেই এখন শিক্ষকদের জোর দিতে হয়।সরকারের নজর এবং পরিকল্পনা সেদিকেই।।স্বভাবতই শিক্ষক শিক্ষনের চাইতে অন্যান্য ক্ষেত্রেই কর্তৃপক্ষের নজর। ভোগের জীবন চর্চায় অভ্যস্ত শিক্ষামন্ত্রী যে রাজ্যে দুর্নীতির দায়ে জেলে থাকেন, সেখানে ১৪৭ ভোগের বরাত তো এমনকি!

মুগ সংগ্রহে বৃদ্ধি এবং সময়সীমা বাড়ানোর অনুরোধে চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর

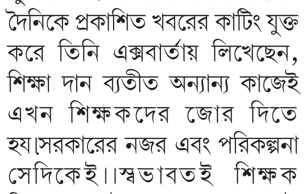

জয়পুর, ২৮ ডিসেম্বরঃ রাজস্থানে মুখ্যমন্ত্রী ভজন লাল শর্মা কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানকে একটি চিঠি লিখেছেন। তিনি রাজ্যের কৃষকদের স্বার্থে মুগ সংগ্রহ বাড়ানো এবং সময়সীমা ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানোর জন্য অনুরোধ জানান জানা যায়, চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী ভজন লাল শর্মা বলেন, অসময়ে বৃষ্টি এবং রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থার কারণে কৃষকরা চরম সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে মুগ সংগ্রহ শিথিল করার প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন , এটি বেশির ভাগ কৃষকদের কাছ থেকে মুগ ক্রয়ের সুনিশ্চয়তা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক সাহায্য পাবে। মুখ্যমন্ত্রীর চিঠিতে রাজ্যের কৃষকদের সমস্যার প্রতি কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

মনমোহন সিংয়ের বাসভবনে গিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর ঃ ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু গত শুক্রবার প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংকে দিল্লির ৩ মতিলাল নেহেরু রোডে তাঁর বাসভবনে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান। রাষ্ট্রপতির সোশ্যাল মিডিয়ায় এদিন জানানো হয়, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং-এর বাসভবনে যান এবং তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। তিনি ড. মনমোহন সিংয়ের পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।প্রসঙ্গত, রাষ্ট্রপতির সোশ্যাল মিডিয়ায় আগেই শোকবার্তা জানানো হয়েছিল। তাতে তিনি লিখেছিলেন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং জি সেই বিরল রাজনীতিবিদদের মধ্যে একজন যিনি প্যাশোনা এবং প্রশাসনের জগতে সমান স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণ করেছিলেন। সরকারিভাবে তাঁর ভূমিকা ছিল বিভিন্ন রকম। তিনি ভারতীয় অর্থনীতির সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। জাতির সেবা, নিখুঁত রাজনৈতিক জীবন এবং পরম বিনয়ের জন্য তিনি চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর চলে যাওয়া আমাদের সবার জন্য এক বিরাট ক্ষতি। তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ পুত্রদের অন্যতম। তাঁকে আমি শ্রদ্ধা জানাই। আমার আন্তরিক সমবেদনা রইল তাঁর পরিবার, বন্ধু-বান্ধব এবং ভক্তদের প্রতি।উল্লেখ্য, দিল্লির এইমস-এ প্রয়াত হয়েছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। চিকিৎসার জন্য বৃহস্পতিবার রাতে এইমস-এ নিয়ে আসা হয়েছিল মনমোহন সিংকে, চিকিৎসকদের অনেক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাঁকে প্রাণে বাঁচানো যায়নি। এইমস-এ চিকিৎসা চলাকালীন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মনমোহন সিং। এইমস-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়, গভীর শোকের সঙ্গে আমরা জানাচ্ছি, ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং ৯২ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন। তিনি বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার জন্য চিকিৎসাধীন ছিলেন এবং বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) বাড়িতে হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। রাত ৮.০৬ মিনিট নাগাদ তাঁকে নতুন দিল্লির এইমস-এ মেডিকেল ইমার্জেন্সিতে আনা হয়েছিল। সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি এবং রাত ৯.৫১ মিনিট নাগাদ তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। মনমোহন সিংয়ের প্রয়াণে শোকের আবহ তৈরি হয়েছে দেশের রাজনৈতিক মহলে।অন্যদিকে নয়াদিল্লিতে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংকে শুক্রবার দিল্লির ৩ মতিলাল নেহেরু রোডে তাঁর বাসভবনে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান সস্ত্রীক উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় জানা গেছে, উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় এবং তাঁর স্ত্রী ডঃ সুদেশ ধনখ। শুক্রবার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং-কে দিল্লিতে তাঁর বাসভবনে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান। তাঁরা ডঃ সিং-এর পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন। দেশের প্রতি তাঁর অমূল্য অবদানের কথাও উল্লেখ করেছেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়।উল্লেখ্য, দিল্লির এইমস-এ প্রয়াত হয়েছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। চিকিৎসার জন্য বৃহস্পতিবার রাতে এইমস-এ নিয়ে আসা হয়েছিল মনমোহন সিংকে, চিকিৎসকদের অনেক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাঁকে প্রাণে বাঁচানো যায়নি। এইমস-এ চিকিৎসা চলাকালীন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মনমোহন সিং। এইমস-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়, গভীর শোকের সঙ্গে আমরা জানাচ্ছি, ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং ৯২ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন। তিনি বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার জন্য চিকিৎসাধীন ছিলেন এবং গত বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) বাড়িতে হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। রাত ৮.০৬ মিনিট নাগাদ তাঁকে নতুন দিল্লির এইমস-এ মেডিকেল ইমার্জেন্সিতে আনা হয়েছিল। সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি এবং রাত ৯.৫১ মিনিট নাগাদ তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। মনমোহন সিংয়ের প্রয়াণে শোকের আবহ তৈরি হয়েছে দেশের রাজনৈতিক মহলে।

ইন্টারনেটের যুগে হারিয়ে যাচ্ছে গ্রাম বাংলার সিনেমা হলগুলি

দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৮ ডিসেম্বরঃ ডিজিটাল জেনারেশনের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম ইন্টারনেটের প্রভাবে বর্তমানে হারিয়ে যাচ্ছে প্রাচীন বিনোদনের একমাত্র মাধ্যম সিনেমা হল। সারা রাজ্যের পাশাপাশি দক্ষিন দিনাজপুর জেলাতেও বহু সিনেমা হল বন্ধ হয়ে গেছে। আবার কোন কোন সিনেমা হল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে এখন। এমন কিছু সিনেমা হল এর সন্ধানে বেরিয়ে ধরা পড়লো কিছু ছবি।দর্শক না থাকার দরুন দিনের পর দিন লোকসানে পড়ে বিভিন্ন সিনেমাহলের মালিক কর্তৃপক্ষ। এক এক করে বহু পুরাতন সিনেমাহল গুলি বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছেন। ফলে বছরের পর বছর সিনেমা হলের বহু কর্মী কাজ হারিয়ে অন্য পেশায় চলে গিয়েছেন। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ও গঙ্গারামপুর সহ বুনিয়াদপুরে ছিল অনেক সিনেমা হল। সে আজ থেকে বহর দশেক আগেকার কথা। ওই সময় এইসব সিনেমা হল গুলিতে রমরমা বাজার ছিল। সারাদিন কাজের পর সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা দেখার মজাটাই ছিল আলাদা। আর এইসব সিনেমা হল গুলিতে বহু কর্মী কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কিন্তু সে সব এখন ইতিহাস। সময়ের সাথে বদলাচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতি। হলে গিয়ে সিনেমা দেখার জায়গাটা আজ করে নিয়েছে সিরিয়াল। ইন্টারনেটের যুগে সিনেমা হলে গিয়ে টানা তিন ঘন্টার এক জায়গায় বসে সময় নষ্ট করার পাশাপাশি পয়সা খরচ না করে ইন্টারনেটের মাধ্যমেই ঘরে বসে পছন্দ অনুযায়ী সিনেমা দেখার জন্য আজ আর সিনেমা হলে দর্শক পাওয়া যায় না। তাই বছরের পর বছর লোকসান হতে হতে আজ এইসব করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন হল মালিকের একাংশ। অপরদিকে করতে বাধ্য হয়েছেন হলের মালিক কর্তৃপক্ষ। তার বদলে সেই সিনেমা হল গুলি পরিণত হয়েছে গুদামে। আর জেলার কয়েকটি এলাকার সিনেমা হলগুলি দর্শক না হওয়ায় টিপটিপ করে লন্ঠনের আলোর মতো চলছে। বুনিয়াদপুরের এক বিনোদন প্রেমী বিশ্বপ্রীয় সাহা দু'দিন আগে জানান, আগে প্রচুর মানুষ সিনেমা হলে আসতো সিনেমা দেখতে কিন্তু এখন আর আসে না তার কারন একটাই এখন ভালো কোনো সিনেমা তৈরি হচ্ছে না সমস্ত তাই হচ্ছে শহরকেন্দ্রিক। তাই গ্রাম বাংলার মানুষরা এই সিনেমা দেখতে আর আসছে না সিনেমা হলে। এর পাশাপাশি হাতের মুঠোয় ইন্টারনেট মোবাইল এবং ইউটিউব চলে আসায় নিত্যনতুন সিনেমাটা তারা পেয়ে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে তাই আর তাদের আসতে হচ্ছে না সিনেমা হলে ফলে আজ সিনেমা হল গুলি চুকতে বসেছে। আগামীতে লাভের মুখ না দেখতে পেলে সিনেমা হল গুলি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন হল মালিকের একাংশ। অপরদিকে জেলার বুনিয়াদপুরের একটি ঐতিহ্যবাহী গৌরী সিনেমা হলের মালিক ফান্টু সেন জানান কতদিন তারা আর লোকসানে বিনোদন দিবেন মানুষকে নিজেদের ঘরের পয়সা ঢেলে। কারন একটা সিনেমা আনতে যেমন প্রচুর খরচ সাপেক্ষ তেমনি সারা মাসে সিনেমা চালিয়ে তার সিকিভাগও লাভ উঠে আসে না। তাই বাধ্য হয়ে সিনেমা হল তারা বন্ধ করে দিয়েছে কিন্তু কিছুই করার নেই প্রচুর মানুষ বেকার হয়ে গেছে এখন সেই সিনেমা হলে মালপত্র রাখা হয়। অপরদিকে জেলার এক উঠতি যুবক শান্তনু ঘোষ জানান, একটা সময় তারা বাড়ির সকলে মিলে এসে সিনেমা হল গুলিতে সিনেমা দেখতে আসতো কত মজা হত কিন্তু আজ সেই মজা নেই কারণ এখন সেই সিনেমা হল গুলি আগের অবস্থায় নেই। পাশাপাশি হাতের মুঠোয় এখন ইন্টারনেট মোবাইল চলে আসায় এখন সব সিনেমায় সঙ্গে সঙ্গে মানুষ দেখে ফেলছে ফলে সিনেমা মুখী হওয়ার প্রবণতা কমে গেছে মানুষের মধ্যে। এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা। অপরদিকে বর্তমানে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে জেলার বুনিয়াদপুর গৌরী সিনেমা হলের পাশে দীর্ঘদিন ধরে পান বিড়ি সিগারেটের দোকানদার নিতাই সরকার জানালেন তিনি দীর্ঘ ২০ বছর ধরে এই সিনেমা হলের পাশে দোকান করছেন একটা সময় প্রচুর মানুষ সিনেমা দেখতে আসতো তার চোখে দেখা হিমশিম খেতে হত মানুষকে লম্বা লাইনে টিকিট কাটার ধুম ছিল আলাদাই কিন্তু আজ সেই সব হারিয়ে গেছে এখন হাতে গোনা মাত্র কয়েকজন দর্শক ভী। জমান সিনেমা হলে।একটা সময় নির্জন জায়গায় টানা তিন ঘণ্টা সকলের অজান্তেই প্রেমিক - প্রেমিকাদের উসাহ যোগাতে নির্জন জায়গায় টানা তিন ঘণ্টা নিরিবিলি তে প্রেমিক যুগল সিনেমা দেখার জন্য বক্সের ভাড়া ছিল আকাশ ছোঁয়া। এইভাবে লোকসান ঠেকাচ্ছিলেন হল কর্তৃপক্ষরা। কিন্তু সেখানেও বাধা দিল পুলিশ। ইতিমধ্যে বিভিন্ন সিনেমা হল গুলির ওইসব বক্সে রেট করে আপত্তিকর অবস্থায় ধরা পাচ্ছে অনেক প্রেমিক প্রেমিকাও। সব মিলিয়ে বর্তমানে সিনেমা হল গুলি এখন ধুঁকছে ।

মণিপুরে অব্যাহত গোলাগুলি, জঙ্গিদের হামলায় জখম ভিডিও জার্নালিস্ট

ইম্ফল, ২৮ ডিসেম্বর ঃসন্দেহভাজন জঙ্গিদের গোলাগুলিতে হয়েছেন জখম হয়েছেন স্থানীয় ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জনৈক ভিডিও জার্নালিস্ট। কর্তব্যরত ভিডিও জার্নালিস্ট (চিত্র সাংবাদিক) লেইমাপোকপাম কবিচন্দ্রকে অকুস্থল থেকে উদ্ধার করে চিকিসার জন্য রিজ রাজ মেডিসিটি (হাসপাতাল)-তে নিয়ে ভরতি করেছেন সেনা জওয়ানরা।ঘটনা রাজ্যের কাংপোকপি এবং পূর্ব ইম্ফল জেলার সীমান্তবর্তী পেরিফেরাল এলাকায় সংঘটিত হয়েছে। জঙ্গিরা পাহাড়ের চূড়া থেকে গুলি বর্ষণ করছে। এ খবর লেখা পর্যন্ত দফায় দফায় যৌথবাহিনীর সঙ্গে গুলি বিনিময় হচ্ছে বলে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ।রাজ্য পুলিশ সদর দফতর সূত্রের খবর, গত (শুক্রবার) রাত থেকে কংপোকপি জেলার পাহাড়ের উপর থেকে সমতলে জনবসতি গ্রামে গুলিবর্ষণ করছে সন্দেহভাজন কুকি জঙ্গিরা গতরাতে সংঘটিত গোলাগুলিতে জখম হয়েছেন মণিপুর পুলিশের এক কমান্ডো, এক গ্রামরক্ষী এবং মেইতেই সশস্ত্র বাহিনীর আরামবাই টেঙ্গলের জনৈক সদস্য।জঙ্গিরা পাহাড়ের চূড়া থেকে শনিবার সকালে আবার গুলি বর্ষণ করলে সীমান্তবর্তী পূর্ব ইম্ফল জেলার থামনাপোকপি এলাকায় কর্তব্যরত সাংবাদিক লেইমাপোকপাম কবিচন্দ্র ঘায়েল হয়েছেন। কবিচন্দ্রের উরুতে গুলি বিদ্ধ হয়েছে, জানিয়েছে পুলিশের সূত্র।সদর পুলিশের সূত্রটি জানিয়েছে, চূড়াচাঁদপুর জেলার টি লাংখইমল এলাকায় শুক্রবার থেকে মাদক-বিরোধী অভিযান চালিয়েছেন। গত প্রায় সাত একর আফিম ক্ষেত ধ্বংস করেছে আসাম রাইফেলস, মণিপুর পুলিশ এবং বন দফতরের যৌথ বাহিনী। মূলত মাদক-বিরোধী অভিযান চালানোয় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে কুকি জঙ্গিরা।এদিকে ওয়াকিবহাল মহলের অভিযোগ, রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টির পেছনে চিনা মদতপুষ্ট নিষিদ্ধ কুকি-জো জঙ্গিগোষ্ঠী কুকি ন্যাশনাল আর্মি, কুকি ন্যাশনাল ফ্রন্ট এবং ইউনাইটেড কুকি লিবারেশন ফ্রন্ট জড়িত।

ফিরে দেখা ২০২৪, বিষয় ঃ মৌলবাদী, বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা বিষয়ক

বিশেষ প্রতিবেদন,গুয়াহাটি, ২৮ ডিসেম্বর ঃ কালচক্র অতিক্রম করে পেরিয়ে গেল আরও একটি বছর, ২০২৪। বিদায়ী এক বছরে গোটা বিশ্ব তথা ভারতে বহু ঘটনা পরিঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সে ধরনের সহস্রাধিক খবরের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বহু খবরও সংবাদ শিরোনাম দখল করেছে। ২০২২-এর ফ্ল্যাশব্যাকে মৌলবাদী, বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা বিষয়ক কয়েকটি, যেগুলো প্রত্যেকেই অমোঘ হয়ে আছে সেগুলো ক্রমান্বয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে হিন্দুস্থান সমাচার ...ধর্মনগর (ত্রিপুরা), ৮ মার্চ ঃ এদিন সকাল আনুমানিক নয়টা নাগাদ উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন রাস্তায় এক নাবালক, এক নাবালিকা ও এক মহিলা সহ চার রোহিঙ্গা আটক।আগরতলা, ১৭ মার্চ ঃ আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে জিআরপির হাতে ধৃত তিন রোহিঙ্গা।গণ্ডছড়া (ত্রিপুরা), ৪ মেঃ ধলাই জেলার গণ্ডাছড়া মহকুমা পুলিশের এসবি এবং ডিআইবি কর্মীদের হাতে উপজাতি জনপদে গ্রেফতার ১১ জন রোহিঙ্গা।গুয়াহাটি, ১৩ মে ঃ গুয়াহাটি রেলস্টেশন থেকে দুই বাংলাদেশি সন্ত্রাসবাদী গ্রেফতার। ধৃত দুই বাংলাদেশি সন্ত্রাসবাদীকে বাহার মিয়াঁ এবং রাসেল মিয়াঁ বলে চিহ্নিত করা গিয়েছে। তারা গুজরাট থেকে আসছিল, গন্তব্য ছিল শিলচর।ধুবড়ি (অসম), ২৬ জুলাই ঃ ধুবড়ি জেলার অন্তর্গত অসম-পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তের পার্শ্ববর্তী ছাগলিয়া খলিসামারি গ্রামে জনৈক গৃহস্থের বাড়িতে বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার রুস্তমনগরের প্রয়াত জাহাঙ্গির আলমের ছেলে বাবুল মিয়াঁর মৃত্যু।ধুবড়ি (অসম), ৩০ জুলাই ঃ বৈদেশিক আইনি প্রক্রিয়া শেষে প্রয়োজনীয় প্রোটোকল মেনে ভারত ভূখণ্ডে নিহত বাংলাদেশি নাগরিক বাবুল মিয়াঁর মৃতদেহ বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর ধুবড়ি জেলা প্রশাসন। ধুবড়ির গোলকগঞ্জে সোনাহাট আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র সীমান্ত গেট দিয়ে বাবুলের মরদেহ বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরিত। গুয়াহাটি, ২৮ সেপ্টেম্বর ঃ অসমের ভারত-বাংলা আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে এদিন ভোরের দিকে শিশু, মহিলা সহ আরও ১৭ জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে পুশব্যাক করেছে পুলিশ ও বিএসএফ-এর যৌথবাহিনী।আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর ঃ আগরতলা রেলস্টেশনে এক মহিলা সহ চার রোহিঙ্গা এবং একজন বাংলাদেশি নাগরিক পুলিশের হাতে ধৃত।গুয়াহাটি, ৫ অক্টোবরঃগোয়ালপাড়ায় মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে এনআইএ (নিয়া)-এর অভিযানে গ্রেফতার জইশ-ই-মহম্মদ-এর সঙ্গে জড়িত ১০ জন।গুয়াহাটি, ১২ নভেম্বরঃ অসমের নগাঁও জেলার অন্তর্গত সামাগুড়িতে সন্ত্রাসী সংগঠন আল-কায়েদাকে অর্থায়নকারীর সন্ধানে অভিযান ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির।করিমগঞ্জ, (অসম), ১৯ নভেম্বর ঃ আসাম পুলিশ নয়জন (৯) অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠিয়েছে। গুয়াহাটি, ১৮ ডিসেম্বর ঃ ১৭ এবং ১৮ ডিসেম্বর আসাম পুলিশের 'প্রঘাত' শীর্ষক অভিযানে অসম, পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরালা থেকে এক বাংলাদেশি সহ আট মৌলবাদী গ্রেফতার। গ্রেফতারকৃতরা মহম্মদ সাদ রাদি ওরফে মহম্মদ শাব শেখ (বাংলাদেশি নাগরিক, বৈধ ভ্রমণনথি ছাড়া কেরালায় অবস্থানকারী), পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ থেকে মিনারুল শেখ ও মহম্মদ আব্বাস আলি, অসমের কোকরাঝাড় থেকে নুর ইসলাম মণ্ডল, আব্দুল করিম মণ্ডল, মজিবর রহমান ও হামিদুল ইসলাম এবং অসমের ধুবড়ি থেকে এনামুল হক।গুয়াহাটি, ২২ ডিসেম্বর ২০২৪ ঃগুয়াহাটির পার্শ্ববর্তী সোনাপুরে স্থানীয় জনতা দুই বাংলাদেশি নাগরিককে পাকড়াও করে পুলিশের কাছে হস্তান্তরিত। ধৃত বাংলাদেশিরা সিলেট জেলার বাসিন্দা।গুয়াহাটি, ২৪ ডিসেম্বরঃ অসমের কোকরাঝাড় জেলায় পৃথক দুই অভিযানে আসাম পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) গ্রেফতার 'হরকাত-উল-জিহাদ আল-ইসলামি'-এর সঙ্গে জড়িত আনসারউল্লা বাংলা টিম (এবিটি)-এর দুই সদস্য আবদুল জাহের শেখ এবং সাব্বির মির্ধা। এর সঙ্গে উদ্ধার বহু অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ। গুয়াহাটি, ২৭ ডিসেম্বর ঃ 'প্রঘাত'-এর বলে ধুবড়ি জেলায় অভিযান চালিয়ে 'ওয়ান্টেড' জিহাদি সাহিনুর ইসলামকে গ্রেফতার আসাম পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)-এর। তার বসতঘর থেকে পুলিশ 'শীর্ষক ৮২৯ পৃষ্ঠার উর্দু বই, ৪৭ পৃষ্ঠার হাতে লেখা বই 'ওয়াহিদ', একটি আধার কার্ড, পাসপোর্ট, প্যান কার্ড, একটি মোবাইল ফোন, অন্যান্য নথি সহ বেশ কয়েকটি অপরাধমূলক সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

২৯ ডিসেম্বর মন কি বাত-এর ১১৭-তম পর্ব, প্রধানমন্ত্রীর বার্তা শুনতে উদগ্রীব দেশবাসী

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বরঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৮ ডিসেম্বর, রবিবার মাসিক মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশের মানুষের সঙ্গে নিজের চিন্তাভাবনা ভাগ করে নেবেন। ২৮ ডিসেম্বর (রবিবার) আবারও শোনা যাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান মন-কি-বাত। এবারের মন-কি-বাত অনুষ্ঠানটি হবে ১১৭-তম পর্ব।২৮ ডিসেম্বর, রবিবার বেলা ১১-টা থেকে আকাশবাণী এবং দূরদর্শনের সবকটি চ্যানেলে এবং আকাশবাণীর নিউজ অন এয়াইআর ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপ, প্রধানমন্ত্রীর দফতর এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে ও ইউটিউব চ্যানেলেও মন-কি-বাত অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হবে। প্রতিবারের মতো এবারও প্রধানমন্ত্রী মোদী মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে কী বক্তব্য রাখেন, তা জানার অপেক্ষায় সমগ্র দেশবাসী।

পর্দাপ্রথার কড়া সমালোচনা তথাগতর

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর ঃ পর্দাপ্রথার কড়া সমালোচনা করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।শনিবার তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, আজ থেকে একশো বছর আগে কট্টর মুসলমান দেশ তুরস্কে কামাল আতাতুর্ক পর্দাপ্রথা তুলে দিয়েছিলেন। তারপর ইসলামপন্থী এরদোগান এসেও পর্দা আবার চালু করতে পারে নি। অথচ আমাদের দেশে এখনো মুসলমানদের ১৪০০ বছরের পুরোনো ব্যক্তিগত আইন চালু, বহুবিবাহ, তিন তালাক, পর্দাপ্রথা, সবই চলছে।এক্সবার্তায় একটি পোস্ট- পর্দাপ্রথা নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত, কারণ এটি অনেকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। যেকোনো প্রথার সুবিধা-অসুবিধা বোঝা এবং সবার অভিজ্ঞতা শোনা দরকার। এ ধরনের আলোচনায় মতবিরোধ থাকাটাই স্বাভাবিক, তবে তা যেন সম্মানের সঙ্গে হয়। এটির প্রতিক্রিয়ায় তথাগতবাবু ওই মন্তব্য করেছেন।এর আগে, অপর এক্সবার্তায় তথাগতবাবু লিখেছেন, অমানবিক পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে মন্তব্য করা মাত্র কামাছা (কাঠমোল্লা-মাদ্রাসা ছাপ) গোষ্ঠী লাফাতে আরম্ভ করেছে। এদের যুক্তি হচ্ছে, পর্দা ছেড়ে দেওয়া মানে নাকি ন্যাংটো হয়ে যাওয়া। তাহলে কি কামাছা পুরুষরা ন্যাংটো হয়ে চলাফেরা করছে ?আমি এদের পুরুষদের চ্যালেঞ্জ করেছিলাম ভাদ্র মাসের গরমে ওরকম একটা চলমান কালো তাঁবুর মধ্যে তিনদিন থাকতে, যাতে তারা মেয়েদের যন্ত্রনাটা বুঝতে পারে। সে বিষয়ে কিন্তু সবাই চুপ।

নতুন যুগের উদ্যোক্তাদের জন্য অনুকরণের উদাহরণ হয়ে থাকবেন, রতন টাটাকে শ্রদ্ধা অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর ঃ রতন টাটার জন্মদিনে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।অমিতবাবু শনিবার এক্সবার্তায় লিখেছেন, রতন টাটা জির জন্মতিথে, আমরা দূরদর্শী ব্যবসায়ী নেতাকে স্মরণ করি। রতন টাটা জি তাঁর দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে ভারতের ব্যবসায়িক ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করেছেন এবং তাঁর জনহিতকর উদ্যোগের মাধ্যমে জীবন পরিবর্তন করেছেন। তিনি

নতুন যুগের উদ্যোক্তাদের জন্য অনুকরণের উদাহরণ হয়ে থাকবেন।

৩০ ডিসেম্বর সোমবতী অমাবস্যাঃপিতৃদোষ ও গ্রহ দোষ থেকে মুক্তির সুযোগ

রাঁচি,২৮ ডিসেম্বরঃ ৩০ ডিসেম্বর পালিত হবে সোমবতী অমাবস্যা। এই দিনে বৃদ্ধি যোগ এবং নক্ষত্রের বিশেষ সংমিশ্রণ ঘটছে, যা অত্যন্ত শুভ বলে গণ্য। এই শুভ যোগে পিন্ড দান, তর্পণ এবং শ্রাদ্ধের মাধ্যমে পূর্বপুরুষরা পিতৃদোষ, গ্রহ দোষ সহ অন্যান্য ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।এ প্রসঙ্গে পণ্ডিত মনোজ পান্ডে জানান , এই দিনটি পূর্বপুরুষদের মুক্তির প্রার্থনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শনিবার তিনি বলেন, সোমবতী অমাবস্যায় উপবাস রেখে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ ও পূজা করা উচিত।প্রতি মাসে একবার করে অমাবস্যা দিনটি আসে। এটি শুধু পিতৃপুরুষদের তৃপ্তি ও মুক্তি দেয় না, বরং পরিবারে সুখ ও সমৃদ্ধি আনে।এছাড়াও, অমাবস্যার দিনে ভগবান বিষ্ণু ও দেবী লক্ষ্মীর পূজা করলে পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং জীবন সুখ ও সমৃদ্ধিতে ভরে ওঠে।

মহিলা সম্মান যোজনার প্রতিশ্রুতি রেকর্ড সময়ে পূরণ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

রাঁচি, ২৮ ডিসেম্বর ঃ মহিলা সম্মান যোজনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন বলেন, যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তা রেকর্ড সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগ রাজ্যের সকল মহিলাদের আর্থিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করা হচ্ছে। শনিবার একটি সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্টে ঝাড়খণ্ড মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের মৃত্যুতে শনিবার মহিলা সম্মান যোজনার অনুষ্ঠান স্থগিত করা হয়েছে।তবে তিনি আরও বলেন, রাজ্যের মানুষের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি আমি পূরণ করছি। প্রতি মাসে প্রতিটি মেয়ের অ্যাকাউন্টে ২৫০০ টাকা জমা দেওয়া হচ্ছে। বছরে তাঁরা পুরো ৩০ হাজার টাকা পাবেন।

ভাটপাড়া সৎসঙ্গের পরিচালনায় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ১৩৭ তম জন্মোৎসব পালিত হল

দুরন্ত বার্তা,২৮ ডিসেম্বরঃ ভাটপাড়া সৎসঙ্গের পরিচালনায় পরম প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ১৩৭ তম বর্ষ জন্মমহোৎসব অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে পালিত হল ভাটপাড়া মোকামতলা মাঠে। সকাল থেকেই পূজার্চনা ও পূজা পাঠ অনুষ্ঠিত হয় কয়েক হাজার ভক্ত সমাগমের মধ্য দিয়ে। সতী সংঘের অনুষ্ঠান ও সাধারণসভা ছাড়াও বিভিন্ন ঋত্বিকদের আলোচনায় মুখরিত হয়ে ওঠে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ১৩৭ তম জন্মোৎসব। এছাড়াও সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রার্থনার পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানও ছিল চোখে পড়ার মতো। সারা মঞ্চ দেওঘরের ধৃতিমান দাদার দীর্ঘ সময়ের আলোচনা মুখরিত করে তোলে গোটা সভাস্থলকে। সতী সংঘের অনুষ্ঠানে পৃথা মা ও রত্না মা বাস্তবমুখী বক্তৃতা দিয়ে উপস্থিত মায়েদের মনে আলোড়ন তোলে। মঞ্চে অনন্তকৃষ্ণ রায় ও আশিস রায় বাগ্মী বক্তৃতা দিয়ে ভক্তকুলকে প্লাবিত করেন। অনুষ্ঠানের দিনে আনন্দবাজার প্রায় কুড়ি হাজারের বেশি মানুষ প্রসাদ গ্রহণ করেন দুপুর বারোটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত। অনুষ্ঠান মঞ্চের চারপাশে বসে ছিল বিকি-কিনির হাট। যেখানে বিভিন্ন প্রান্তের ছোট বড় ব্যবসায়ীরা তাদের জিনিসপত্র নিয়ে সারাদিন ধরে বেচাকেনা করেন।

১ জানুয়ারি থেকে ট্রেনের নতুন সময়সূচি

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর ঃ আগামী ১ জানুয়ারি ২০২৫ থেকে নতুন সময়সূচি মেনে চলবে ট্রেন। যাত্রীদের সুবিধার্থে রেলের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলো।নতুন সময়সূচিতে কোনও ট্রেনের সময় এগিয়েছে, আবার কোন ট্রেনের সময় একটু হলেও নির্ধারিত সময়ের থেকে পিছিয়েছে।পূর্ব রেল সূত্রে শনিবার জানা গিয়েছে, ৩৬টি মেল ও এক্সপ্রেস এবং ১৪৭টি প্যাসেঞ্জার ট্রেনের সময়সূচিতে বদলের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে।সে তালিকায় মালদহ ডিভিশনের গৌড় এক্সপ্রেস, হাওড়া-মালদহ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, বালুরঘাট-হাওড়া এক্সপ্রেস, দার্জিলিং মেলের মতো এক গুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনের সময়সূচি বদল হয়েছে, দাবি রেল কর্তৃপক্ষের।রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে রেলের রেক বদলানো হয়েছে। ফলে ট্রেন চলাচলের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই একাধিক ট্রেনের সময় পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া ।

আবহাওয়া

ইংরেজি নতুন বছরের শুরুতেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় নামবে তাপমাত্রার পারদ।আগামী কিছু দিন দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া থাকবে মূলত শুষ্ক। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, নতুন বছরের শুরুতেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই তাপমাত্রার পারদ নামবে। সর্বনিম্ন অথবা সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নীচেও নেমে যেতে পারে তাপমাত্রা। মালুম হবে জমজমাট শীতের আমেজ। তার আগে শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি বেশি।জোয়ার-সকাল ৯ টা ৫৮ মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫৯ মিনিট। ভাটা-সকাল ৮ টা৫৮মিনিট এবং রাত ২ টা ৫৯মিনিট। সূর্যোদয় সকাল ৬টা ০৪মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৫৬মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

১২ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার, ইংরেজীঃ২৮ ডিসেম্বর২০২৪, ৫৮৮ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ১৩ পৌষ, চান্দ্রঃ ২৮ নারায়ন মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সম্বৎ, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশেঃ১৩ পৌষ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৭ পৌষ ১৯৪৬, মৈত্রেয়ঃ৮ পৌইনু, আসামঃ১২ পুহ, মুসলিমঃ২৬-জমাদিউস-সানি-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১৭ঃ ৫২ এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ৫৫ঃ ১৪।চন্দ্র উদয়ঃশেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৪ঃ ০১(২৮) এবং অস্তঃবিকাল ০৩ঃ ২৬ঃ১৫(২৯)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃ ত্রয়োদশী (জয়া) শেষ রাত্রি ঘ ০২ঃ ৩৬ঃ৩৮ দং ৫০৪৫৪২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃঅনুরাধা রাত্রিঃ০৯ঃ ৫৩ঃ৪১ দং ৩৮৫১৭.৫ পর্যন্ত পরে জ্যেষ্ঠাকরণঃগর দুপুর ঘ ০২ঃ০৩ঃ ৪২ দং ১৯৬৫০ পর্যন্ত পরে বণিজ শেষ রাত্রি ঘ ০২ঃ৩৬ঃ৩৮ দং ৫০৪৫৪২.৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃ শূল রাত্রিঃ১০ঃ৫৯ঃ২৪ দং ৪০৫৩৩৫ পর্যন্ত পরে গণ্ড অমৃতযোগঃদিনঃ০৬ঃ১৭ঃ৫৮ থেকে - ০৭ঃ০০ঃ৩৯ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ ৪৩ঃ২১ থেকে - ০৯ঃ৫১ঃ২৫ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ৫৯ঃ৩০ থেকে - ০২ঃ৫০ঃ১৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ ৩২ঃ৫৭ থেকে - ০৪ঃ৫৮ঃ২০ পর্যন্ত এবং রাত্রি ১২ঃ৫৮ঃ০৭ থেকে - ০২ঃ৪৪ঃ৪৪ পর্যন্ত।মাহেন্দ্রযোগঃরাত্রি - ০২ঃ৪৪ঃ৪৪ থেকে - ০৩ঃ৩৮ঃ০২ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিনঃ০৭ঃ০০ঃ৩৯ থেকে - ০৭ঃ৪৩ঃ২১ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ০৪ঃ৩১ঃ২০ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩৮ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ১২ঃ৫৮ঃ১২ থেকে - ০২ঃ১৮ঃ১৪ পর্যন্তকালবেলাঃদিন ০৬ঃ১৭ঃ৫৮ থেকে - ০৭ঃ৩৮ঃ০১ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৩৮ঃ১৭ থেকে - ০৪ঃ৫৮ঃ২০ পর্যন্তকালরাত্রিঃ০৪ঃ৫৮ঃ২০ থেকে - ০৬ঃ৩৮ঃ১৭ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ৩৮ঃ০১ থেকে - ০৬ঃ১৭ঃ৫৮ পর্যন্তগ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৮ঃ১৩ঃ২৪০ (১৯) ৪ পদচন্দ্রঃ ৭ঃ২০২৫৬ (১৮) ২ পদমঙ্গলঃ ৩ঃ৮৬৪৬ (৮) ২ পদবুধঃ ৭ঃ২৩৪১ (১৮) ২ পদবৃহস্পতিঃ ১ঃ২০১৮২৮ (৪) ৪ পদশুক্রঃ ৯ঃ২৯১১৫৯ (২৩) ২ পদশনিঃ ১০ঃ১১১৪ (২৪) ৪ পদরাহুঃ ১১ঃ১৯৪৪০১ (২৬) ২ পদকেতুঃ ৫ঃ৯৪৪০১ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রিবৃহস্পতি বক্রিলগ্নঃধনু রাশি সকাল ০৭ঃ২৩ঃ৫৮ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ০৯ঃ১৬ঃ৫৫ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ১০ঃ৫০ঃ১৫ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ১২ঃ২১ঃ১৮ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০২ঃ০১ঃ৫৩ পর্যন্ত। বৃষ রাশি বিকাল ০৪ঃ০০ঃ১৬ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৬ঃ১৩ঃ৩৪ পর্যন্ত। কর্কট রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ২৯ঃ ১৭ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্রি ১০ঃ ৪৬ঃ০৮ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্রি ১২ঃ৫৫ঃ০৯ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ০৫ঃ৫৯ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০৫ঃ২০ঃ৪৩ পর্যন্ত।

হিডকোর জমি বিক্রির নামে প্রতারণা, ধৃত মহিলাকে আদালতে পেশ

বিধাননগর, ২৮ ডিসেম্বরঃ নিউটাউনে হিডকোর জমি বিক্রির নামে প্রতারণা করার অভিযোগে জয়শ্রী ব্যানার্জি বিশ্বাস নামে এক মহিলাকে গ্রেফতার করেছে বিধাননগর গোয়েন্দা শাখা। দমদম এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। জয়শ্রীকে শনিবার বারাসাত আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে তাকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়। তদন্তকারীদের আশা, জয়শ্রীকে হেফাজতে নিয়ে চক্রের সঙ্গে জড়িত আরও ব্যক্তিদের নাম এবং তথ্য উদ্ঘাটন করা যাবে। পুলিশ জানিয়েছে, জয়শ্রী ভুয়ো জমি দেখিয়ে একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা প্রতারণা করতেন। এই প্রতারণা চক্রের মাধ্যমে হিডকোর সরকারি জমি পাইয়ে দেওয়ার নামে অনেক মানুষকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে অর্থ হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। এর আগেও বিধাননগর গোয়েন্দা শাখা এই চক্রের সঙ্গে জড়িত আরও দু'জনকেগ্রেফতার করেছিল। তাদের জিজ্ঞাসাবাদে জয়শ্রীর নাম উঠে আসে। তদন্তে জানা যায়, তিনি এই চক্রের অন্যতম মাথা এবং বহু ব্যক্তির সঙ্গে প্রতারণায় জড়িত।

দুই সন্তানকে শ্বাসরোধ করে হত্যার চেষ্টা করে আত্মঘাতী মা, ছোট ছেলে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

হাওড়া, ২৮ ডিসেম্বরঃ দুই সন্তানকে শ্বাসরোধ করে হত্যার চেষ্টা করে আত্মঘাতী মা, ছোট ছেলে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দুই সন্তানকে শ্বাসরোধ করে হত্যার চেষ্টা করে আত্মঘাতী হলেন মা। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার শিবপুর থানার জিটি রোড এলাকার একটি আবাসনে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আবাসনের বাসিন্দা প্রদীপ ঝা এবং তাঁর স্ত্রী রুবি ঝা তাঁদের দুই সন্তানকে নিয়ে আবাসনে থাকতেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় স্বামীর অনুপস্থিতিতে রুবি ঝা তাঁর দুই নাবালক সন্তান চিরাগ (১১) এবং বঙ্কু (৬)-কে শ্বাসরোধ করে খুনের চেষ্টা করে নিজেও আত্মঘাতী হন। সূত্র মারফত জানা গেছে, যদিও আশঙ্কাজনক অবস্থায় ছয় বছরের বঙ্কুর হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। তবে কি কারণে এই ঘটনা তা তদন্ত শুরু করছে শিবপুর থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই শিবপুর থানার পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। খবর দেওয়া হয়েছে তাঁর স্বামীকে।

কোন রকম অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে সবধরনের ব্যবস্থা গ্রহন করেছে পুলিশ

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বরঃ বর্ষবরন উপলক্ষ্যে শহরে যে কোন রকম অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে কলকাতা পুলিশ সবধরনের ব্যবস্থা গ্রহন করেছে। পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মা আজ লালবাজারে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, মত্ত অবস্থায় বা বেপরোয়া ভাবে গাড়ি চালালে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শ্লীলতাহানি বা মহিলাদের সঙ্গে অভব্য আচরনের উপরেও নজরদারির জন্যে পার্ক স্ট্রিট, আলিপুর চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সহ বিভিন্ন এলাকায় সাদা পোশাকের পুলিশ মোতায়েন থাকবে। পাশাপাশি অপরাধ দমন শাখার দলও থাকবে। অসুস্থ, বয়স্ক বা অ্যাম্বুলেন্স চলাচলের ক্ষেত্রে যেন কোন অসুবিধা না হয় সেই দিকটির উপরেও পুলিশের নজর থাকবে বলে কমিশনার জানিয়েছেন। ৩১ ডিসেম্বর ও পয়লা জানুয়ারি শহরের বিভিন্ন জায়গায় চার হাজার পুলিশ মোতায়েন করা ছাড়াও ৫০টির বেশি বিশেষ নাকা চেকিং এর ব্যবস্থা থাকবে। বাইক আরোহীদের জন্যে মা উড়ালপুল চব্বিশ ঘন্টা খোলা থাকবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু বাইক আরোহীর

হাওড়া, ২৮ ডিসেম্বরঃ ফের দুর্ঘটনা হাওড়ার কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে। অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হলো বাইক আরোহী এক ব্যক্তির। শনিবার দুপুরে ওই ঘটনাটি ঘটে। হাওড়া সিটি পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম সন্দীপ মাল (৪৯)। তিনি হাওড়া জগৎবল্লভপুরের বড়গাছিয়ার বাসিন্দা ছিলেন। এদিন দুপুর দেড়টা নাগাদ বাইকে করে কলকাতার দিকে যাচ্ছিলেন তিনি। পথে জগাছা থানা এলাকার কোনা এক্সপ্রেসওয়ের নারায়ণপল্লীতে একটি অজ্ঞাত গাড়ি তাঁকে চাপা দেয়। ঘাতক গাড়িটি ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় ট্রাফিক পুলিশ। তাঁকে হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

অবৈধ জলের ব্যবসায়ী হাতে না হাতে ধরলেন খোদ কোন্নগরের পুরপ্রধান

বনস্পতি দে, কোন্নগর হুগলি, ২৮ ডিসেম্বরঃ শহর জুড়ে গজিয়ে উঠেছিল অবৈধ জলের ব্যবসা। কেউ মাটির তলা থেকে সরাসরি জল তুলে তা অন্যান্য নামি দামি কোম্পানির বোতলে ভরে বাজারজাত করছিলেন। আবার কেউ পুরসভার জলকে স্টোর করেই তাকে বোতলে ভরে বিক্রি করছিলেন। পানীয় জলের সংকটের সময় যখন উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, তার পরেও জেলা জুড়ে চলছে অবৈধভাবে জলের ব্যবসা। এবার সেই অবৈধ জলের ব্যবসায়ী হাতে না হাতে ধরলেন খোদ পুরোপ্রধান। ঘটনাটি হুগলির কোন্নগরের, অবৈধভাবে জল উত্তোলন এবং তা বিক্রি করে অসাধু উপায়ে ব্যবসা চালাচ্ছিলেন কিছু স্বার্থের লোভী ব্যবসায়ীরা। এই খবর আগে থেকেই ছিল পুরসভার কাছে। শনিবার সকালে একেবারে সরোজমিনে এই গোটা বিষয় খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে পৌঁছান পুরপ্রধান স্বপন দাস। সেখানে গিয়ে অবৈধভাবে জল উত্তোলনকারী ব্যবসায়ীদের হাতেনাতে পাকড়াও করেন। তাদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। গোটা ঘটনায় চেয়ারম্যান জানান, ''শহরে বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছানোর জন্য একাধিক কাজ শুরু করেছে পুরসভা। তারপরেও পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পৌঁছাচ্ছে না লোকের বাড়িতে। সেই খোঁজ নিতে গিয়েই জানা যায় এরকম অনেকে রয়েছেন যারা নিজেদের বাড়িতে বোরিং মেশিন বসিয়ে মাটির তলা থেকে অবৈধভাবে জল তুলে নিচ্ছেন। তাদের কাছে কোন বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই তারাই ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে দীর্ঘ সময় ধরে। আবার অনেকে রয়েছে যারা পুরসভার জলকেই স্টোর করে তা বোতলে ভরে বাজারজাতও করছেন। এই ঘটনা সরজমিনে খতিয়ে দেখতে গিয়ে একেবারে চক্ষুচরক গাছ হয়ে ওঠে। যা ধরা পড়ে, তা অভাবনীয়। অবৈধ জল উত্তোলনকারীরা এক একদিনে প্রায় ২০ থেকে ৩০ হাজার লিটার মাটির তলা থেকে জল উত্তোলন করছে।

কোনরকম বিশেষ প্রক্রিয়াকরণ ছাড়াই সেই জলকে বোতলে ভরে বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে কম দামে। একদিকে সেই জল কতটা মানুষের শরীরের উপযোগী তা নিয়েও যেমন প্রশ্ন থাকে তেমনি প্রশ্ন থাকছে যে কিভাবে বা কাদের মদতে এই ব্যবসা চালাচ্ছেন। পুরপ্রধান পৌঁছাতেই খোলাসা হয় সবকিছু। এই বিষয়ে অবৈধ জল উত্তোলনকারী এক ব্যবসায়ী বলেন, আজ থেকে বছর চারেক আগে প্রায় চার লক্ষ টাকা খরচ করে তিনি এই জলের প্ল্যান্ট বসিয়েছিলেন বাড়িতে। মাটি থেকে জল উত্তোলন করে সেই জলকে বোতলে ভরে বাজারে পাঠানো হচ্ছিল। মাত্র ১০ টাকায় জল দেওয়া যাচ্ছিল। কম টাকায় জল দেওয়ার কারণে তার কাছে জলের খরিদারও বেশি হত। চেয়ারম্যান যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছান তখন টনক নড়ে তাদের। এ বিষয়ে ওই বিক্রেতা বলেন, তিনি শুধু এখন নন, গোটা কোন্নগর জুড়ে আরও এরকম অনেক প্ল্যান্ট হয়েছে যারা অবৈধভাবে জল তুলে বিক্রি করছে। তাদের জল কোথায় টেস্ট হয় সে কথা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জানান শ্রীরামপুরে কোন এক কেমিস্ট রয়েছে যিনি এই জল পরীক্ষা করে দেন। একদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করছেন পানীয় জলের স্তর ক্রমেই কমতে শুরু করেছে। তার মধ্যে জায়গায় জায়গায় ছত্রাকের মতন গজিয়ে উঠেছে এই ধরনের অবৈধ জল উত্তোলনকারী ব্যবসায়ীরা। এবার মাটির তলার জল চুরি রুখতে তৎপর হল কোন্নগর পৌরসভা। আগামী দিনে এই অভিযান আরও চলবে এমনটাই জানিয়েছে কোন্নগর পুরসভার পুরপ্রধান স্বপন দাস।

বর্ষশেষ এবং বর্ষবরণ সংযত আচরণ ও সতর্কতার হুঁশিয়ারি সিপি-র

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বরঃ বর্ষশেষ এবং নতুন বছরকে বরণ করতে তৈরি কলকাতা। কিন্তু উৎসবের শহরে যাতে কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সে দিকে কড়া নজর রাখছে কলকাতা পুলিশ। শনিবার লালবাজারে সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনই জানালেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মা। বর্ষশেষ এবং বর্ষবরণে কলকাতায় বিশেষ নজর থাকবে পার্ক স্ট্রিটের দিকে। এ ছাড়াও রাতে মা উড়ালপুলে বাইক আরোহীদের ছাড় দেওয়ার কথাও ঘোষণা করলেন মনোজবাবু। মত্ত অবস্থায় বা বেপরোয়া ভাবে গাড়ি চালালে, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তিনি। শুধু তা-ই নয়, শ্লীলতাহানি বা মহিলাদের সঙ্গে অভব্য ব্যবহারের অভিযোগের উপরও নজর থাকবে। ৩১ এবং ১ জানুয়ারি কলকাতায় সাড়ে চার হাজার পুলিশ মোতায়েন থাকবে বিভিন্ন জায়গায়। বর্ষবরণ উপলক্ষে যেহেতু পার্ক স্ট্রিট এলাকায় বেশি ভিড় হয়, তাই সেখানে পুলিশের বিশেষ নজর থাকবে। সাদা পোশাকে পুলিশ মোতায়েন থাকবে। অপরাধ দমন শাখার দলও থাকবে নিরাপত্তার দায়িত্বে। তিনি জানান, বর্ষবরণ উপলক্ষে শহরের যেখানে যেখানে ভিড় হয়, যেমন চিড়িয়াখানা, জাদুঘর ইত্যাদি জায়গায় পুলিশ মোতায়েন থাকবে। সকলকে আইন মেনে বর্ষবরণ উদ্‌যাপন করার আর্জি জানান মনোজবাবু। তবে উৎসবের মরশুমে মহিলা এবং শিশুদের নিরাপত্তার দিকে বেশি নজর থাকবে। এই সঙ্গে বলেন, অসুস্থ, বয়স্ক বা অ্যাম্বুল্যান্সের যাতায়াতে যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তা-ও পুলিশের নজর রাখবে।

হরিপালের গাজীপুর এম জি হেজবুল্লা মাদ্রাসার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উদযাপন

দুরন্ত বার্তা, হরিপাল, হুগলি,২৮ ডিসেম্বরঃ আজ হরিপাল বিধানসভার গাজীপুর এম জি হেজবুল্লা মাদ্রাসার ৫০তম বর্ষ উৎযাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতি মন্ত্রী বেচারাম মান্না, হরিপালের বিধায়িকা ডাক্তার করবি মান্না, মাদ্রাসা উন্নয়ন শিক্ষার ডাইরেক্টর আবিদ হোসেন সাহেব, মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নয়নের প্রতীখিত সাজ্জাদ হোসেন সাহেব সহ বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ। মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন আজ থেকে ৫০ বছর আগে এলাকার যারা মাদ্রাসা শিক্ষার বীজ বপন করেছিলেন আজ তা মহিরুহে রূপান্তরিত হয়েছে। এখন অনেকেই তা দেখছেন, এটাই আগামী দিনে ইতিহাস সৃষ্টি করবে। তিনি জানান এই মাদ্রাসা দিনে দিনে বহু উন্নতি করেছে আশা করি আরো উন্নতি করে শতবর্ষের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে।

মল্লিক কাসেম হাটের ক্রেতা বিক্রেতাদের কাছে ত্রাস হয়ে দাঁড়িয়েছে এই ভোলা

দুরন্ত বার্ত, চুঁচুড়া, ২৮ ডিসেম্বরঃ এলাকার মানুষরা ভালবেসে নাম রেখেছিলতার ভোলা। তবে তার স্বভাব মোটেই ভোলা ভালানয়! বরং রেগে গেলে তার সিংয়ের গুঁতোয় জখম হচ্ছেন একের পর এক স্থানীয় মানুষজন। এখন হুগলী-চুঁচুড়ার মল্লিক কাসেম হাটের ক্রেতা বিক্রেতাদের কাছে ত্রাস হয়ে দাঁড়িয়েছে এই ভোলা ওরফে লাল কালো রঙের বৃহৎ আকৃতির একটি ষাঁড়! আত্মরক্ষার জন্য বাজারের বিক্রেতারা হাতের লাঠি নিয়ে ঘুরছেন সব সময়। স্থানীয়দের মতে বিগত কয়েক মাসে প্রায় শতাধিক মানুষ জখম হয়েছেন ভোলার রোষে পড়ে। তাই তার থেকে বাঁচতে লাঠি ও বাঁশ আত্মরক্ষার জন্য কাছে রাখছেন সকলে।

এরই মাঝে শনিবার সকালে ভোলার তাড়া খেয়ে কোনরকমে প্রাণে বাঁচলেও ট্রে ভর্তি ডিম ভেঙেছে কল্যাণীর মদনপুর থেকে ডিম বিক্রি করতে আসা বছর ৫৫ এক মহিলার। মাসকয়েক আগে আরো এক স্থানীয় বাসিন্দা তিনি বাজার করতে এসেছিলেন তার সঙ্গে ছিল তার ছোট্ট মেয়ে, ষাঁড়ের গুঁতোয় গুরুতর জখম হয় বাচ্চা মেয়েটি। এখন প্রতি হাটে বাজারে যারা আসছেন তারা রীতি মতন রয়েছে আতঙ্কে।

বিগত এক মাসের মধ্যেই প্রায় কম করে দেড়শো থেকে ১৭৫ জন আহত হয়েছেন ষাঁড়ের তাণ্ডবে। ক্ষ্যাপা ষাঁড় কে আটকাতে স্থানীয় মানুষ আবেদন জানাচ্ছেন প্রশাসনের কাছে। যদি প্রশাসন ও বন দফতর এই ষাঁড়টির সদগতি না করেন তাহলে প্রতিদিনই একের পর এক বাড়তে থাকবে আহত মানুষের সংখ্যা। এ বিষয়ে স্থানীয় এক ব্যবসায়ী তিনি জানান, প্রতিদিন ভোলা সকাল হলেই চলে আসে বাজারে। নিজের মনেই এদিক ওদিক থেকে খেতে থাকছে। ওর রাস্তার সামনে কেউ এসে পড়লে তাকে তাড়া করে গুতিয়ে দিচ্ছে। কখনওকখনও কোনো কারণ ছাড়াই হঠাৎ তাড়া করতে শুরু করছে মানুষজনদের। যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই সিঙে তুলে ঘোরাচ্ছে। ষাঁড়ের ভয়ে তটস্থ বাজারে আসা মানুষজন ও। বহু মানুষ জখম হয়েছেন ষাঁড়ের গুঁতায়। প্রশাসন যদি সাহায্য না করে তাহলে এখন বাজার করাই দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানকার মানুষের কাছে।

বিদায় আমার বন্ধু, আমার ভাই মনমোহন - মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী

সমীর দাসঃ বৃহস্পতিবার রাত ৯. ২০ মিনিটে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। তাঁর প্রয়ানে গভীরভাবে শোক প্রকাশ করেছেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ। সেই সূত্র ধরেই মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী শোক জ্ঞাপন করেন। শুক্রবার বিকেলে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করে তাঁর মহানুভবতার দিক তুলে ধরলেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনওয়ার ইব্রাহিম।এক্স হ্যান্ডলে তিনি লেখেন, ''ভারতের আর্থিক সংস্কারের রূপকার ছিলেন তিনি। নয়ের দশকে মালয়েশিয়ার অর্থমন্ত্রী ছিলেন আনওয়ারও। ভারতের আর্থিক সংস্কার প্রত্যক্ষ করেছেন। রাজনীতিতে মনমোহন সিংকে বেমানান বলে মন্তব্য করেও মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাষ্ট্রনেতা হিসেবে তিনি অটল ও অবিচল ছিলেন। এরপরই নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী। ১৯৯৮ সালে আনওয়ার ইব্রাহিমকে মালয়েশিয়ার মন্ত্রিসভা থেকে সরানো হয়েছিল। দুর্নীতি-সহ একাধিক অভিযোগে তাঁকে জেলে যেতে হয়। সেইসময় মনমোহন সিং সাহায্যের হাত বাড়ান বলে জানান আনওয়ার। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''আমার পরিবারের উপর থেকে চাপ কমাতে সন্তানদের স্কলারশিপ দিতে চেয়েছিলেন তিনি। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি একজন প্রকৃত বন্ধুকে হারালেন। এখানেই শেষ না করে আনওয়ার লেখেন, ''কারাদণ্ডের সেই অন্ধকার দিনগুলিতে, তিনি সত্যিকারের বন্ধুর মতো আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর মহানুভবতা এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায়। তাঁর এই মহানুভবতা আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য থাকবে। শেষে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ''বিদায় আমার বন্ধু, আমার ভাই মনমোহন। তাঁর হৃদয়ের গভীর বেদনার কথা এই লেখার প্রতি ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে।

বাংলাদেশে সম্প্রতি সনাতনী সম্প্রদায়ের ওপর ক্রমবর্ধমান অত্যাচার ও ধর্মীয় সংকটের প্রেক্ষিতে প্রার্থনা সভা

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, বরানগর, ২৮ ডিসেম্বরঃ মহামিলন মঠ বরানগর। বরানগর,ওঙ্কারনাথ মিশন-এর উদ্যোগে কলকাতার মহামিলন মঠে এক বিশেষ শ্রী নাম যজ্ঞ ও সম্মিলিত প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটিতে পৌরহিত্য করেন ওঙ্কারনাথ মিশন-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের আচার্য্য কিংকর বিঠ্ঠল রামানুজ মহারাজ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অন্ততশ্রী বিভূষিত শ্রীমদ পরমহংস নির্বাণ পিঠাধীশ্বর আচার্য্য মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী বিশাকানন্দ ভারতী জী মহারাজ (অধ্যক্ষ ও আচার্য্য - মহানির্বাণী আখড়া)। এই মহতী কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের সনাতনী সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন বন্ধের জন্য ঈশ্বরের কৃপা ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করা এবং সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া। এদিন শ্রী শ্রী ঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ দেবের ঐতিহাসিক প্রার্থনার বাণী - কোটি কোটি নরনারী করে হাহাকার। কর রক্ষা কর রক্ষা জননী আমারবারে বারে উচ্চারিত হয়। সকল সনাতনী ভক্তদের ঐক্যবদ্ধ প্রার্থনার মাধ্যমে এই সংকটের নিরসনের আহ্বান জানানো হয়। সভার শেষে মহারাজগণ জাতীয় ঐক্য ও মানবতার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সকলে একত্রিত হয়ে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন। স্থির হয় এক কোটি শ্রী রাম রাম রাম লেখা সহ ওঙ্কারনাথ মিশনের নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজীকে বাংলার সব ধর্মীয় সম্প্রদায় একত্রিত ভাবে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের রক্ষা ও শান্তির আবেদন জানাবেন সাধু ও সন্ন্যাসীবৃন্দ।

সারা ভারত জুড়ে শ্রী ওঙ্কারনাথ দেব প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মঠ মহামিলন মঠে আজ এক ঐতিহাসিক শান্তি প্রার্থনা সভার আয়োজন করেন ওঙ্কারনাথ মিশন। মহানির্বাণী আখড়ার প্রধান স্বামী বিশখানন্দ মহারাজের উপস্থিতিতে বাংলার প্রায় সব সম্প্রদায় এদিন কিংকর বিঠ্ঠল রামানুজ মহারাজের পৌরহিত্য উপস্থিত ছিলেন প্রার্থনা সভায়।

ওঙ্কারনাথ মিশনের সভাপতি কিংকর প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় জানান , বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের নেপথ্য সৈনিক হিসাবে শ্রী ওঙ্কারনাথ

দেবকে অবিহিত করেন মৈত্রী বাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল সুজন সিং উবান। তাঁর আশীর্বাদ নিয়েই বাংলাদেশে অত্যাচারিত মানুষের পাশে গিয়ে দাড়ান তদানীন্তন ভারত সরকার। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান সহ বিশিষ্ট মুক্তি যোদ্ধাবা আশীর্বাদ নিতে আসেন শ্রী ওঙ্কারনাথ দেবের কাছে। বাংলাদেশে প্রতিদিন আক্রমনে জর্জরিত লক্ষ লক্ষ সংখ্যালঘু বাঙ্গালী। আজ তাই বিশ্ব শান্তি তথা বাংলাদেশে এই অত্যাচার থেকে মুক্তির জন্য বাংলার সন্ত সমাজ প্রধানমন্ত্রী ও বিদেশমন্ত্রীর দ্বারস্থ। নামাবতার শ্রী ওঙ্কারনাথ দেব তাঁর সকল দীক্ষিত ভক্তদের থেকে গুরু প্রনামী হিসাবে নিতেন চার লক্ষ শ্রী রাম রাম রাম লেখা খাতা। সংঘের পক্ষ থেকে তাই সেই রীতি মেনেই সকল সম্প্রদায়ের কাছে অনুরোধ করা হয়েছে এক কোটি শ্রী রাম রাম রাম লেখা সহ খাতা ও শান্তি প্রার্থনা সভার সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রীর হতে তুলে দেওয়ার। এদিন ইসকন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, গৌড়ীয় মঠ, মহানাম অঙ্গন , শ্রীগুরু সংঘ, আদ্যপীঠ, দক্ষিণেশ্বর সহ বাংলার প্রতিটি প্রান্তের শতাধিক সন্ন্যাসী একত্রিত হন মহামিলন মঠে। দশনামী সম্প্রদায়ের প্রধান স্বামী বিশখানন্দ জী বলেন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর অবিলম্বে এই বিষয়ে এক দৃষ্ট্যান্তকারী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

বিলাসীপাড়ায় এনকাউন্টার, ঘায়েল রানিগঞ্জ বাজারে গুলিকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত নূর আলম

বিলাসীপাড়া, ২৮ ডিসেম্বরঃ বিলাসীপাড়ায় পুলিশের এনকাউন্টারে ঘায়েল হয়েছে রানিগঞ্জবাজারে সংগঠিত গুলিকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত নূর আলম ওরফে কালাম। গত ২৬ নভেম্বর সন্ধ্যারাতে বিলাসীপাড়া মহকুমার অন্তর্গত রানিগঞ্জে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার গ্রাহক সেবা কেন্দ্রে তিন অস্ত্রধারী দুর্বৃত্ত নির্বিচারে গুলি চালিয়েছিল। গুলিচালনায় আহত হয়েছিলেন ওয়াহেদুর রহমান, রতন রায় সহ তিনজন।

গুলি চালিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিল দুর্বৃত্তরা। প্রথমাবস্থায় কোনও ক্লু পাচ্ছিল না পুলিশ। পরবর্তীতে বহু ঘাম ঝরিয়ে পুলিশ সে দিনের গুলিচালনার নেতৃত্ব প্রদানকারী তথা ঘটনার মাস্টারমাইন্ড গোয়ালপাড়া জেলার বাসিন্দা নূর আলমকে পাকড়াও করে। জেরায় সে স্বীকার করেছে, এসবিআই-এর

গ্রাহক সেবা কেন্দ্র থেকে টাকা লুট করার উদ্দেশ্যে তারা গুলি চালিয়েছিল। পুলিশের তদন্তকারী আধিকারিক জানান, নূরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বহু বিস্ফোরক তথ্য লাভ করেছেন তাঁরা।

এদিকে সে দিনের গুলিবর্ষণে ব্যবহৃত লুকিয়ে রাখা আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করতে গতকাল (শুক্রবার) মধ্যরাতে নূর কালামকে নিয়ে বিলাসীপাড়ার পাইকানডারা দ্বিতীয় খণ্ড গ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিল পুলিশ। ঘন কুয়াশা ভেদ করে নূর-বাহী পুলিশের গাড়ি এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু একটি নির্জন এলাকায় যাওয়ার পর আচমকা জনৈক পুলিশ সদস্যের হাত থেকে পিস্তল কেড়ে গুলি করতে উদ্যত হয় নূর।

পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক কষে গাড়ির গতিরোধ করেন চালক। তখন ঝটপট গাড়ির দরজা খুলে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে নূর। তাকে রুখতে পুলিশের এক আধিকারিক তার পায়ে গুলি করেন। ডান পায়ে গুলি বিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে যায় নূল কালাম।

তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় বিলাসীপাড়া আদর্শ হাসপাতালে।

সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা করে নূর কালামকে রেফার করা হয় ধুবড়ি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সে বিপদমুক্ত বলে জানা গেছে।

কুলতলিতে দুদিনের ফুটবল খেলার সূচনা করলেন জয়নগরের সাংসদ ও কুলতলির বিধায়ক

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি, ২৮ ডিসেম্বরঃ বছর শেষে একাধিক অনুষ্ঠানে নেমে পড়েছে জন প্রতিনিধিরা। খেলাধূলা হারিয়ে যেতে বসেছে। তাই তো বিভিন্ন এলাকায় শীতের মরশুমে ফুটবল,রবার বা ক্রিকেট খেলার আয়োজন করা হচ্ছে। শুক্রবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি বিধানসভার কুন্দখালি গোদাবর পঞ্চায়েতের কেল্লায় অম্বিকা নগর পিয়ালী স্পোটিং ক্লাবের উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও ফুটবল খেলার শুভ সূচনা হয়ে গেল। এদিন এর

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল, কুলতলি বিধানসভার বিধায়ক গণেশচন্দ্র মন্ডল, কুলতলি থানার আইসি সতীনাথ চট্টরাজ, কুলতলির বিডিও সুচন্দন বৈদ্য, জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক ও শ্যামপদ নস্কর, সুন্দরবন তৃনমূল সাংগঠনিক জেলার যুব সহ সভাপতি মিলন পুরকাইত, কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুপা সরদার, কুন্দখালী গোদাবর পঞ্চায়েতের প্রধান রিজিয়া গাজী,অঞ্চল তৃনমূল কংগ্রেসের যুব সম্পাদক সাদ্দাম হাজরা, উদ্যোক্তা ক্লাবের সভাপতি আলতাফ হোসেন লস্কর,সম্পাদক রুহুল আলম লস্কর সহ ক্লাবের একাধিকসদস্য। দক্ষিন ২৪ পরগনার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১৬ টি দল এই খেলায় অংশ নিয়েছে। শনিবার রাতে এই খেলার ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে। আর এই খেলা দেখতে এই শীতের মরশুমে বহু দর্শক সমাগম ছিলো।

আর্তের রক্ষকের ভূমিকায় নববারাকপুর থানার পুলিশ

নববারাকপুর, ২৮ ডিসেম্বরঃ নববারাকপুর থানায় পোস্টিং হবার পর থেকে পুলিশ গিরির সংজ্ঞার বদলে দিয়েছেন থানার বড় বাবু সুমিত কুমার বৈদ্য ।পুলিশ যেমন দুষ্টের দমন করে তেমনি সৃষ্টের পালন করে সেটাকে হাতে কলমে দেখিয়ে দিয়েছেন সুমিত কুমার বৈদ্য ও তার টিম। প্রতিদিনের মতো শনিবার থানা এলাকায় টহলদারি চালাচ্ছিলেন নববারাকপুর থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ইনচার্জ।সেই সময় রাস্তায় দেখলেন ৯ নম্বর ওয়ার্ডের খড়েরমাঠ এলাকায় এক আংশিক প্রতিবন্ধী বৃদ্ধ কে এবং বৃদ্ধ সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারলেন তার ছেলেরা অর্থাভাবের কারনে সঠিকভাবে দেখাশোনা করতে পারেন না। থানার বড় বাবু থানায় ফিরে এলেন এবং ঐ দুঃস্থ বৃদ্ধের জন্য একটি ধাতব ক্রাচ স্টিক, শীতের চাদর এবং একঝুড়ি ফল উপহার স্বরূপ তার বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। বৃদ্ধ কে আশ্বস্ত করলেন তাঁর পাশে থাকার বার্তা দিয়ে। ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের অর্পণ প্রকল্পে বৃদ্ধের নাম নথিভুক্ত করলেন থানার মেজবাবু অর্ণব মিস্ত্রি । পুলিশের রক্ষকের ভূমিকা দেখে আশ্বস্ত হন বৃদ্ধ লক্ষ্মণ ঘোষ।পুলিশকে তাঁর শারীরিক কিছু অসুবিধার কথা বলেন। মেজবাবু অর্ণব মিস্ত্রি তার ফোন নম্বর নিয়ে আসেন এবং

নিজের ফোন নম্বর বৃদ্ধ কে দিয়ে আসেন। এবং কথা দিয়ে আসেন দু একদিনের মধ্যে তার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন। পুলিশের হঠাৎ এমন উদ্যোগে হতবাক হয়ে যান বৃদ্ধ লক্ষ্মণ ঘোষ। তার চোখে মুখে ফুটে ওঠে বিস্ময় মাখানো আনন্দের হাঁসি।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ২৯ সংখ্যা, রবিবার ১৩ পৌষ, ১৪৩১

নিষিদ্ধ ড্রোন হামলা রুখতে

ভারতের প্রতিরক্ষা দফতর এখন চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছে কী করে ড্রোন হামলাকে রুখে দেওয়া যায়। যেভাবে জঙ্গিদের হাতে ড্রোন গিয়ে উপস্থিত হয়েছে এবং মণিপুরে হামলায় ড্রোন ব্যবহার করা হয়েছে তাতে চিন্তায় পড়ে গিয়েছে ভারতের প্রতিরক্ষা দফতর। এবারে ড্রোন হামলা রুখে দেওয়ার জন্য তৎপর হতে শুরু করেছে ভারত। ভারত এবং ইজরায়েল সরকার নিষিদ্ধ ড্রোন হামলা বন্ধ করার উপায় বের করার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছে। আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মান, ফ্রান্স এবং রাশিয়া নিষিদ্ধ ড্রোন হামলা রুখে দেওয়ার উপায় বের কররা কথা ভাবছে। প্রতিটি দেশের প্রতিরক্ষা বিভাগের বিজ্ঞানীরা ড্রোন হামলা রুখে দেওয়ার এবং মাঝ পতে নিষিদ্ধ ড্রোনকে ধ্বংস করে ফেলার উপায় বের করার কথা ভাবছে। পরমানু হামলা এবং ড্রোন হামলা রুখে দেওয়ার উপায় বের কতার কথা যেমন ভাবছে পাশাপাশি ক্ষেপনাস্ত্র আক্রমণ থেকে সব কিছুকে রক্ষা করার উপায় বের করার কথা ভাবছে ভারত সরকার। চিনের সঙ্গে ভারত একন সামরিক মৈত্রী করার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছে। যদিও চিন তার আগ্রাসন নীতিকে বর্জন করেনি। তবুও বারত সাহসের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে চিনের সঙ্গে সামরিক সমঝোতা করতে। এদিকেস ইজরায়েলের ওপরে হামাস জঙ্গি সংগঠন হঠাৎ করে যেভাবে আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছিল তা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার চিন্তিত। হামাস ইজরায়েলের ওপরে ড্রোন এবং প্যারাপ্লাইডারের মধ্যে যেভাবে আকাশ পথ ধরে ইজরায়েলের ওপরে আক্রমণ করেছে তা কেন্দ্রীয় সরকারকে চিন্তিত করে রেখেছে। পাঞ্জাব, কাশ্মীর এবং রাজস্থান সীমান্তে নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে বিএসএফ। কাশ্মীর এবং পাঞ্জাব সীমান্ত দিয়ে ড্রোনের মাধ্যমে মাদক, অস্ত্র এবং জাল টাকা পাঠানোর শুরু করে দিয়েছিল। সেই সব মাদক, জাল টাকা এবং অস্ত্র ধরা পড়েছে বিএসএফের কাছে। এই সব ঘটনার পিছনে পাকিস্তানের আইএসআই কাজ করছে বলে মনে করে আধা সেনা এবং সেনা বাহিনীর গুপ্তচর সংস্থা। তারা কড়া নজরদারি করতে শুরু করে দিয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে বলা হয়েছে গত দুই বছর ধরে পাঞ্জাব এবং কাশ্মীরের পাক সীমান্ত এলাকার বহু ড্রোন দেখা গিয়েছিল। সেই সব ড্রোনগুলিকে গুলি করে নামানো হয়েছে। অস্ত্র থেকে শুরু করে নকল টাকা পাঠানো হয়। সেই সব নকল টাকা বাজারে ছড়িয়ে দেওয়ার চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে পাকিস্তানের আইএসআই সংস্থা। হামাস যেভাবে ইজরায়েলের দিকে তাক করে হঠাৎ করে আক্রমণ করে ব্যতিব্যস্ত করতে শুরু করে দিয়েছিল তাতে চিন্তিত ভারত সরকার। ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলার চক্রান্ত করতে শুরু করে দিয়েছিল হামাস জঙ্গি গোষ্ঠী। ট্যাঙ্ক থেকে শুরু করে সাজোয়া বাহিনীর বেশ কয়েকটি এলাকায় ব্যাপক ক্ষেপনাস্ত্র ব্যবহার করেছিল হামাস। ভারতকে অস্থির করে তুলতে আবার জঙ্গিরা ড্রোন ব্যবহার করা শুরু করেছে।

ইউক্রেন ঐতিহ্যের রক্ষা

এবারে কিভ শহরের চারদিকে ঘিরে রয়েছে রুশ বাহিনী। তারপরে রাশিয়া বাহিনী গিয়ে উপস্থিত হয়েছে লিভিভে। লিভিভ ইউনেস্কোর হেরিটেজ শহর। এখান রুশ বাহিনী যদি গোলা বর্ষন করতে শুরু করে তাহলে গোটা শহরটা একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময়ে লিভিভ শহরটা একেবারে আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে গিয়েছিল। ইউরোপের অন্যতম সেরা পর্যটন কেন্দ্র হচ্ছে লিভিভ শহর। কিভবাসীরা বুঝতে পারেছেন এখন রাশিয়ার সেনারা শহরে প্রবেশ করাটা সময়ের অপেক্ষা মাত্র। কিভ শহরে প্রবেশ করেই রুশ সেনারা যুদ্ধ বিরতির ঘোষণা দিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। রাশিয়ার সামরিক কর্তা বলেছেন ইউক্রেনের প্রতিটা শহরে রুশ সেনারা উপস্থিত থাকবে। তারা সেখানে খাঁটি তৈরি করে চিরকালের জন্য শিবির তৈরি করে থাকবে। ইউক্রেনকে এখন রাশিয়া হাতছাড়া করবে না। আগামি দিনে ইউক্রেনে হয়তো স্বাধীন সরকার তৈরি করা হবে। কিন্তু তা হবে রুশ বাহিনীর অধীনে। রুশ প্রশাসনের কথা শুনে ইউক্রেন সরকারকে চলাফেরা করতে হবে। এদিকে গোটা ইউক্রেন জুড়ে যেসব ক্ষতি হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ রাশিয়া করবে। নততুন করে ভবনগুলি তৈরি করা হবে। ইউক্রেন শরনার্থীদের ফিরিয়ে নিয়ে আসা হবে। আপাতত কোন বিদেশিদের সেখান প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। কোনও বিদেশি ছাত্ররা সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না। ইডক্রেনে যারা স্থায়ীভাবে বসবাস করছিল তারাই ঠাঁই পেতে পারে। এদিকে রাশিয়া হুমকি দিয়েছে যেসব রাষ্ট্র ইউক্রেনকে সহযোগিতা করেছে তাদেরকে শাস্তি পেতে হবে। পোল্যাণ্ড ইউক্রেনকে সাহায্য করেছে। এদিকে পোল্যাণ্ড ঘেঁসে ইউক্রেনের বিমান বন্দরের ওপর হামলা করেছিল রুশ বিমান বাহিনী। তার ফলে পোল্যাণ্ড আতঙ্কে ভুগতে শুরু করেছে। যদিও সেখানে নেটো বাহিনী সদস্যারা উপস্থিত। রাশিয়া তো এখন মরিয়া হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। তারা যদি ইউক্রেন দখল করে নেয় তাহলে তারা বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশে পরিণত হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। রাশিয়া তখন আমেরিকার থেকেও শক্তিতে এগিয়ে থাকবে। এদিকে লিভিভের গর্ভনর বলেছেন তারা শেষ পর্যন্ত মাটি আঁকড়ে ধরে লড়াই করবেন রুশ বাহিনীর সঙ্গে। তিনি বলেছেন, এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম সক্রিয় ছিল। তার ফলে বেশির ভাগ রুশ ক্ষেপনাস্ত্র আকাশ পথেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। একটি কোনও ক্রমে সিস্টেমের বাইরে চলে গিয়েছিল। পশ্চিমের আর একটি বিমান বন্দর ইভানো-ফ্রাঙ্কিভস্কেও রুশ হামলা হয়েছে। তার ফলে সেই বিমান বন্দরে বহু ক্ষতি হয়। এদিকে পোল্যাণ্ড সক্রিয় হতে শুরু করে দিয়েছে। ইউক্রেনের অধিকাংশ শরনার্থী পোল্যাণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ কবে থামবে তা বলা শক্ত হয়ে গিয়েছে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

মানব দর্শনের ওপরে জোর দিয়ে ভক্তি সঙ্গীত রচিত হয়। মানব সেবার মধ্যে দিয়ে মানবজাতির উত্তরণকে দেখতে পান ঠাকুর লন।

তিনি ভক্তিসঙ্গীত রচনা করে মায়ের আরাধনা করতেন। সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে ঠাকুর ভক্তিরসকে নিয়ে এসেছিলেন বাংলায়। মায়ের ভক্তি রসের সঙ্গীত ধারার প্রবর্তন করলেন ঠাকুর। তিনি মা এর দর্শন লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন মা এর ভক্ত। ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই জন্য ভালো কাজ করলে চলবে না। চাই ভালো কাজ করার মানসিকতা। ভালো কাজের লোকের খুব প্রয়োজন।

রামকৃষ্ণ-কথামৃত

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলেন আমি সব কিছুই জানতে পারি তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আমার ভিতরের শক্তি। এই শক্তি দিয়ে আমি সব কিছু বুঝতে পারি। বুঝতে পারি। অপরের মনের কথাকে বলতে পারি। মানুষের মনের কথাকে আমি অন্তর শক্তি দিয়ে অনুভব করতে পারি। আমার যে শক্তি রয়েছে সেই শক্তি দিয়ে আমার বহিপ্রকাশ করতে পারি। মানুষ দেখলে বুঝতে পারি কে কেমন। তার স্বভাব কেমন? তিনি কি চান? এটা আমার একটি অসীম শক্তি। এই শক্তি দিয়ে আমি সব কিছু জানতে এবং বুঝতে পারি। আসলে মাঁ হচ্ছে শক্তি। তিনি ভক্তি। তার মতো শক্তি আর কারোর নেই। মা ভবতারিণীর শক্তি সবচেয়ে বেশি। গোটা বিশ্বকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে মা কালী। তিনি হচ্ছেন আদ্যাশক্তি মা। শ্মশানচারিণী মাতা। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে পাপতাপ মুক্ত করতে হবে। হিংসা দ্বেষ মন থেকে দূর করে দিতে হবে। মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন।

‘বাংলায় ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে ইংরেজ শাসকেরা চিন্তিত হয়ে পড়ে এবং শিক্ষিত ভারতীয় গোষ্ঠী এই বিদ্রোহকে সমর্থন না করেনি

বিশেষ প্রতিবেদক

সিপাই বিদ্রোহকে শিক্ষিত সমাজ সমর্থন করেনি তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তখন বাংলায় নবজাগরণ এসে গিয়েছে। নতুন নতুন স্কুল থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হচ্ছে। সারা ভারত জুড়ে তখন একটি নতুন যুগের সূচনা হয়ে গিয়েছে। সেই যুগকে সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছে বাংলার শিক্ষিত সমাজ। তার ফলে বাংলা ব্যারাকপুর থেকে সিপাহীরা ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তাতে সায় দেননি বাংলার শিক্ষিত সমাজ। তারা মুখ ফিরিয়ে ছিল। তারা মনে করেছিল যে আবার ধর্ম জিগির দিতে শুরু করেছে। মহাবিদ্রোহের মূল কারণ হচ্ছে ধর্মভিত্তিক। ধর্মকে কেন্দ্র করে জাতিকে কেন্দ্র করে ইংরেজ বিরোধীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। গোরু এবং শূকরের চর্বি দিয়ে তৈরি হয়েছে বন্দুকের টোটা। তার ফলে আবার জাতি দাঙ্গার মতো তা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে। সেখানে বাংলার তথা ভারতের অধিকাংশ শিক্ষিত সম্প্রদায় বুঝতে পারে যে আবার ধর্ম ভিত্তিক আতঙ্ক তৈরি হয়ে শুরু করেছে যাদের বিরুদ্ধে তাদের এতদিন ধরে সংগ্রাম করেছে এবং তাতে ইংরেজ শাসকেরা সমর্থন দিয়েছে।

১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধের পর মুর্শিবাদের নবাবরা ইংরেজদের দাসানুদাস হয়ে পড়তে শুরু করে ছিল। সিরাজ-উদ-দৌলা যেভাবে ইংরেজদের দমন করতে সাহস নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন তা কিন্তু পরবর্তীকালে বাংলার নবাবদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়নি। নবাব মিরজাফর থেকে শুরু করে নবাব মিরকাশিম পর্যন্ত বাংলা বেশ কিছুটা স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পেরেছিল। তারপরে বক্সার যুদ্ধের পর ইংরেজরা দিল্লির সম্রাটের কাছ থেকে দেওয়ানি লাভ করার ফলে ইংরেজরা এবারে মুর্শিদাবদের নবাবকে অগ্রাহ্য করে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করতে শুরু করে। বাংলার নবাব নজম-উদ-দৌলা (১৭৬৫-১৭৬৬) মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে বসলে তখন ইংরজরা নবাবের কাছ থেকে সামরিক শক্তি কেড়ে নিয়েছিল। এবং নবাবের দরবারে একজন করে ইরেজ প্রতিনিধি থাকবে বলে সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ বাংলার নবাব এবারে একা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন না। তিনি ইংরেজ প্রতিনিধির মত নিয়ে তবেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। বাংলার নবাবের শক্তিকে ক্রমশ কমিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শুরু করলো ইংরেজ সরকার। এদিকে বাংলার রাজন্যবর্গ ইংরেজদের এই রকম ভাবে প্রভাবশালী হয়ে পরাটাকে একেবারে ভালো নজরে দেখলো না। তারা সুযোগের অপেক্ষা বসে থাকতে শুরু করে। কিন্তু সুযোগ এসে উপস্থিত হচ্ছিল না। কারণ ইংরেজ বণিকেরা তাদের স্বার্থকে সিদ্ধ করার জন্য সবদিকে কঠোর নজর রাখতে শুরু করে। ১৭৬৫ সালে ইরেজেরা দেওয়ানি লাভ করার পরে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ ‘মুর্শিদাবাদ নিজামত’ বা মসনদ চালানোর জন্য একটি অর্থ মঞ্জুর করেছিল। সেই সময়ে হিসাব অনুসারে নিজামত খরচের জন্য বাৎসরিক ৫৩,৮৬,১৩১ টাকা ৯ আনা ধার্য করা হয়েছিল। এই অর্থ ধার্য করা হয়েছিল কারণ কোম্পানির কুঠি যতদিন বাংলায় থাকবে ততদিন পর্যন্ত নিজামতের খরচ বহন করতে হবে। উল্লেখিত অর্থ বরাদের মধ্যে ১৭,৭৮,৮৫৪ টাকা ১ আনা সিক্কা নবাবের পরিবারের খরচ চালানোর জন্য এবং বাকি ৩৬,০৭,২৭৭ টাকা ৮ আনা সিক্কা খরচ করা হতো সেনাবাহিনী, রাজকর্মচারিদের বেতন ইত্যাদি ক্ষেত্রে। তবে নবারের অভিষেক উপলক্ষ্যে ফোর্ট উইলিয়াম থেকে বেলা ১২ টার সময়ে ১৯টি কামান দাগা হতো। এটা বাংলার নবাবকে সম্মান জানানোর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৮৫০ সালে বাংলার নবাব ফেরাদুন জা রানি ভিক্টোরিয়ার কছে স্বদেশি শিল্প কলার নিদর্শন পাঠান। সেগুলি ইংল্যাণ্ডে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সময় থেকে বাংলার প্রতি বিলাতের বাসিন্দারা আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকে। ১৮৫৩ সালে নবাব নাজিমের সময় থেকে ব্রিটিশ সরকার মুর্শিবাদের চুক্তিকে গুরুত্ব না দেওয়ার সিদ্ধান্তগ্রহণ করে। নবাবের চুক্তি করার অধিকার হারাতে থাকে। ১৯টি কামান দাগার পরিবর্তে ১২টি কামান দাগা দেওয়ার রেওয়াজ শুরু করলো ইংরেজ সরকার। ১৮৬০ সালে নবাব ফেরাদুন জা ভারত সচিবের কাছে বর্তমান সমস্যা থেকে শুরু করে নবাবের মর্যাদা বৃদ্ধি, নিজামত চালানোর খরচ বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ের ওপরে প্রতিকার চেয়ে আর্জি জানান। কিন্তু ভারত সচিবের কাছ থেকে কোনও প্রতিকার না পেয়ে রাণি ভিক্টোরিয়ার

কাছে আর্জি জানানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নবাব। রাজা প্রসন্ন নারায়ণ দেবের নিষেধ করা সত্ত্বেও নবাব তাঁর ব্যক্তিগত সচিব এবং প্রধান উপদেষ্টা ডব্লিউ ডি. ফক্সকে সঙ্গে নিয়ে ইংলাণ্ড রওনা দিলেন। সেই সময়ে বিলাতে গিয়ে নবাব ফেরাদুন জা অভিযোগপত্র রানির কাছে দিয়েছিলেন। নবাব ফেরাদুন জার অভিযোগ বুমেরাং হয়ে ফিরে আসে।

১৮৭০ সালে মুর্শিদাবাদের নবাব পদ না রাখার ব্যাপারে কিছু সিদ্ধান্তগ্রহণ করে ইংরজ সরকার। ফেরাদুন জা পরে নবাব পদ রাখার ব্যাপারে ইংরেজ সরকার আপত্তি করতে শুরু করে। বাংলার নবাবকে ষোল লাখ টাকা দেওয়ার যথেষ্ট বলে মনে করতো ইংরজ শাসকেরা। নবাবের ভাতা বৃদ্ধি করতে ইংরেজ সরকার নিমরাজি ছিল। বাংলায় সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হওয়ার কারণ হিসাবে বাংলার নবাবদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার পাশাপাশি এন্ডফিল্ড রাইফেল এর সঙ্গে ধর্ম রক্ষা করার ব্যাপারটা জড়িত হয়ে পড়ে। অধ্যাপক বাসুদেব চট্টাপাধ্যায় বলেছেন যে বাংলাদেশে বিদ্রোহের ‘এপিসেন্টার’ বা ভূকম্পনের কেন্দ্র ছিল না ঠিকই তবে তার তরঙ্গ বা ‘শক ওয়েভ’ থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। মহা বিদ্রোহ বলতে পূর্ব ভারতে কিছু ঘটেনি। ৩৪ তম ‘বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যান্ট্রি’র সিপাই মঙ্গল পাণ্ডে ২৯ মার্চ ১৮৫৭ সালে বারাকপুরে সেনা শিবিরে ধর্মরক্ষার জিগির তুলে যে অভ্যুত্থানের ডাক দিয়েছিলেন তাতে সাড়া মেলেনি। ইংরজ শাসকদের পক্ষে চলে গিয়েছিল বাংলার ভদ্রলোক সমাজ। বাংলা বড় জোর স্ফুলিঙ্গের জোগান দিয়েছিল যা উত্তর এবং মধ্য ভারতে দাবানলে পরিণত হয়েছিল। বাংলায় মহাবিদ্রোহের সূচনা হলেও বাংলা তাতে অংশ গ্রহণ করেনি। বাংলার পরিবর্তে মিরাট, দিল্লি, কানপুর, লখনউ, ঝাঁসি জ্বলে উঠতে শুরু করে। আরও একটি কথা বলার এখানে প্রয়োজন রয়েছে যে বাংলায় যে ‘বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যান্ট্রি’ নামক যে সিপাহীদের দল ছিল ততে বাংলার নাম থাকলেও এই বাহিনীর সিপাইরা আদৌ বাংলার লোক ছিল না। এই বাহিনীর লোকেরা ছিল মূলত উচ্চবর্ণের। এরা পশ্চিম বিহার, অযোধ্যা, রায়বেরিলি, প্রতাপগড়, ফৈজাবাদ, গোরক্ষপুর, বাহরাইচ প্রভৃতি স্থান থেকে সিপাহী দলের নাম লেখাতো। এই বিদ্রাহের সঙ্গে বাংলার মাটির মানুষদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ ছিল না। মঙ্গল পাণ্ডে একজন ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান ছিলেন। তার ফলে তিনি উচ্চবর্ণের লোক হওয়ার ফলে সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির লোকেরা সাহস করে এগিয়ে বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেনি। তখন সমাজের নিচু তলার মানুষ উচ্চবর্ণের দ্বারা অত্যাচারিত হতে থাকে। তার ফলে বাংলার কৃষক শ্রেণিরা এই বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেনি। উপরন্তু বাংলর শিক্ষিত সম্প্রদায়রা এই বিদ্রোহকে সমর্থন করেনি। মহাবিদ্রোহের প্রথম সূত্রপাত দেখা দিল বারাকপুর অঞ্চলের সেনা ছাউনিতে। ১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ বারাকপুরের মঙ্গল পাণ্ডে ধর্মরক্ষা কারণে কোম্পানির দেওয়া এনফিল্ড রাইফেলের চর্বি মেশানো কার্তুজ ব্যবহার করতে অস্বীকার করলে বিদ্রোহের আগুন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। অনেক স্থানে সিপাহীদের সঙ্গে সাধারণ মানুষ যোগ দিয়েছিল। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল মানে দমদম, বহরমপুর, জলপাইগুড়ি, ঢাকা, চট্টগ্রামের সেনা ছাউনির পাশাপাশি দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া, রানিগঞ্জ প্রভৃতি জায়গায় বিদ্রোহের ভয়ে প্রশাসন ভীত হতে শুরু করে। কলকাতা এবং তার সংলগ্ন এলাকাতে বিদ্রোহের আশঙ্কা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। কলকাতার দক্ষিণ পশ্চিম, গার্ডেনরিচ অঞ্চলে, অযোধ্যার সিংহাসনচ্যুত শাসক নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ তাঁর অনুগামিদের উপস্থিতি এবং বারাকপুরের অশপাশের অঞ্চলে ফরাসিদের প্রভাব কোম্পানির কপালে ভাঁজ পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। কলকাতার মানুষেরা দিশাহারা হয়ে পড়তে শুরু করে। ভয়ের তীব্রতা এক বেশি প্রকট হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছিল ১৩ জুন রাতের বেলায় বারাকপুর থেকে বাগি সিপাইরা কুচকাওয়াজ করে কলকাতায় আসার চেষ্টা করছে বলে গুজ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। গুজব ছড়িয়ে পড়তে ইউরোপীয়ান আরও বেশি ভয়ে সন্ত্রস্ত হতে থাকে। ১৪ জুন রবিবার এই ঘটনাকে ‘প্যানিক সানডে’ বলে ইতিহাসের পাতায় পরিচিত। জুলাই মাসে জুলপাইগুড়িতে ৭৩ নম্বর নেটিভ ইনফ্যান্ট্রির কয়েকজন সেপাই বিদ্রোহ করতে ব্যর্থ হয়ে পড়ে ছিল। ওই বছর ২১ নভেম্বর একই রেজিমেন্টের একটি ডিট্যাচমেন্ট ঢাকা বিদ্রোহ করে শিবির ত্যাগ করে। মেদিনপুরের সেনা ছাউনিতেও অসন্তোষ প্রকাশ পায়। পশ্চিমাঞ্চলের বেশ কিছু জায়গায় এই রকম অসন্তোষ দেখা দেয়। বাংলায় সিপাহী বিদ্রোহের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে একটি সত্য প্রকাশ হয়ে পড়িছিল যে এখানকার ইউরোপীয়রা বিদ্রোহের সম্পর্কে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তখন কলকাতায় অস্ত্র কেনাবেচা বেড়ে গিয়েছিল। যে কোনও সময়ে ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটবে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়ে যায়। সরকার জানতে পেরেছিল যে বেশির ভাগ অস্ত্র বিক্রি করতে শুরু করে ইউরোপীয়নরা। তারা মফস্বলে খ্রিস্টান পরিবার এবং নীলকর সাহবদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করতে শুরু করে। ১৮৫৭ সালে সরকার একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করলো কোনও ইউরোপীয়ান অস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করলে তাকে গ্রেফতার করা হবে এবং অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হবে। কিন্তু ইউরোপীয়ানরা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য অস্ত্র রাখার অনুমতি চাইল। কলকাতার পুলিশ ভরসা দিলেও বিদেশিরা সরকারের ওপরে আস্থা রাখতে পারেনি। এদিকে দেশীয় পণ্ডিতগণ এবং জমিদার শ্রেণিরা ব্রিটিশ শাসকদের পক্ষে ছিল। কলকাতায় বিদ্রোহী সমর্থকেরা পায়ের তলা গোপনে চিঠি লুকিয়ে রেখে বিদ্রোহের খবর আদান প্রদান করতো। অনেকেই মনে করেন যে ব্রহ্মপুর থেকে বহরমপুর নামের উৎপত্তি। ব্রিটিশ সরকারের প্রশাসনিক কর্তারা বহরমপুরকে বেরহামপোর বলে উচ্চারণ করতো। পলাশির যুদ্ধের পর এখানে একটি সেনা ব্যারাক তৈরি করা হয়েছিল। এই অঞ্চলটি প্রথমে রাজশাহী ডিভিসনের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৮৫৭ সালে এটা নদীয়ার মধ্যে চলে আসে। ১৮৫৫ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহের সময়ে এই সেনা ব্যারাকের সৈন্যরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বহরমপুরে ব্যারাকে সেই সময়ে গোরা সেনারা বসবাস করতো। পারে তাদেরকে সরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল। সিপাহী বিদ্রোহের অসন্তোষ শুরু হয়েছিল ১৮৫৭ সাল থেকে। তখন কোম্পানি রাইফেল ব্রাউন ব্রেসের পরিবর্তে এনফিল্ড রাইফেল প্রবর্তন করেছিল। সেনা ব্যারাকে জাতপাতের বাছবিচার হতে শুরু হয়ে যায়। যার ফলে সেনাদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধতে শুরু করে দিয়েছিল। তার ওপরে এনফিল্ড রাইফেল এসে উপস্থিত হল। তাতে আরও বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কর্ণেল মিচেল তখন দেশি সেনাদের ভয় দেখাতে থাকেন। তিনি জানান কার্তুজ ব্যবহার না করলে কালাপানি পার করিয়ে দিয়ে চিন এবং ব্রহ্মদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে অবাধ্য সিপাহীদের। তার ফলে দেশি সিপাইরা আরও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে থাকে। ২৫ ফেব্রুয়ারি রাত দশটার সময়ে সিপাহীরা সোজা চলে গিয়েছিল অস্ত্রাগার ভেঙে জোর করে বন্দুকে ম্যাগাজিন ভরতে। তারপরে বন্দুক নিয়ে সবাই সিপাহী দলবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। এতে কর্নেল মিচেল ভয় পেয়ে যান। দেশি সেনা অফিসাররা মিচেল সাহেবকে হিংসাত্মক আচরণ করতে নিষেধ করলে তিনি শান্ত হন এবং বিদ্রোহী সেনারা অস্ত্রাগারে বন্দুক রেখে আসতে শুরু করে। ১৯ তম রেজিমেন্টকে বহরমপুর থেকে সরিয়ে বারাক পুরে নিয়ে আসা হল। পরে এদেরকে বরখাস্ত করা হয়। ১৮৫৭ সালে ‘কলকাতা ভল্যান্টিয়ার্স কোম্পানি’র অনুকরণে ‘বহরমপুর ভল্যান্টিয়ার কোম্পানি গঠিত হয়েছিল। উপস্থিত সকলে কোম্পানিকে সাহায্য করতে বলা হয়েছিল। এই কোম্পানি একজন মিলিটারি অফিসারের সঙ্গে থাকবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বহরমপুরে সিপাহী বিদ্রোহের বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে এলাহি বক্সের শাস্তি বিধান উল্লেখযোগ্য। ৩৭ তম রেজিমেন্টের সিপাহী এলাহি বক্স বিদ্রোহ করে রেজিমেন্ট ত্যাগ করে চলে যান। পরে বিচারে তাকে পায়ে শেকল বেঁধে দ্বীপান্তর দেওয়া হয়েছিল। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে তিনি প্রথম শহিদ হলেও মর্শিদাবাদের ভূমিপুত্র হিসাবে প্রথম শহিদ ছিলেন নলিনীকান্ত বাগচী। ১৮৫৭ সালে বহরমপুরের জনগণকে নিরস্ত্র করার অভিযান চলে।

খাদ্য সঙ্কটের সঙ্গে মোকাবিলা না করে পাকিস্তান পরমানু হামলার ভয় দেখায়

বিশেষ প্রতিবেদক

চিনের দোসর পাকিস্তান আর্থিক সঙ্কটে ভুগতে শুরু করেছে। তার ওপরে রয়েছে খাদ্য সঙ্কট। পাকিস্তানে এখন গম নেই। গম না থাকলে পাক জনগণ একেবারে অসুবিধায় পড়তে শুরু করে দিয়েছে। গমের আকালের মূল

কারণ হচ্ছে রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ। প্রায় একটি বছর হতে চললো রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ। তার ফলে গমের অভাব দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে বিশ্বের সর্বত্র। বিশ্বের গমের সঙ্কট মোচন করতো ইউক্রেন। কিন্তু আজকে সেই ইউক্রেন যুদ্ধের কবলে পড়ে তারা এখন আত্মরক্ষা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ফলে গম উৎপাদনের ওপরে সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে। রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের চুক্তি হয়েছে যে গমের কোনও জাহাজের ওপরে রাশিয়া আক্রমণ চালাবে না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে গম বিশ্বের রাষ্ট্রগুলি না পেলে সেখানকার নাগরিকেরা অভুক্ত থাকবে। মানবিক কারণে গমের জাহাজের ওপরে রুশ আক্রমণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রাশিয়া এখন আর গমের জাহাজ লক্ষ্য করে ক্ষেপনাস্ত্র বর্ষন করে না। গমের অভাব দেখা দিতে শুরু করেছে আফ্রিকার দেশগুলিতে। ইউরোপের গমের অভাব দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। জ্বালানি থেকে শুরু করে খাদ্যের অভাব দেখা দিচ্ছে সর্বত্র। পাকিস্তানের যে গমের অভাব দেখা দেবে সেটা অনুভব করতে পেরেছিলেন প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। তিনি সেই কারণে তড়িঘড়ি করে রাশিয়াতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ যাতে থামানো যেতে পারে। কিন্তু রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন তাঁর কথায় কোনও রকম ভাবে কর্ণপাত করেন নি। তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছিলেন পাকিস্তানের গমের অভাব দেখা দিতে ভারতের সাহায্য গ্রহণ করতে পারে পাকিস্তান। ভারতে যথেষ্ট পরিমানে গম উৎপাদন হয়ে থাকে। ভারত যদি পাকিস্তানকে গম দিয়ে সাহায্য করে তাহলে পাকিস্তানের নাগরিকদের কোনও রকম অসুবিধা হবে না। প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান রাশিয়া থেকে ফিরে এসেই ভারতের প্রশংসা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ভারত প্রশংসা কেন করছেন পাক প্রাক্তন প্রধানন্ত্রী ইমরান খান সেটাকে তলিয়ে দেখতে চাননি পাক সেনাদের কর্তারা। তারা পাক জঙ্গি এবং পাক গুপ্তচর সংস্থার সহযোগিতা নিয়ে ভারত বন্দনাকারী ইমরান খানকে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে সরিয়ে দিল এবং ইমরান খান য্যতে ভবিষ্যতে প্রধানমন্ত্রী না হতে পারে তার জন্য তাঁকে কারাগাগারে রেখে দেওয়া হল। এদিকে নওয়াজ শরিফ পাকিস্তানে ফিরে এলেন। তিনি তিনি প্রধানমন্ত্রী পদ গ্রহণ না করে তাঁর ভাই শাহবাজকে প্রধানমন্ত্রী করেছেন। পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ তাঁর ভাই নওয়াজ শরিফকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব তুলে দেওয়ার জন্য সব ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করতে নারাজ হন নওয়াজ শরিফ। প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ বিদেশে ছিলেন। তিনি চার বছর পর দেশে ফিরে এসেই রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করলেন। তিনি আরব দেশে নির্বাসিত ছিলেন। চার বছর পাকিস্তানে থাকতে পারবেন না নওয়াজ শরিফ বলে আদালত রায় দিয়েছিল। তার ফলে তিনি বিদেশে চলে যান। চার বছর পূর্ণ হতেই তিনি আবার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য স্বদেশে পা রাখেন। কিন্তু পাকিস্তান নাগরিকদের কাছে ভুল বার্তা যাবে বলেই নওয়াজ শরিফ প্রধানমন্ত্রী হলেন না। তাঁর লক্ষ্যই ছিল ইমরানকে নির্বাচনে পরাস্ত করা। এবং ইমরান খান যাতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী না হতে পারেন তার পথ পরিস্কার করা। নওয়াজের কৌশল সফল হয়েছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী পদে শাহবাজ বসে কোনও সুবিধা করতে পারছেন না। ইমরান খানের ভারত প্রশংসাকে ভালোভাবে গ্রহণ করে নিতে পারেনি পাক সেনা কর্তারা। ইমরান খান পরিস্কার করে বলেছিলেন আর্থিক এবং খাদ্য সঙ্কট হাত থেকে রক্ষা পেতে গেলে পার্শ্ববর্তী দেশগুলির সঙ্গে শত্রুতা ভুলে বন্ধুত্বের পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। নাহলে কিন্তু পাকিস্তান আগামি দিনে গভীর সঙ্কটে পড়তে বাধ্য হবে। ইমরান খানের কথায় কর্ণপাত না করে শাহবাজ ইমরানকে গদি ছাড়া করে দিলেন।

গড়ালগাছা জমিদার বাড়ি

গড়ালগাছা জমিদার বাড়ির ১৭৬৭ সালে নির্মাণ শুরু হয়। গড়ালগাছা জামিদার বাড়ির দুর্গাপুজো বিখ্যাত। প্রায় আড়াই বছর দুর্গা পুজো অতিক্রম করে গিয়েছে। এই বাড়ি থেকে প্রাচীন রথ বের হয় এখনও। রাধাকৃষ্ণের মুর্তিও রয়েছে। এরা শাক্ত মতে বিশ্বাসী। তবে আবার দেখতে পাওয়া যায় যে জমিদার বাড়ির বহু সদস্যরা বৈষ্ণব মতে বিশ্বাসী ছিলেন। জোড়া শিব মন্দিরও রয়েছে। এই বাড়িতে প্রথম পুজো শুরু করেছিলেন নব কিশোর মুখোপাধ্যায়। এখন এই পুজো দেখাশুনা করে ত্রিদিবেশ মুখোপাধ্যায়। দেবীকে অন্নভোগ দেওয়া হয়ে থাকে। খিচুড়ি এবং পায়েস ভোগ দেওয়া হয়। সঙ্গে থাকে লুচি এবং সন্দেশ। এখানে আট চালার শিব মন্দির রয়েছে। জোড়া শিব মন্দির। পঞ্চরত্ন রথও দেখতে পাওয়া যাবে। কলকাতার নবকৃষ্ণদেবের পুজোর মতো প্রাচীন রীতি মেনে এখানে পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। জন্মাষ্টমীর দিন কাঠামো পুজো হয়। ঠাকুর দালানেই দুর্গা নির্মিত হয়। নীলাচলের প্রভু জগন্নাথ দেবের পুজোও করা হয় এখানে। মেলা বসে বিশাল। রথের মেলা জমিদার বাড়িকে ঘিরে গড়ে তোলা হয়ে থাকে। এই জামিদার বাড়ির সঙ্গে কলকাতার বেশ কয়েকটি জমিদার বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। এদের মধ্যে বাবসায়িক সম্পর্ক তৈরি হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে এদের সম্পর্ক ভালো ছিল। জমিদারি রাখতে ব্রিটিশদের কর দিত গড়ালগাছা জমিদার বাড়ির সদস্যরা। এখানকার বাসিন্দারাও পুজোতে অংশ গ্রহণ করতে পারে। সবার জন্য অন্ন ভোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করে থাকে গড়ালগাছার জমিদার বাড়ির বর্তমান সদস্যরা। কাউকে খালি পেটে চলে যেতে হয় না। প্রতিমা দর্শন থেকে শুরু করে মায়ের অন্নভোগ গ্রহণ পর্যন্ত সবাইকে থাকতে হয়। পুজোর সবই প্রতি বছরের মতো পালন করা হয়

পাঠকদের কলম থেকে

ঐতিহ্যবহনকারী গায়কোয়াডের হীরে

মোঘল সম্রাট সাজাহানের মূয়র সিংহাসনের কথা আমরা জানি। জানি তাঁর কোহিনূর হীরের কথা। কিন্তু হীরে এবং নেকলেস-এর দিক দিয়ে কম ছিল না গাওকোয়াড মহারাজারা। তাঁরাও বিপুল সম্পদের অধিকারী ছিলেন। মুক্তোর দাম সম্পর্কে কারোর কোনও স্পষ্ট ধারনা নেই। মুক্তো যখন গলায় ওঠে তখন তার দাম আকাশ ছোঁয়া। সেই প্রাকৃতিক মুক্তোর হার গলায় পরতেন বরোদার মহারাজা খাণ্ডে রাও গায়কোয়াড। সাধারণ মালা নয়, খাণ্ডে রাও এর মুক্তোর ছিল সাত ছড়ার। ১৮৬০ সালে এই মুক্তোর কণ্ঠাহার তৈরি করা হয়েছিল। ১৬৩ বছর পরেও সে হারের জেল্লা রয়ে গিয়েছ অমলিন। বংশের অনান্য মহারাজাও শৌখিন ছিলেন। প্রতাপ সিং তাঁর স্ত্রী সীতা দেবীকে তিন ছড়ার হার কিনে দিয়েছিলেন মহারাজ মলহার রাও। সেই যুগের তার দাম ছিল দুই কোটি টাকা। এই কণ্ঠাহারের অন্যতম আকর্ষন ছিল ১২৮ ক্যারেটের ‘স্টার অব সাউথ’ হীরে এবং ৭৮.৫ ক্যারেটের ইংলিশ ড্রেসডেন হীরে। একনও বরোদার রাজ পরিবারের বংশ ধরেরা এই সব রত্নের আসল অধিকারী। তবে জানতে পারা গিয়েছে আরও বহু অমূল্য রত্নরাজি ছিল। সেগুলি এক সময়ে দান করে দিয়েছিলেন বরোদার মহারাজার। সেই সব রত্ন দেওয়া হয়েছিল ইংল্যাণ্ডের রানিকে বা অন্য কোনও দেশের রাজা মহারাজদের। কোন কোন মহারাজাদের ধনরত্ন দেওয়া হয়েছিল তার তালিকা বরোদার রাজ দরবারে রয়েছে দলিল আকার। মহারাজার যে বহু অমূল্য ধনরত্ন দিয়েছিল স্বেচ্ছায় তার কথাও সেখানে উল্লেখ করা রয়েছে। তার ফলে এখন বরোদার কোনও মহারাজের বংশ ধরেরা বলতে পারবে না এই সব রত্ন তাঁদের। ফেরত দেওয়ার কথা বলতে পারবে না। বরোদার মহারাজার যাকে একবার কোনও কিছু দান করে থাকে তা আবার ফেরত নেন না। দানের জিনিস ফেরত নিতে নেই এই কথাটা তারা বিশ্বাস করতেন। স্বামী বিবেকানন্দ বরোদার মহারাজের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। স্বামীজির ভারত প্রীতির কথায় আপ্লুত হয়ে দিয়েছিলেন বরোদার মহারাজ। ভগিনী নিবেদিতাকে বহুবার বরোদায় আসার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন মহারাজ। ভগিনী নিবেদিতা বেশ কয়েকবার বরোদাতে গিয়েছিলেন। সেখানেই ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে অরবিন্দের পরিচয় ঘটে।

কলকাতার প্রসিদ্ধ মেট্রোপলিটান বিল্ডিং

কলকাতার মেট্রোপলিটান বিল্ডিংটি কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ভবন হিসাবে গণ্য হয়েছে। এখনও এসপ্লানেড কাছে কলকাতা ময়দানের দিকে মুখ করে তাকিয়ে রয়েছে এই ভবনটি। এই ভবনটি হোয়াইটওয়ে লেইডল ডির্পামেন্ট স্টোর হিসাবে পরিচিত। এটি বিখ্যাত হয়েছিল যখন ভারতের ব্রিটিশ শক্তি শাসন চালাচ্ছিল। এখানে একটি ক্লক টাওয়ার রয়েছে যা এক সময়ে কলকাতাবাসীদের সময় নির্দ্ধারণ করে দিত। এই ভবনটির ঠিকানা হচ্ছে সাত নম্বর চৌরঙ্গী রোড। ১৯০৫ সালে এই ভবনটি নির্মাণ করা হয়। এটা আগে মেট্রোপলিটান লাইফ ইন্সিউরেন্স বিল্ডিং নামে খ্যাত ছিল। ১৯৯১ সালে এখানে আগুন লাগে। বার্ন অ্যাণ্ড সেফার্ড ফোটোগ্রাফির কাছে প্রায় একশোর বেশি এই ভবনের ছবি রয়েছে তা উল্লেখযোগ্য। এই বাড়িটিকে নিয়ে কলকাতার গর্বের শেষ নেই। কলকাতার আর একটি ভবন বিখ্যাত তার নাম হচ্ছে এসপ্লানেড ম্যানসন। ১৯১০ সালে মার্টিন অ্যাণ্ড কোম্পানি এই ভবনটি নির্মাণ করেছিল।

-শঙ্করলাল কর্মকার, কলকাতা।

অবশেষে দেখা মিলল জিনাতের, বাঘিনীকে লক্ষ্য করে ঘুমপাড়ানি গুলি!

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৮ ডিসেম্বর ঃ ১৯২ ঘণ্টা পর অবশেষে দেখা মিলল জিনাতের। বাঁকুড়ার রানিবাঁধের কাছে গোসাইডিহিতে ক্যামেরাবন্দি বাঘিনী। সূত্রের খবর, ওই এলাকায় তাকে লক্ষ্য করে ঘুমপাড়ানি গুলি ছোঁড়া হয়। তা তার গায়ে লেগেছে কিনা, তা এখনও নিশ্চিত নয়। তবে কি অবশেষে বাগে বাঘিনী? বনদপ্তরের তরফে এখনও এই বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি। শনিবার দুপুরের দিকে বনকর্মীরা বাঘিনীকে হেঁটে জঙ্গলে ঘেরা রাস্তা পারাপার করতে দেখেন। তারাই বাঘিনীকে লেন্সবন্দি করেন। রাজ্যের মুখ্য বনপাল (দক্ষিণ-পশ্চিম চক্র) বিদ্যুৎ সরকার জানান, যে জায়গায় বর্তমানে বাঘিনী রয়েছে সেখানে খাঁচা পাতা সম্ভব নয়। সে কারণে ওই এলাকাটিকে দুটি স্তরে জাল দিয়ে ঘেরা হয়েছে। নেটের বাইরে জ্বালানো হয়েছে আগুন। বনদপ্তর সূত্রে খবর, লোকালয় থেকে মাত্র ৫০০ মিটার দূরে রয়েছে বাঘিনী। তার সঠিক গতিবিধি জানতে ড্রোন ক্যামেরার সাহায্য নিচ্ছে বনদপ্তর। সূত্রের খবর, বাঘিনীকে লক্ষ্য করে ঘুমপাড়ানি গুলি করা হয়েছে। বাঘিনীর গায়ে গুলি লেগেছে কিনা, সে বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু জানাননি তিনি। প্রসঙ্গত, গত ১৫ নভেম্বর, মহারাষ্ট্রের তাডোবা ও আন্ধেরি ব্যাঘ্রপ্রকল্প থেকে সিমলিপালে আনা হয় জিনাতকে। গত ২৮ নভেম্বর ঘরছাড়া হয় সে। ঝাড়খণ্ডে জামশেদপুর বনবিভাগ হয়ে চাকুলিয়ার জঙ্গলে আসে। বেলপাহাড়ির কাঁকরাঝোড় দিনদুয়েক ছিল বাঘিনী। তারপর ময়ূরঝর্ণা হয়ে পুরুলিয়ায় রাইকা পাহাড়ে যায়। খাবার, জল ও পাহাড় লাগোয়া জঙ্গলে বাসস্থান অনুকূল থাকায় সেখানেই দিব্যি ছিল সে। তবে হাতি তাড়ানোর কৌশল অবলম্বন করেন বনদপ্তরের কর্মীরা। হুলাপার্টি, মশাল, পটকায় বিরক্ত হয়ে লোকালয়ে চলে যায় জিনাত। মানবাজারের ডাংরডিহ জঙ্গলে ছিল সে। তবে শুক্রবার রাতে জালের নিচ দিয়ে পালায় জিনাত। তারপর থেকে বর্তমানে মুকুটমণিপুরের কংসাবতী জলাধারের কোল ঘেঁষা রানিবাঁধ ব্লকের বন পুকুরিয়া ডিয়ার পার্কের কাছে গোসাইডিহিতে চলে যায়। বাঘিনীর ডেরা বদলের খবর পাওয়ামাত্রই এলাকায় পৌঁছন রাজ্যের মুখ্য বনপাল (দক্ষিণ পশ্চিম চক্র) বিদ্যুৎ সরকার, বাঁকুড়ার ডিএফও দক্ষিণ প্রদীপ বাউড়ি, এডিএফও মধুরমিলন ঘোষ-সহ বনদপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীরা। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন সিমলিপাল ব্যাঘ্র প্রকল্পের আধিকারিক, সুন্দরবন থেকে আসা শুটারের দল। স্থানীয়দের দাবি, বাঘিনীর আতঙ্কে ৫টি পরিবারকে গোসাইডিহি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে তাঁদের পর্যাপ্ত জল, খাবারের ব্যবস্থা করা হয়নি বলেই অভিযোগ।

শনিবার দুপুরে ‘খেল সিটি’ নিয়ে হাওড়া পুরসভায় আয়োজিত এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়, হাওড়ার জেলাশাসক ড. পী দীপাপপ্রিয়া, পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডা. সুজয় চক্রবর্তী, পুরসভার কমিশনার বন্দনা পোখরিওয়াল সহ অন্যান্যরা।

মনমোহন সিং-এর স্মৃতিসৌধ - অনুমোদন কেন্দ্রীয় সরকারের

দুরন্ত বার্তা, ২৮ ডিসেম্বর ঃ ইতিমধ্যে তৈরী হয়েছিল বিতর্ক। সাধারণ প্রথা অনুযায়ী দেশের প্রধানমন্ত্রীদের শেষকৃত্য যেখানে সম্পন্ন হয়, সেখানেই

তাঁর স্মৃতি সৌধ তৈরী হয়। কিন্তু প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের স্মৃতি সৌধ তৈরী নিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল বিতর্ক। অটল বিহারী বাজপেয়ী সহ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীদের ক্ষেত্রে যেখানে তাঁদের শেষকৃত্য হয়েছে, সেখানেই গড়ে তোলা হয়েছে স্মৃতিসৌধ। মনমোহনের ক্ষেত্রেও তেমনটাই করার দাবি জানায় কংগ্রেস। শুক্রবার এই নিয়ে তৈরি হয় বিতর্ক। পরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, স্মৃতিসৌধ তৈরি করা হবে। প্রথমিকভাবে বিতর্কের অবসান ঘটেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এক বার্তায় বলেন, প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য স্মৃতিসৌধ ও মেমোরিয়াল তৈরী করা হবে। কংগ্রেসের অনুরোধর পর মন্ত্রিসভার একটি বৈঠক বসে। এরপরই অমিত শাহ মনমোহন সিং-এ পরিবার ও মল্লিকার্জুন খাড়গেকে জানিয়ে দেন সরকারি সৌধ তৈরি করার জন্য জায়গা নির্দিষ্ট করা হবে। তবে জায়গা খুঁজে পাওয়ার আগেই সম্পন্ন হবে শেষকৃত্য। এরপর একটি ট্রাস্ট গঠন করা হবে সৌধ তৈরির জন্য।

জল নিয়ে জর্জরিত পুরনিগম, আবার বিঘ্নিত হচ্ছে পানীয় জল পরিষেবা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৮ ডিসেম্বর ঃ জল নিয়ে জর্জরিত পুরনিগম। নতুন বছর শুরুর আগে ফের বিঘ্নিত হচ্ছে পানীয় জল পরিষেবা। ফুলবাড়ির জল পরিশোধন কেন্দ্রের একটি ইউনিটের জরুরি রক্ষণাবেক্ষণের কারণে বৃহস্পতিবার থেকে কয়েকদিন জল সরবরাহ বিঘ্নিত হবে। পুরনিগমের তরফে জানানো হয়েছে, যে কয়েকদিন কাজ চলবে, সেই কয়েকদিন শুধু সকালে জল মিলবে। স্বাভাবিকভাবেই তাতে শহরবাসীর চাহিদা মিটবে না। শিলিগুড়িতে পানীয় জলসমস্যা যেন পিছু ছাড়ছে না। একটা সমস্যা মেটার সঙ্গে সঙ্গেই নতুন সমস্যা তৈরি হচ্ছে। মাসখানেক আগেও দ্বিতীয় ইনটেক ওয়েলের কাজের জন্য পানীয় জল পরিষেবা বন্ধ ছিল। শহরবাসীর অধিকাংশই এখন পুরনিগমের পানীয় জলের ওপর নির্ভরশীল। একবেলা জল না এলেই হইহই রইরই পড়ে যায় সর্বত্র। বিশেষ করে বস্তি এলাকায়। ফলে পুরনিগমের নতুন ঘোষণায় সিঁদুরে মেঘ দেখছেন তাঁদের অনেকেই। সন্তোষীনগরের রিতা শা’র কথায়, ‘ দেখেছি, পুরনিগম একবেলা জল বন্ধ রাখার কথা বললেও দু’বেলা জল দেয় না। সেরকম হলে মারাত্মক সমস্যায় পড়তে হবে। আমাদের তো জল কিনে খাওয়ার ক্ষমতা নেই।’ শিলিগুড়িতে ইতিমধ্যে দ্বিতীয় পানীয় জলপ্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু হয়ে গেছে। পুরনিগম সূত্রে খবর, পলি পরিষ্কার করতে ৪-৫ দিন সময় লেগে যাবে। তবে এই সময়কালে একবেলা করে জল সরবরাহ করা হবে।

মাথায় আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে দুঃসাহসিক ডাকাতি ঃ চলল গুলি, আহত ১

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৮ ডিসেম্বর ঃ শীতের রাতে ভয়াবহ ডাকাতির ঘটনা ঘিরে আলোড়ন এলাকায় । পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার পুইনি গ্রামে এক জ্যোতিষীর বাড়িতে ঢুকে এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে বড়সড় ডাকাতির ঘটনা ঘটল । শুক্রবার রাতে ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। গুলি চালানোয় অল্প বিস্তর জখম হয়েছে এক যুবক। ১০-১১ জনের ডাকাত দল ঢুকে পড়ে বলে জানা গেছে । রাতেই কাটোয়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে এসে হাজির হয় । পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ঘটনা খতিয়ে দেখেছেন । যেহেতু গুলি চালানোর ঘটনাও ঘটেছে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত শুরু হয়েছে। অপরাধীদের নাগাল পেতে জোরদার অভিযান চলছে নানা জায়গায় । স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কাটোয়া -১ ব্লকের সরগ্রাম অঞ্চলের পুইনি গ্রামের ঘটনা । এই গ্রামের বাসিন্দা নিবাস দাস তাঁর স্ত্রী চায়না দাস, শ্বাশুড়ি খুকু দাস এক ছেলে রাকেশ ও প্রতিমা দাসকে নিয়ে থাকতেন। নিবাস বাবু জ্যোতিষ চর্চা করতেন। তাঁর বাড়িতে একটি মন্দিরও আছে । এদিন নিবাসবাবু তার স্ত্রী, মেয়েকে নিয়ে বাঁকুড়ার জয়রামবাটি এলাকায় বেড়াতে গিয়েছিলেন। বাড়িতে ছিলেন তাঁর শাশুড়ি বৃদ্ধা খুকু দাস তার দিদি বৃদ্ধা মিনা দাস ও ছেলে রাকেশ। অভিযোগ , শুক্রবার রাত ১১ টা নাগাদ আচমকা তাঁদের বাড়ির পিছনে বাগানের দরজা দিয়ে প্রায় ১০ -১১ জনের ডাকাত দল ঢুকে পড়ে বাড়ির ভিতরে । প্রত্যেকের মুখ বাঁধা ছিল। হাতে রিভালবার, হাঁসুয়া ছিল। প্রথমে ঢুকেই রাকেশকে পিস্তল দেখিয়ে আটকে রেখে বাড়ির ভিতরে অবাধে লুটপাট চালায়। তারপর বাধা দিতে গেলে রাকেশের উদ্দেশ্যে গুলি চালায়। তাতে জখম হয়েছে সে । এমনকি হাঁসুয়া দিয়ে রাকেশকে কোপাতে গেলে বাধা দিতে গিয়ে হাতের আঙুল জখম হয়। শুধু তাই নয়, ডাকাতরা পরিস্কার বাংলা ভাষায় কথা বলছিল। ঘরে থাকা নগদ ৫০ হাজার টাকা , প্রায় ২৫ ভরি রুপোর অলঙ্কার ও ৭ ভরি সোনার অলঙ্কার নিয়ে চম্পট দিয়েছে দুস্কৃতীরা বলে অভিযোগ । বাড়িতে একটি পোষ্য কুকুর ছিল । সেটিকেও পাওয়া যাচ্ছে না। অনুমান করা হচ্ছে হয়ত ডাকাত দল কুকুরটিকে মেরে ফেলেছে। ভয়াবহ ডাকাতির ঘটনায় গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

‘কাউকে টাকা দেবেন না’- বাংলার বাড়ি নিয়ে উপভোক্তাদের সতর্ক করছেন জামালপুর ব্লক নেতৃত্ব

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৮ ডিসেম্বর ঃ বাংলার বাড়ি প্রকল্পে ইতিমধ্যেই জামালপুর ব্লকে যে সমস্ত উপভোক্তারা প্রথম কিস্তির টাকা পেয়ে গেছেন তাদের সচেতন করতে শুরু করেছেন জামালপুর ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা। প্রথম কিস্তি টাকা পাবার পর যাতে দ্রুত বাড়ির কাজ শুরু করেন এবং বাংলার বাড়ি পেতে উপভোক্তারা যাতে কাউকে কোন টাকা পয়সা না দেন সেই বিষয়ে সচেতন করতে ইতিমধ্যেই ব্লকের বিভিন্ন পঞ্চায়েত ঘুরছেন তারা। প্রথম দিনে ব্লকের আবুঝহাটি ১ ও ২, পাঁচড়া, আঝাপুর ও জৌগ্রাম এই পাঁচটি পঞ্চায়েতে সংশ্লিষ্ট প্রধান, ও উপপ্রধানদের উপস্থিতিতে সচেতনতা শিবিরে যোগ দেন। দ্বিতীয় দিনে পারাতল ১ ও ২, জারোগ্রাম, জামালপুর ১ ও চকদিঘি এই পাঁচটি পঞ্চায়েতের উপভোক্তাদের সচেতন করেন। শনিবার তৃতীয় দিনে উপভোক্তাদের নিয়ে সচেতনতা শিবির করা হয় জামালপুরের জোতশ্রীরাম ও বেরুগ্রাম অঞ্চলে। প্রতিদিনের মতো এদিনও দুটি অঞ্চলে উপভোক্তাদের সচেতন করতে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, বিডিও পার্থ সারথী দে, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক, পূর্ত কর্মাধক্ষ্য মেহেমুদ খাঁন সহ অঞ্চল প্রধান, উপপ্রধান সহ অন্যান্যরা। প্রত্যেক উপভোক্তাদের হাতে প্রশাসনের পক্ষ শুভেচ্ছা পত্র তুলে দেওয়া হয়। প্রত্যেককেই বলা হয় বাড়ি সকলকেই করতে হবে। বাড়ি শুরু না করলে টাকা ফেরত দিয়ে দিতে হবে সরকারকে। বাড়ি করার জন্য কাউকে কোনো

টাকা-পয়সা দিতেও তারা বারণ করেন তারা । যদি কেউ বাড়ির জন্য টাকা চায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসন সে বিষয়ে জানাতে নির্দেশ দেন ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা। জামালপুর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খান জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকার আবাস যোজনার টাকা না দিলেও এরাজ্যের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী বাংলার গৃহহীন হত দরিদ্র মানুষের মাথায় ছাদ দিতে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের প্রথম কিস্তির টাকা দিয়েছেন। সুতরাং ওই প্রকল্পের জন্য প্রদেয় সরকারি টাকা যাতে উপভোক্তারা বাড়ি তৈরীর কাজেই ব্যবহার করেন সে দিকে তারা নজর রাখছেন। তাছাড়া ওই টাকা পাওয়ার জন্য কাউকে যাতে কোন ঘুষ বা উপঢৌকন না দেওয়া হয় সে বিষয়েও উপভোক্তাদের সচেতন করেন তারা।

ডেঙ্গি প্রতিরোধে নামবে ড্রোন

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ২৮ ডিসেম্বর ঃ ডেঙ্গি সহ পতঙ্গবাহিত একাধিক রোগ দমনে অভিনব উদ্যোগ নিতে চলেছে বালুরঘাট পুরসভা। ডেঙ্গি প্রতিরোধে শহরে নামবে ড্রোন। ড্রোন ব্যবহার করে জমে থাকা জল চিহ্নিত ও মশানাশক স্প্রে করার সিদ্ধান্ত নিল পুরকর্তৃপক্ষ। চলতি মাসের বোর্ড অফ কাউন্সিলরদের মিটিংয়ে এই পরিকল্পনাতেই সিলমোহর দিয়েছে পুরসভা। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ড্রোন উড়িয়ে ডেঙ্গির প্রভাব কমানোর আশা করছে প্রশাসন। বছরের পর বছর ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণে বাড়ি বাড়ি সচেতনতা অভিযান চালানো হলেও সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হয়নি। পুরকর্মীরা শহরের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কোথাও জল জমে আছে কি না তা দেখা ছাড়াও একাধিক বিষয়ে তদারকি করতে নামেন। কিন্তু তাদের আক্ষেপ, দ্বিতল অথবা ত্রিতল বাড়ির বাসিন্দারা তাঁদের ছাদে প্রবেশের অনুমতি দিতে কার্যত অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। ফলে জমে থাকা জল চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না। এরই মধ্যে অজান্তেই ছাদে জমে থাকা পাত্রে মশার লার্ভা জন্ম নিচ্ছে। কর্মীদের কাছ থেকে পাওয়া এমনই একাধিক অভিযোগে নড়েচড়ে বসেছে পুরসভা। শীঘ্রই ড্রোন কোম্পানি ও এজেন্সির সঙ্গে কথা বলে এই অত্যাধুনিক কায়দায় পরিষেবা দেওয়ার কাজে নামার পরিকল্পনা শুরু করেছে পুরসভা। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। প্রাথমিকভাবে বিশেষ ড্রোনের সঙ্গে পতঙ্গনাশক স্প্রে মেশিন যুক্ত করে এই কাজ করা হবে বলে জানানো হয়েছে। পুরসভার তরফে জানা গেছে, অত্যাধুনিক এই ড্রোন প্রযুক্তি আকাশ থেকে বাড়ির ছাদে জমা জলের উৎসস্থল নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করতে সক্ষম হবে। একইসঙ্গে সেই জায়গায় প্রয়োজনীয় মশানাশক স্প্রে করাও যাবে। এতে সময় যেমন কম লাগবে, তেমনই কোনও ঝঞ্ঝাট ছাড়াই কাজ করা যাবে।

অন্ডাল বিমাননগরীতে জমি অধিগ্রহণ নিয়ে অশান্তি

দুরন্ত বার্তা, অন্ডাল, ২৮ ডিসেম্বর ঃ অন্ডাল বিমাননগরীতে জমি-জট। অন্ডাল থানার অন্তর্গত দক্ষিণ খণ্ড মৌজার দশ বিঘা জমি শনিবার অধিগ্রহণ করতে যায় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। অভিযোগ, অনিচ্ছুক কৃষক বা জমির মালিকদের প্রবল বাধার মুখে পড়তে হয় তাদের। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় অন্ডাল থানার পুলিশ বাহিনী। পরে র‍্যাফ ও কমব্যাট ফোর্স নামানো হয়। অভিযোগ, অন্ডাল থানার অন্তর্গত দক্ষিণ খণ্ড মৌজার প্রায় .দশ বিঘা জমি বিএপিএল কর্তৃপক্ষকে দেননি জমির মালিকেরা। তবে সেই জমি নাকি জোর করে দখল করে প্রাচীর দিতে আসেন বিএপিএল কর্তৃপক্ষ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই শনিবার ওই এলাকা তুমুল উত্তেজনা ছড়ায়। জোরপূর্বক জমি দখল করতে এলে জমির মালিকের সঙ্গে বচসা শুরু হয় বিএপিএল কর্তৃপক্ষের। ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি সেখানে আসে অন্ডাল থানার পুলিশ বাহিনী। নামানো হয় র‍্যাফ এবং কমব্যাট ফোর্স। ঘটনার সূত্রপাত ১৬ বছর আগে। তৎকালীন বাম সরকারের আমলে দুর্গাপুরের অন্ডালে ১১টি মৌজার প্রায় ২ হাজার ৩০০ একর জমির উপর প্রস্তাবিত বেঙ্গল এরোট্রোপলিস প্রজেক্ট লিমিটেড (বিএপিএল) এবং রাজ্য সরকারের উদ্যোগে দেশের মধ্যে সর্বপ্রথম বেসরকারি অন্ডাল বিমাননগরী গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়। সেই সময় শুরু হয় জমি অধিগ্রহণ। সামান্য কিছু বাধা থাকলেও মোটের উপর শান্তিপূর্ণভাবে ওই ১১টি মৌজার জমি অধিগ্রহণ হয় সেই। সামান্য পরিমাণ জমি নিয়ে দেখা দিয়েছিল সমস্যা। বিএপিএল কর্তৃপক্ষের হাতে সেই জমি তুলে দেয় রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতর।

“আমার স্বপ্ন অনুসারে, আমি ১১০ বছর বাঁচতে পারি” - দলাই লামা

২৮ ডিসেম্বরঃ বৌদ্ধ ধর্মগুরু দলাই লামা নিজেই জানালেন তাঁর মৃত্যুর সম্ভাব্য সময়। কিছুদিন আগেই নিউ ইয়র্কে হাঁটুর অস্ত্রোপচার হয়েছে দলাই লামার। এই মূহুর্তে তিব্বতি বৌদ্ধদের নেতা চতুর্দশ দলাই লামা ওরফে তেঞ্জিন গিয়াসো। অস্ত্রোপচার হওয়ার পর থেকেই জন সমক্ষে আসেননি তিনি। বন্ধ ছিল ভক্তদের সঙ্গে সাক্ষা। এদিকে বয়স কম হয়নি তাঁর। তাই স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত গোটা বৌদ্ধ সমাজ। দলাই লামার কিছু হয়ে গেলে পরবর্তী অর্থাৎ ১৫ তম দলাই লামা কে হবেন, তাও এখনও ঠিক হয়নি। এই পরিস্থিতিতেই তিনি জানান যে তিনি আরও বেশ কয়েক বছর বাঁচবেন। নোবেল বিজয়ী ধর্মগুরুর শরীর কেমন আছে এবং তাঁর পরে কে হতে পারেন ১৫ তম দলাই লামা, রয়টার্সের এই প্রশ্নের উত্তরেই নিজের আয়ু কত দিন তা জানিয়েছেন দলাই লামা। দলাই লামা জানান স্বপ্নাদেশ অনুসারে তাঁর মৃত্যু এখনও দেরী আছে। তিনি ১০০ বছরের থেকে বেশিদন বাঁচবেন। সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে তিনি বলেন, আমার স্বপ্ন অনুসারে, আমি ১১০ বছর বাঁচতে পারি। প্রসঙ্গত, হাঁটুর অস্ত্রোপচারের পরে দলাই লামা প্রায় তিন মাস জন চক্ষুর আড়ালে ছিলেন। এখন তাঁর বয়স ৮৯ বছর। কিছুদিন আগে নিউইয়র্ক থেকে উত্তর ভারতের ধর্মশালায় হিমালয়ের বাসভবনে ফিরে এসেছেন তিনি। তবে এখনও একা একা হাঁটতে পারছেন না। বিশ্বের শান্তি প্রিয় মানুষের কাছে তিনি ধর্ম, শান্তি ও মৈত্রীর প্রতীক হয়ে চিরকাল বেঁচে থাকবেন।

পাকিস্তানী সেনা বাহিনী ট্রেনিং দিতে চলে আসছে ঢাকায়

ইসলামাবাদ, ২৮ ডিসেম্বর ঃ ইতিহাস ভুলতে চাইলেও কি অত সহজে ভোলা যায়! সেই ১৯৭১-এর ইতিহাস। কিন্তু ইউনুস সরকার জোর করে সেই ইতিহাসকে ভুলিয়ে দিতে চাইছে। তাই মহম্মদ ইউনুস সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পন করেছে পাকিস্তানের কাছে। বাংলাদেশের সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর একটি দলকে।পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল পদমর্যাদার অফিসার বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সৈন্যদের প্রশিক্ষণ তত্ত্বাবধান করবেন। পাক সেনার জন্য দরজা খুলে দিল বাংলাদেশ। সূত্রের খবর, প্রশিক্ষণ শুরু হবে ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে। প্রশিক্ষণের প্রথম ধাপ মোমেনশাহী সেনানিবাসে সেনা প্রশিক্ষণ ও ডকট্রিন কমান্ড সদর দফতরে অনুষ্ঠিত হবে। এক বছরের মধ্যে প্রথম ধাপের প্রশিক্ষণ শেষ হবে। কেন বাংলাদেশের এই প্রস্তুতি? স্বাভাবিক কারণেই আমাদের মনে প্রশ্ন। এখানেই শেষ নয়। পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ প্রচুর অস্ত্র কিনতে যাচ্ছে বলেই জানা যাচ্ছে। বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে অস্ত্রশস্ত্র কিনবে বলেও বরাত দিয়েছে। সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশ ৪০,০০০ রাউন্ড গোলাবারুদের বরাত দিয়েছিল। যা গত বছরের তুলনায় প্রায় তিনগুণ বেশি।

সমব্যথী প্রকল্পে মৃতদের নামে চৌকিদারি ট্যাক্স, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, বামনগোলা, ২৮ ডিসেম্বর ঃ মালদার বামনগোলা ব্লকের চাঁদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে সমব্যথী প্রকল্পের অনুদান নিতে গিয়ে মৃত ব্যক্তিদের নামে চৌকিদারি ট্যাক্স কাটার অভিযোগে উত্তাল গোটা ব্লক। শনিবার পঞ্চায়েতের বিজেপি প্রধান পাপিয়া ঢালী সরকারের বিরুদ্ধে এই গুরুতর অভিযোগ এনেছেন বিরোধী দলনেতা রঞ্জিত ওরাও। রঞ্জিত ওরাওয়ের অভিযোগ, চলতি মাসের ৫ ডিসেম্বর চাঁদপুর পঞ্চায়েতে সমব্যথী প্রকল্পের টাকার জন্য আসা বাসিন্দাদের থেকে মৃতদের নামে চৌকিদারি ট্যাক্স বাবদ ১০০ থেকে ৩০০ টাকা পর্যন্ত আদায় করা হয়েছে। পঞ্চায়েতের নিয়ম অনুযায়ী এই ট্যাক্সের হার ৫০ টাকা হলেও তা অমান্য করা হয়েছে বলে অভিযোগ। তিনি দাবি করেন, এই অতিরিক্ত অর্থ আত্মসাৎ করছেন পঞ্চায়েত প্রধান। এই বিষয়ে পঞ্চায়েতের বিজেপি প্রধান পাপিয়া ঢালী সরকার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি জানান, ঘটনার কথা জানার পর ট্যাক্স কালেক্টরকে মৃত ব্যক্তিদের নামে ট্যাক্স না কাটার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, পঞ্চায়েতের পূর্ব নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ীই ট্যাক্স আদায় করা হচ্ছে এবং কোনো অনিয়ম হয়নি। বিরোধী দলনেতা রঞ্জিত ওরাও ব্লক প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, সাত দিনের মধ্যে যদি এই ঘটনার সঠিক তদন্ত ও দায়ীদের শাস্তির ব্যবস্থা না করা হয়, তবে পঞ্চায়েত দফতর ঘেরাও করা হবে। গোটা ঘটনা ঘিরে চাঁদপুর অঞ্চলে চরম উত্তেজনা ও ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। ব্লক প্রশাসন তদন্তের আশ্বাস দিলেও বাসিন্দারা দ্রুত সমাধানের দাবি তুলেছেন।

অনলাইনে স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করার জন্য যাত্রীদের সুবিধার্থে ক্যাম্প এবং ইউপিআই পেমেন্ট-ভিত্তিক টিকিটিং সিস্টেমের প্রচার

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর ঃ মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের সুবিধার জন্য বিভিন্ন আধুনিক ডিজিটাল পেমেন্ট মোড চালু করেছে। এই ডিজিটাল পেমেন্ট মোডগুলি যাত্রীদের কাছে পরিচিত করার জন্য মেট্রো কর্মীরা নিয়মিত বিভিন্ন স্টেশনে ক্যাম্পের আয়োজন করে আসছে। যাত্রীরাও ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন এবং এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এই নতুন ডিজিটাল ব্যবস্থা তাদের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন না করেই অনলাইনে টিকিট কেনার সুযোগ এবং টেন্ডার ভাড়ার সুবিধা দিয়েছে। ফলস্বরূপ, যাত্রীদের অন-লাইন টিকিট সিস্টেম ব্যবহার করতে সক্ষম করার জন্য চালু করা ‘ রাইড কলকাতা’ অ্যাপটি জনপ্রিয়তা লাভ করছে। ব্লু লাইন এবং গ্রীন লাইন মেট্রো স্টেশনগুলির প্ল্যাটফর্ম টেলিভিশনগুলিতে বিশেষ প্রচারমূলক চলচ্চিত্র দেখানো হচ্ছে। এই অ্যাপটিকে জনপ্রিয় করতে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিও ব্যবহার করা হচ্ছে। ২৮.১২.২০২৪ তারিখে মেট্রো কর্মীদের দ্বারা ব্লু লাইন, গ্রীন লাইন-১ এবং গ্রীন লাইন-২-এর সমস্ত স্টেশনে মেট্রো ব্যবহারকারীদের এই অ্যাপ এবং কীভাবে এটি ব্যবহার করতে হয় সে সম্পর্কে সচেতন করতে বিশেষ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে। মেট্রো কর্মীরা ইউপিআই পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিট সিস্টেমের সাহায্যে যাত্রীদের ASCRM মেশিনের মাধ্যমে টোকেন কিনতে এবং তাদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জকিনতেও সাহায্য করেছিল। ডিজিটাল সিস্টেমে স্থানান্তরিত হতে আগ্রহী মেট্রো যাত্রীরা এবং টোকেন, স্মার্ট কার্ড ক্রয় এবং রিচার্জ করার জন্য স্মার্ট উপায় অবলম্বন করতে আগ্রহী এই ক্যাম্পগুলিতে অংশগ্রহণ করেছিল কারণ এই ধরনের ক্যাম্প তাদের জন্য উপকারী হয়েছে। তারা দৃশ্যত খুশি ছিল কারণ মেট্রো কর্মীরা তাদের অ্যাপটি ডাউনলোড করতে সাহায্য করেছিল এবং তাদের এটি ব্যবহার করার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেছিল।

Office of the Debipur Gram Panchayat
Udaynarayanpur, Howrah
Notice Inviting e-Tender No. 538/DGP/2024-25, Dated: 20/12/2024
Sealed Tender are invited by the Prodhan, Debipur Gram Panchayat for the work of GREY WATER MANAGEMENT WITH LEACH PIT WITH SILT CHAMBER. Last date of submission of Tender **01/01/2025 at 2:30 PM.** Time & date of Opening of Financial Bid **03/01/2025 at 2.35 PM.** For details please visit office of the undersigned or website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Debipur Gram Panchayat

লামডিং ডিভিশনে মাল্টি পার্পোজ স্টল সম্পদ-এর জন্য ই-নিলাম

০৫ (পাঁচ) বছর সময়ের জন্য লামডিং ডিভিশনে ৩৪টি এমপিএস-মাল্টি পার্পোজ স্টল সম্পদের জন্য ই-নিলাম। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** এমপিএস-এলএমজি-০৪-২৪, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট) ঃ** ০৮-০১-২০২৫ তারিখের ১০.০০ ঘণ্টা। **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৮-০১-২০২৫ তারিখের ১৬.০০ ঘণ্টা। **রেট ইউনিট ঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, **ট্রিপ/দিন ঃ** ১৮২৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	এমপিএস-এলএমজি-এসসিএল-এমপিএস-১০-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পার্পোজ স্টল)	শিলচর রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-২-এ মাল্টিপার্পোজ স্টল (এসসিএলএমপিএস-৫)-এর ব্যবস্থা করা। (স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে)
এএ/২	এমপিএস-এলএমজি-এবিএসএ-এমপিএস-৪৪-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পার্পোজ স্টল)	আম্বাসা রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১-এ মাল্টিপার্পোজ স্টল (এবিএসএএমপিএস-২)-এর ব্যবস্থা করা।
এএ/৩	এমপিএস-এলএমজি-এসসিএল-এমপিএস-৭-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পার্পোজ স্টল)	শিলচর রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১-এ মাল্টিপার্পোজ স্টল (এসসিএলএমপিএস-২)-এর ব্যবস্থা করা। (স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে)
এএ/৪	এমপিএস-এলএমজি-কেডব্লিউএম-এমপিএস-১৪-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পার্পোজ স্টল)	কামপুর রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-২-এ মাল্টিপার্পোজ স্টল (কেডব্লিউএমএমপিএস-৫)-এর ব্যবস্থা করা। (স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে)
এএ/৫	এমপিএস-এলএমজি-জেএমকে-এমপিএস-১৫-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পার্পোজ স্টল)	যমুনামুখ রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১-এ মাল্টিপার্পোজ স্টল (জেএমকেএমপিএস-১)-এর ব্যবস্থা করা। (স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে)
এএ/৬	এমপিএস-এলএমজি-এমবিজি-এমপিএস-৩৫-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পার্পোজ স্টল)	মাইবাং রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১-এ মাল্টিপার্পোজ স্টল (এমবিজিএমপিএস-১)-এর ব্যবস্থা করা। (স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে)
এএ/৭	এমপিএস-এলএমজি-এজিটিএল-এমপিএস-৪৫-২৪-১ (এমপিএস-মাল্টি পার্পোজ স্টল)	আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১-এ মাল্টিপার্পোজ স্টল (এজিটিএলএমপিএস-৩)-এর ব্যবস্থা করা, স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে।
এএ/৮	এমপিএস-এলএমজি-এসসিএল-এমপিএস-৬-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পার্পোজ স্টল)	শিলচর রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১-এ মাল্টিপার্পোজ স্টল (এসসিএলএমপিএস-১)-এর ব্যবস্থা করা। (স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে)
এএ/৯	এমপিএস-এলএমজি-এসসিএল-এমপিএস-৮-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পার্পোজ স্টল)	শিলচর রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১-এ মাল্টিপার্পোজ স্টল (এসসিএলএমপিএস-৩)-এর ব্যবস্থা করা। (স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে)
এএ/১০	এমপিএস-এলএমজি-এসসিএল-এমপিএস-৯-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পার্পোজ স্টল)	শিলচর রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-২-এ মাল্টিপার্পোজ স্টল (এসসিএলএমপিএস-৪)-এর ব্যবস্থা করা। (স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে)
এএ/১১	এমপিএস-এলএমজি-কেডব্লিউএম-এমপিএস-১২-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পার্পোজ স্টল)	কামপুর রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১-এ মাল্টিপার্পোজ স্টল (কেডব্লিউএমএমপিএস-২)-এর ব্যবস্থা করা। (স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে)
এএ/১২	এমপিএস-এলএমজি-জেজিজেএন-এমপিএস-২১-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পার্পোজ স্টল)	যোগীজান রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-২-এ মাল্টিপার্পোজ স্টল (জেজিজেএনএমপিএস-৬)-এর ব্যবস্থা করা। (স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে)
এএ/১৩	এমপিএস-এলএমজি-এইচকেডি-এমপিএস-৩১-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পার্পোজ স্টল)	হাইলাকান্দি রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১-এ মাল্টিপার্পোজ স্টল (এইচকেডিএমপিএস-১)-এর ব্যবস্থা করা। (স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে)
এএ/১৪	এমপিএস-এলএমজি-এনজিএএন-এমপিএস-৩৩-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পার্পোজ স্টল)	নগাঁও রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১-এ মাল্টিপার্পোজ স্টল (এনজিএএনএমপিএস-১)-এর ব্যবস্থা করা। (স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে)
এএ/১৫	এমপিএস-এলএমজি-এমএএনইউ-এমপিএস-৪০-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পার্পোজ স্টল)	মনু রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-২-এ মাল্টিপার্পোজ স্টল (এমএএনইউএমপিএস-৩)-এর ব্যবস্থা করা। (স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে)
এএ/১৬	এমপিএস-এলএমজি-জেজিজেএন-এমপিএস-৪১-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পার্পোজ স্টল)	যোগীজান রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১-এ মাল্টিপার্পোজ স্টল (জেজিজেএনএমপিএস-২)-এর ব্যবস্থা করা (স্কেচ প্ল্যান সংযুক্ত করা হয়েছে)।
এএ/১৭	এমপিএস-এলএমজি-কেডব্লিউএম-এমপিএস-১১-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পার্পোজ স্টল)	কামপুর রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১-এ মাল্টিপার্পোজ স্টল (কেডব্লিউএমএমপিএস-১)-এর ব্যবস্থা করা। (স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে)
এএ/১৮	এমপিএস-এলএমজি-কেডব্লিউএম-এমপিএস-১৩-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পার্পোজ স্টল)	কামপুর রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-২-এ মাল্টিপার্পোজ স্টল (কেডব্লিউএমএমপিএস-৪)-এর ব্যবস্থা করা। (স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে)
এএ/১৯	এমপিএস-এলএমজি-এবিএসএ-এমপিএস-৩০-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পার্পোজ স্টল)	আম্বাসা রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-২-এ মাল্টিপার্পোজ স্টল (এবিএসএএমপিএস-৩)-এর ব্যবস্থা করা। (স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে)
এএ/২০	এমপিএস-এলএমজি-এসবিআরএম-এমপিএস-৩৮-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পার্পোজ স্টল)	সাব্রুম রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-২-এ মাল্টিপার্পোজ স্টল (এসবিআরএমএমপিএস-৩)-এর ব্যবস্থা করা। (স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে)
এএ/২১	এমপিএস-এলএমজি-এলকেএ-এমপিএস-৪৭-২৪-১ (এমপিএস-মাল্টি পার্পোজ স্টল)	লংকা রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-১-এ মাল্টিপার্পোজ স্টল নং. (এলকেএএমপিএস-১)-এর ব্যবস্থা করা, স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে
এএ/২২	এমপিএস-এলএমজি-এসবিআরএম-এমপিএস-৪৬-২৪-১ (এমপিএস-মাল্টি পার্পোজ স্টল)	সাব্রুম রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-১-এ মাল্টিপার্পোজ স্টল (এসবিআরএমএমপিএস-২)-এর ব্যবস্থা করা, স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে
এএ/২৩	এমপিএস-এলএমজি-জেএমকে-এমপিএস-১৬-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পার্পোজ স্টল)	যমুনামুখ রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১-এ মাল্টিপার্পোজ স্টল (জেএমকেএমপিএস-৩)-এর ব্যবস্থা করা। (স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে)
এএ/২৪	এমপিএস-এলএমজি-জেএমকে-এমপিএস-১৭-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পার্পোজ স্টল)	যমুনামুখ রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-২-এ মাল্টিপার্পোজ স্টল (জেএমকেএমপিএস-৫)-এর ব্যবস্থা করা। (স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে)
এএ/২৫	এমপিএস-এলএমজি-জেজিজেএন-এমপিএস-১৮-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পার্পোজ স্টল)	যোগীজান রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১-এ মাল্টিপার্পোজ স্টল (জেজিজেএনএমপিএস-১)-এর ব্যবস্থা করা। (স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে)
এএ/২৬	এমপিএস-এলএমজি-জেজিজেএন-এমপিএস-২০-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পার্পোজ স্টল)	যোগীজান রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-২-এ মাল্টিপার্পোজ স্টল (জেজিজেএনএমপিএস-৪)-এর ব্যবস্থা করা। (স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে)
এএ/২৭	এমপিএস-এলএমজি-বিপিবি-এমপিএস-২৭-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পার্পোজ স্টল)	বদরপুর রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং কাম পার্কিং এরিয়ায় মাল্টিপার্পোজ স্টল (বিপিবিএমপিএস -৬)-এর ব্যবস্থা করা। (স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে)
এএ/২৮	এমপিএস-এলএমজি-এনজিএএন-এমপিএস-৩৪-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পার্পোজ স্টল)	নগাঁও রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায় মাল্টিপার্পোজ স্টল (এনজিএএনএমপিএস-২)-এর ব্যবস্থা করা। (স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে)
এএ/২৯	এমপিএস-এলএমজি-বিপিবি-এমপিএস-৪৩-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পার্পোজ স্টল)	বদরপুর রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-২-এ মাল্টিপার্পোজ স্টল (বিপিবিএমপিএস-৩)-এর ব্যবস্থা করা। (স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে)
এএ/৩০	এমপিএস-এলএমজি-এবিএসএ-এমপিএস-২৮-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পার্পোজ স্টল)	আম্বাসা রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১-এ মাল্টিপার্পোজ স্টল (এবিএসএএমপিএস-৩)-এর ব্যবস্থা করা। (স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে)
এএ/৩১	এমপিএস-এলএমজি-বিপিবি-এমপিএস-২২-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পার্পোজ স্টল)	বদরপুর রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১-এ মাল্টিপার্পোজ স্টল (বিপিবিএমপিএস-১)-এর ব্যবস্থা করা। (স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে)
এএ/৩২	এমপিএস-এলএমজি-বিপিবি-এমপিএস-২৬-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পার্পোজ স্টল)	বদরপুর রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং কাম পার্কিং এরিয়ায় মাল্টিপার্পোজ স্টল (বিপিবিএমপিএস-৫)-এর ব্যবস্থা করা। (স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে)
এএ/৩৩	এমপিএস-এলএমজি-এমবিজি-এমপিএস-৩৬-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পার্পোজ স্টল)	মাইবাং রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১-এ মাল্টিপার্পোজ স্টল (এমবিজিএমপিএস-২)-এর ব্যবস্থা করা। (স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে)
এএ/৩৪	এমপিএস-এলএমজি-এইচকেডি-এমপিএস-৩২-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পার্পোজ স্টল)	হাইলাকান্দি রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১-এ মাল্টিপার্পোজ স্টল (এইচকেডিএমপিএস-২)-এর ব্যবস্থা করা। (স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে)

সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এর ই-নিলাম মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।
সিনি. ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার/লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

খাওয়া-দাওয়া

বিভিন্ন ড্রাই ফ্রুট ও নাটস দিয়ে তৈরি হয় এই ফ্রুট কেক

উপকরণঃ মাখন ১ কাপ, চিনি ১ কাপ, ডিম ৪টি, বাদামি চিনি আধা কাপ, ময়দা ২ কাপ, বেকিং পাউডার ১ টেবিল চামচ, বেকিং সোডা আধা চা-চামচ, দারুচিনি গুঁড়া আধা চা-চামচ, আদাগুঁড়া আধা চা-চামচ, ভ্যানিলা এসেন্স ১ চা-চামচ, দুধ আধা কাপ ও শুকনা ফল (যেমন কিশমিশ, খেজুর, আখরোট, কাজু, বাদাম ইত্যাদি) ২ কাপ।

প্রণালিঃ শুকনা ফলগুলো একসঙ্গে মিশিয়ে ১ ঘণ্টা জলেতে ভিজিয়ে রাখুন। এতে কেকের স্বাদ আরও ভালো হয়। মাখনের মিশ্রণ তৈরি করুন। একটি বড় বাটিতে মাখন ও চিনি ভালোভাবে মিশিয়ে ফোম হতে দিন। এতে এক এক করে ডিম মিশিয়ে দিন। এরপর চিনি ও ভ্যানিলা এসেন্স মিশিয়ে আরও ১ মিনিট মেশান। ময়দা, বেকিং পাউডার, বেকিং সোডা, দারুচিনি গুঁড়া ও আদাগুঁড়া একসঙ্গে চেলে মাখন ও চিনির মিশ্রণে ধীরে ধীরে যোগ করুন। এবার দুধ যোগ করে একসঙ্গে ভালোভাবে মেশান। মিশ্রণটি খুব বেশি ঘন হবে না, বরং একটু পাতলা হবে। ভিজিয়ে রাখা শুকনা ফলগুলোকে কেকের মিশ্রণে যোগ করুন। সবকিছু একসঙ্গে ভালোভাবে মেশান। একটি গ্রিজ করা কেকের টিনে মিশ্রণটি ঢালুন। ওভেনটি ১৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে প্রিহিট করুন এবং ৩৫ থেকে ৪০ মিনিট বেক করুন। কেকের মাঝখানে একটি টুথপিক ঢুকিয়ে বের করে দেখুন। যদি সেটা পরিষ্কার বের হয়ে আসে, তবে কেক প্রস্তুত, না হলে আরও বেক করুন। কেক ঠান্ডা হলে টিন থেকে বের করে কেটে পরিবেশন করুন।

ফুলকপির ভাজা ভাতের রেসিপি

উপকরণঃ ফুলকপি ১টি (মাঝারি), ডিম ৩টি (তেলে দিয়ে ঝুরি করে নিন), মুরগির বুকের মাংস ১ কাপ (কিউব করে কাটা), বরবটি ১ কাপ, গাজর ১ কাপ, ময়দা ২ টেবিল চামচ, সাদা গোলমরিচের গুঁড়া ১ চা-চামচ, পেঁয়াজপাতা পরিমাণমতো, লবণ পরিমাণমতো, তেলঘিবাটার অয়েল ৩ টেবিল চামচ, ম্যাগি সস ২ চা-চামচ।

প্রণালিঃ ফুলকপি পরিস্কার করে ধুয়ে ব্লেন্ড করে নিতে হবে। প্যানে তেল দিয়ে মুরগির মাংস দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করুন। গাজর ও বরবটি দিতে হবে। সয়া সস, গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে লবণ দিন। ভালো করে মেশাতে হবে। তারপর ব্লেন্ড করা ফুলকপি দিয়ে আরও কিছুক্ষণ নাড়ুন। ভালো করে মিশিয়ে পেঁয়াজপাতা ছড়িয়ে পরিবেশন করতে হবে।

আইসক্রিম দিয়ে তৈরি হবে কেক

উপকরণঃ পাউন্ড কেক বা স্পঞ্জ কেক ১টি, পছন্দের ফ্লেভারের আইসক্রিম ১ লিটার, ডিমের সাদা অংশ ৪টি, চিনি ১ কাপ, টার্টার ক্রিম ১ চাচামচের একচতুর্থাংশ।

প্রণালিঃ প্রথমেই একটি ভালো মানের স্পঞ্জ কেক তৈরি করুন। এটি বেজ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। কেকের ওপর আপনার পছন্দের ফ্লেভারের আইসক্রিম একটি গম্বুজ আকারে দিয়ে দিন। ফ্রিজে সেটিকে ভালোভাবে ২ থেকে ৩ ঘণ্টা রেখে জমাট বাঁধতে দিন। মেরাঙ্গ (কেকে ব্যবহার করার ক্রিম) তৈরির জন্য ডিমের সাদা অংশ ফোম হওয়া পর্যন্ত বিট করুন। চিনি ধীরে ধীরে যোগ করুন এবং শক্ত হয়ে না আসা পর্যন্ত বিট করুন। এবার টার্টার ক্রিম যোগ করুন। ফ্রিজ থেকে আইসক্রিম কেকটি বের করে মেরাঙ্গ দিয়ে পুরোপুরি ঢেকে দিন। ওভেনে ২৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে (৪৮২ ডিগ্রি ফারেনহাইট) ৩ থেকে ৫ মিনিট বা মেরাঙ্গের রং সোনালি বাদামি না হওয়া পর্যন্ত বেক করুন। ফায়ারগান দিয়ে ধীরে মেরাঙ্গের এ রকম কালার আনুন।

শিশুকে হারানোর দুঃস্বপ্ন এখনো তাড়িয়ে বেড়ায় সিলভিয়াকে

কাট সিলভিয়ার দুই বছর বয়সী মেয়ের চোখের দিকে শেষবার তাকানোর ব্যথাতুর স্মৃতি এখনো দগদগে হয়ে আছে। ২০ বছর আগে আজকের দিনটি উত্তর সুমাত্রার বান্দা আচেহ শহরে অন্য দশটি দিনের মতোই শুরু হয়েছিল। কিন্তু সিলভিয়া আচমকা দেখলেন, তাঁদের বাসার সামনে দিয়ে মানুষ দৌড়ে পালাচ্ছে। দৌড়াতে দৌড়াতে তারা বলছে, জল আসছে, জল ...। শিশুকন্যা সিথিকে বুকে জড়িয়ে কী করবেন, তা ভেবে ওঠার আগেই কাট সিলভিয়াদের বাসায় সাগরের ঢেউ আছড়ে পড়তে শুরু করে। কয়েক মিনিটের মধ্যে এসব হয়ে গেল।

এতে তিনি হতভম্ব হয়ে যান। সিলভিয়া আলজাজিরাকে বলেন, 'তার (সিথি) চোখের দিকে তাকানো এবং আমার চোখের দিকে তার তাকানোর সেই মুহূর্ত আমি বর্ণনা করতে পারব না। আমরা একে অপরের দিকে বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে ছিলাম।' 'এমনকি সে কান্না পর্যন্ত করতে পারছিল না, কোনো শব্দও করতে পারছিল না। সে কেবল ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। আমি জেনে গিয়েছিলাম যে আমরা আলাদা হয়ে যাচ্ছি', বলছিলেন সিলভিয়া। সুনামি সিথিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সিলভিয়া দৌড়াচ্ছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, তিনি 'ওয়াশিং মেশিনের' মধ্য দিয়ে দৌড়াচ্ছেন। এভাবে প্রায় ১৫ মিনিট দৌড়ানোর পর তিনি একটি বাসার ছাদে উঠতে সক্ষম হন। এরপর তিনি ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে শুরু করেন, কী বিশাল ধ্বংসযজ্ঞই না হয়ে গেল। সিলভিয়া বলেন, 'আমার খুব, খুব বেশি মন খারাপ হয়ে যায়। আমার মেয়ে নেই, তা ভাবতেই কী রকম মন খারাপ হয়েছিল, সেই অনুভূতি আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।' সিলভিয়ার স্বামী বুদি পারমানাও সুনামির তোড়ে ভেসে গিয়েছিলেন। ভেসে যেতে যেতে তিনি একটি নারকেলগাছের চূড়ায় আটকে গিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে পরিবারের সদস্যদের খুঁজতে গিয়ে ক্লান্ত বিধ্বস্ত হয়ে তিনি হাঁটাচলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। বিধ্বস্ত অবস্থায় তাঁকে রেডক্রসের সদস্যরা খুঁজে পেয়েছিলেন। শুরুতে তাঁরা তাঁকে মৃত ভেবেছিলেন। সিলভিয়া ও বুদি এক সপ্তাহ পরে মেদান শহরে পরস্পরের দেখা পান। এ শহরটি তাঁদের নিজেদের শহর বান্দা আচেহ থেকে প্রায় ৬০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

এর পর থেকে এখন পর্যন্ত সিথির কোনো হদিস পাওয়া যায়নি।

নিজেদের ছোট মেয়ের ভাগ্যে কী ঘটেছিল, তা জানতে না পারার শোক এই দম্পতিকে এখনো তাড়িয়ে বেড়ায়। ২০ বছর আগে ভারত মহাসাগরের এই সুনামি ছিল মানব ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি প্রাণঘাতী ও সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক। আশার কথা হলো, ইন্দোনেশিয়ায় ২০০৪ সালে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া একটি মেয়ে ১০ বছর পর ২০১৪ সালে পরিবারকে খুঁজে পেয়েছে। সুনামির সময় তার বয়স ছিল চার বছর। এই ঘটনা থেকে এখনো আশায় বুক বেঁধে আছেন সিলভিয়া ও বুদি। তাঁদের আশা, কোনো একদিন তাঁরাও তাঁদের দুই বছর বয়সে সুনামিতে নিখোঁজ সিথির দেখা পাবেন।

'সবকিছু ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল'

২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর। সকাল আটটার কিছুক্ষণ আগে ইন্দোনেশিয়ার উত্তর সুমাত্রার আচেহ প্রদেশের পশ্চিম উপকূলে ৯. ২ থেকে ৯ . ৩ মাত্রার একটি ভূমিকম্প আঘাত হানে। ভারত মহাসাগরে উৎপন্ন এ ভূমিকম্পের কারণে মানব ইতিহাসের ভয়াবহতম সুনামির সৃষ্টি হয়। ১৪টি দেশে প্রায় ২ লাখ ২৭ হাজার ৮৯৮ জন মানুষ প্রাণ হারান বা নিখোঁজ হন। ইন্দোনেশিয়ার পর সবচেয়ে বেশি প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল যথাক্রমে শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ডে। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল থেকে সবচেয়ে বেশি দূরের দেশ হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার শহর পোর্ট এলিজাবেথেও প্রাণহানি হয়েছিল। শুধু ইন্দোনেশিয়াতে মারা গিয়েছিলেন ১ লাখ ৩১ হাজার মানুষ। ২০ বছর আগে সুনামি নিয়ে আজকের মতো এতটা গবেষণা, সাগর প্রতিরক্ষা ও পূর্বাভাসের প্রযুক্তি ছিল না। কিন্তু গত দুই দশকে এসব খাতে বিপুল উন্নতি হয়েছে। তাই বলে সুনামি নিয়ে আত্মতুষ্টিতে ভোগার সুযোগ নেই বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। কারণ, ২০০৪ সালের মতো ভয়াবহ সুনামি যেকোনো সময় আবার আঘাত হানতে পারে। লন্ডন সাউথ ব্যাংক ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ডেভিড ম্যাকগভর্ন বলেন, সুনামি অতি বিপর্যয়কর কিছু নয়, এটি একটি ভুল ধারণা। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি সাধারণ বিপর্যয়, যা যেকোনো সময় ঘটতে পারে। উদাহরণ হিসেবে ম্যাকগভর্ন ওই ভয়াবহ সুনামির সাত বছরের মাথায় ২০১১ সালে জাপানে আঘাত হানা ভয়াবহ সুনামির কথা উল্লেখ করেন। বিশ্বে এখন পর্যন্ত নথিভুক্ত হওয়া চতুর্থ শক্তিশালী ভূমিকম্পের পর এই সুনামি আঘাত হেনেছিল। আলজাজিরাকে এই বিশেষজ্ঞ বলেন, বছরে বিশ্বে গড়ে দুটি সুনামি হয়, যাতে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। ভারত মহাসাগরের সুনামির ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষে গত ৬ ডিসেম্বর লন্ডনে একটি সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা হয়। সুনামি নিয়ে আত্মতুষ্টিতে ভোগার বিষয়টি ছিল এ সিম্পোজিয়ামের অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

সিম্পোজিয়ামে বিশেষজ্ঞরা বলেন, সুনামি নিয়ে বোঝাপড়া বাড়ানোর কাজ অব্যাহত রাখতে হবে। এ বিষয়ে গবেষণায় বাজেট বাড়াতে হবে। গবেষণার নিত্যনতুন বার্তা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে।

'হান নিজেকে একজন ভারপ্রাপ্ত বিদ্রোহী হিসেবে প্রকাশ করেছেন'

দক্ষিণ কোরিয়ায় এবার প্রধানমন্ত্রী ও ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হান ডাক সুকে অভিশংসিত করতে বিরোধী দলের আইনপ্রণেতারা পার্লামেন্টে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। দেশটির পার্লামেন্টে ভোটাভুটির মধ্য দিয়ে প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইওলকে অভিশংসিত করার দুই সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে এমন উদ্যোগ নেওয়া হলো। দক্ষিণ কোরিয়ার পার্লামেন্টে প্রধান বিরোধী দল ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা পার্ক চ্যান দায়ে গতকাল বৃহস্পতিবার বলেন, 'হান নিজেকে একজন ভারপ্রাপ্ত বিদ্রোহী হিসেবে প্রকাশ করেছেন, একজন ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে নয়।' ডেমোক্রেটিক পার্টির মনোনীত বিচারপতিদের সাংবিধানিক আদালতের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দিতে হান অস্বীকৃতি জানানোর পর তাঁকে সরাতে তৎপরতা চালাচ্ছে বিরোধীরা। বিরোধীরা আরও অভিযোগ করেছে, ৩ ডিসেম্বর দক্ষিণ কোরিয়ায় সামরিক আইন জারি করার প্রচেষ্টায় ইউনকে সহযোগিতা করেছেন হান। অবশ্য ইউনের ওই উদ্যোগ থামাতে না পারায় ইতিমধ্যে ক্ষমতা চেয়েছেন হান। সামরিক আইন জারির ঘোষণা নিয়ে ইউনের বিরুদ্ধে বিশেষ তদন্তের প্রস্তাবসহ বিরোধীদের নেতৃত্বে উত্থাপিত কয়েকটি বিলেও ভেটো দিয়েছেন হান। সামরিক আইন জারির ঘোষণা দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে সেটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল। ২৪ থেকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ওই অভিশংসন প্রস্তাবের বিষয়ে ভোটাভুটি হওয়ার কথা। প্রস্তাবটি পাস হতে হলে পার্লামেন্টের ৩০০ সদস্যের মধ্যে ১৫১ জনকে এর পক্ষে ভোট দিতে হবে। বর্তমানে দক্ষিণ কোরিয়ার পার্লামেন্টে ৩০০টি আসনের মধ্যে ১৭০টিই ডেমোক্রেটিক পার্টির দখলে। আর ডেমোক্রেটিক পার্টিসহ গোটা বিরোধী দলীয় জোটের দখলে আছে ১৯২টি আসন। বিরোধী দলগুলো আশা করেছিল, দক্ষিণ কোরিয়ার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে হান তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবেন না এবং তিনি বিলগুলো পাসে সম্মতি জানাবেন। তবে বিরোধী দলগুলোর সে আশা পূরণ হয়নি। এতে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব আরও গভীর হয়েছে। গত মঙ্গলবার হান বিরোধী দলের তোলা দুটি বিল পর্যালোচনা না করেই মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষ করেছেন। বিলগুলোতে ইউনের সামরিক আইন ঘোষণা এবং ফার্স্ট লেডি কিম কেওন হির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের বিষয়ে বিশেষ কাউন্সেল তদন্তের আহ্বান জানিয়েছিল বিরোধীরা। চলতি মাসের শুরুর দিকে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে ইউন সুক ইওল অভিশংসিত হওয়ার পর ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেন হান। এবার হানকে অভিশংসিত করতে আইনপ্রণেতারা যদি ভোট দেন, তবে বর্তমান অর্থমন্ত্রী চোই সাং মক তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন। ইউনকে স্থায়ীভাবে প্রেসিডেন্ট কার্যালয়ে নিষিদ্ধ করা হবে কিনা, সে বিষয়ে রায় জানাবেন সাংবিধানিক আদালত। চলতি সপ্তাহের শেষে দিকে এ ব্যাপারে আদালতে প্রথম শুনানি হওয়ার কথা।

ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযানে ফিলিস্তিনের উত্তর গাজার শেষ হাসপাতালটির কার্যক্রমও বন্ধ

ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযানে ফিলিস্তিনের উত্তর গাজার শেষ হাসপাতালটির কার্যক্রমও বন্ধ হয়ে গেছে। গতকাল শুক্রবার হাসপাতালটিতে এ অভিযান চালানো হয়। এর আগে ইসরায়েলি বাহিনীর বিমান হামলায় হাসপাতালটির কিছু অংশে আগুন ধরে যায়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) বলেছে, 'সকালে চালানো অভিযানে উত্তর গাজার সর্বশেষ বড় স্বাস্থ্য স্থাপনা কামাল আদওয়ান হাসপাতালের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে। প্রাথমিক খবরে এ অভিযানে হাসপাতালের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ মারাত্মকভাবে পুড়ে গেছে এবং ধ্বংস হয়ে গেছে বলে ইঙ্গিত মিলেছে।'গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, কামাল আদওয়ান হাসপাতালের পরিচালক হুসাম আবু সাফিয়াসহ হাসপাতালটির কয়েক ডজন কর্মীকে আটক করে একটি তদন্তকেন্দ্রে নিয়ে গেছে ইসরায়েলি বাহিনী। এর আগে উত্তর গাজার বেইত লাহিয়া এলাকার কামাল আদওয়ান হাসপাতালে অভিযান চালানোর কথা জানায় ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী। তাদের দাবি, হাসপাতালটির হামাসের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। এ অভিযোগ অস্বীকার করে হাসপাতাল পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনাকে 'সুস্পষ্ট যুদ্ধাপরাধ' বলে মন্তব্য করেছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। বার্তা আদান-প্রদানের অ্যাপ টেলিগ্রামে সংগঠনটি বলেছে, 'যুক্তরাষ্ট্র ও কিছু পশ্চিমা দেশের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে গাজায় যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত করছে দখলদার ইসরায়েলি সরকার।

চুরি করতে গিয়ে আটক যুবককে মাথা ন্যাড়া করে দিল এলাকাবাসী

বক্সনগর, ২৮ ডিসেম্বর ঃ সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমার মেলাঘর লালমিয়া চৌমুহনী এলাকায় ঘটল ন্যাক্কারজনক ঘটনা। নেশার টাকা সংগ্রহ করার জন্য এক ব্যক্তি রাবার চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ল যুবক। ধৃত যুবকের নাম জসীম উদ্দীন। তার বাড়ি কাকড়াবনে। স্থানীয়রা চোরকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন এবং পরবর্তীতে এলাকাবাসী ওই যুবককে ন্যাড়া করে দেয়। সোনামুড়া মহকুমার এই এলাকায় রাবার চুরির ঘটনা নতুন কিছু নয়। তবে এই চুরির ঘটনায় কিছুটা ভিন্নতা ছিল। এলাকাবাসী চুরি করতে দেখে দ্রুত তাকে ধরে ফেলে। চোর ধরা পড়ার পর স্থানীয়রা ক্ষোভে তাকে গানের মাধ্যমে নাচিয়ে তার মাথা ন্যাড়া করে দেন। এই ঘটনায় মুহূর্তেই এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এদিকে স্থানীয়দের অনেকেই বলেছেন, চুরি করার মতো অপরাধের শাস্তি অবশ্যই পাওয়া উচিত তবে এই ধরনের শাস্তি বিতর্কিত হতে পারে।স্থানীয় প্রশাসনও এই ঘটনায় উদ্বিগ্ন এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট সংগ্রহ করার জন্য তদন্ত শুরু করেছে। এভাবে এলাকার জনগণ নিজেদের হাতে আইন তুলে নিতে পারে কিনা এনিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

সূর্যের কাছাকাছি চলে যেতে সক্ষম হয়েছে মহাকাশযান পার্কার সোলার প্রোব

যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ সংস্থা নাসার একটি মহাকাশযান গতকাল শুক্রবার সফলভাবে সূর্যের কাছাকাছি যেতে সক্ষম হয়েছে। মহাকাশযানটির নাম 'পার্কার সোলার প্রোব'। এর আগে আর কোনো মহাকাশযান সূর্যের এত কাছাকাছি যেতে পারেনি। নাসার তথ্য অনুযায়ী, প্রোবটির একটি 'আলোক সংকেত' যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের লরেল শহরে অবস্থিত জনস হপকিনস অ্যাপ্লায়েড ফিজিকস ল্যাবরেটরিতে (এপিএল) এসে পৌঁছেছে। এখান থেকে প্রোবটি পরিচালনা করা হচ্ছে। পার্কার সোলার প্রোব ঘণ্টায় প্রায় ৪ লাখ ৩০ হাজার মাইল গতিতে গত মঙ্গলবার (২৪ ডিসেম্বর) সূর্যের দিকে ছুটতে শুরু করে। এ সময় প্রোবটিকে সর্বোচ্চ ১ হাজার ৮০০ ফারেনহাইট বা ৯৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা সহ্য করতে হয়েছে। ২৪ ডিসেম্বর যাত্রার পর থেকে মহাকাশযান বা প্রোবটির সঙ্গে এপিএলের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। মহাকাশযানটির প্রোগ্রাম এমন করে ঠিক করা ছিল, তা যদি সফলভাবে সূর্যের কাছাকাছি প্রত্যাশিত স্থানে পৌঁছাতে পারে, তা হলে একটি আলোক সংকেত পাঠাবে। এই সংকেতের জন্যই নাসার বিজ্ঞানীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। সংকেত পাঠানোর অর্থ হলো, মহাকাশযানটি নিরাপদ আছে এবং ঠিকভাবে কার্যক্রম চালাতে পারছে। আগামী ১ জানুয়ারি মহাকাশযানটি নিজের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাঠাবে বলে আশা করা হচ্ছে। পার্কার সোলার প্রোব সূর্যের এতটা কাছাকাছি যাওয়ার ফলে এই নক্ষত্র সম্পর্কে নতুন তথ্য জানা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এসব তথ্য সূর্যের চারপাশের অতি উত্তপ্ত অঞ্চলকে বুঝতে এবং সৌরবায়ুর উৎস শনাক্ত করতে বিজ্ঞানীদের সহায়তা করবে। এর আগে সূর্যের কাছাকাছি অঞ্চল একাধিকবার প্রদক্ষিণ করে মহাকাশযানটি বিজ্ঞানীদের নক্ষত্রটির বায়ুমণ্ডলের বাইরের সীমানা বুঝতে সাহায্য করেছিল।

বন দপ্তরের কর্মীদের আক্রমণে আশঙ্কাজনক সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা মহিলা

বিলোনিয়া, ২৮ ডিসেম্বরঃ বন দপ্তরের কর্মীদের আক্রমণে আশঙ্কাজনক সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা মহিলা। আহত মহিলা বর্তমানে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পিআর বাড়ি থানাতে শনিবার দুপুরে মামলা দায়ের করা হয় তিন বনকর্মীর বিরুদ্ধে। অপরদিকে বন দপ্তরের পক্ষ থেকেও আক্রমণ সহ অন্যান্য অভিযোগ নিয়ে সুজন সহ সুজনের স্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। ঘটনা রাজনগরের ডিমাতলী এলাকায়। বিলোনিয়া মহকুমার পিআর বাড়ি থানার অন্তর্গত ডিমাতলী গ্রাম পঞ্চায়েতের চন্দ্রপুর এলাকার সুজন রায় এদিন বাড়িতে মোরগের ফার্ম করার জন্য ঘর তৈরি করছিলেন। বন দপ্তরের বিট ফরেষ্টার উত্তম দাস, বিকাশ দাস এবং সূর্য দেববর্মা সুজন রায়ের বাড়ীতে হানা দেয়। বাড়িতে তখন সুজন রায়ের সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীও ছিলেন। সুজন রায়ের অভিযোগ ফরেষ্টার বাড়িতে গিয়ে প্রথমে সুজন রায়কে বন দপ্তরের জায়গায় ঘর তৈরিতে বাধা দেয়। সুজন তাদের জানায় এলাকার ৯০ শতাংশ লোক বনদপ্তরের জায়গায় দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছে। সেও বসবাস করছে। বনকর্মীরা কোন কথা শুনতে রাজি হয়নি। তার অভিযোগ বনকর্মীরা সুজনকে দূরে ডেকে নিয়ে দশ হাজার টাকা দাবি করেন। না হলে ঘর তৈরি করতে দেওয়া হবে না বলে হুমকি দেয়। সুজন টাকা দিতে অস্বীকার করায় তাদের কথা বার্তা ভিডিও রেকর্ডিং করতে গেলে বনকর্মীরা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের ধস্তাধস্তি দেখে স্বামীকে বাঁচাতে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী এগিয়ে এলে বনদপ্তরের কর্মীদের সুজনকে মারা লাথি অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর পেটে পড়ে। এতে তিনি মারাত্মক আহত হয়। সুজনের অভিযোগ বনকর্মীরা তার মোবাইল ছিনিয়ে নেয়। বন দপ্তরের কর্মীদের অমানবিক আক্রমণে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে

বাংলার হকি খেলোয়াড় ও কোচ জয়ন্ত হোম চৌধুরী প্রয়াত, হকি ময়দানে শোক

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর ঃ বাংলার প্রাক্তন হকি খেলোয়াড় ও রাজ্য দলের কোচ জয়ন্ত হোমচৌধুরী প্রয়াত। এ রাজ্যের হকির প্রসারে ও খেলাধূলাকে জনপ্রিয় করে তুলতে প্রাণপণ লড়াইয়ে ব্রতী ছিলেন। প্রচার বিমুখ মানুষটি হকির কল্যাণে পথ প্রদর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বারুইপুরের বাসিন্দা ছিলেন। বাংলাকে হকিতে সুযোগ্য নেতৃত্ব প্রদানের পাশাপাশি জনপ্রিয়তার শিখরে নিয়ে যেতেও সমানভাবে সক্রিয় ছিলেন তিনি। পূর্ব রেলের হয়েও খেলায় যোগ দিয়েছেন। হকি বেঙ্গলের তরফেও এই মৃত্যু সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতেই গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। এছাড়াও তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করেছেন হকি সংস্থার সমস্ত সদস্যরা। এই সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতেই শোকের ছায়া নামে ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যেই। হকিতে অপূরণীয় ক্ষতি বলে জানান কলকাতা ময়দানের হকিপ্রেমীরা।

লাহোরের এক বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে ২৬-১১ হামলার মূলচক্রী মক্কির

যে কোনো মৃত্যু ই দুঃখ জনক। কিন্তু মক্কি ঘটিয়েছে ভারতের বিশাল ক্ষতি। তার জন্য মারা গেছেন ভারতের বহু মানুষ। তাই তার মৃত্যু আমাদেয় ততটা বেদনাহত করছে না। ২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বর মুম্বই হামলার ব্লু প্রিন্ট তৈরি হয়েছিল লস্কর প্রধান হাফিজ সইদের শ্যালক হাফিজের নেতৃত্বে। ঘৃণ্য সেই জঙ্গি হামলার শিকার হতে হয়েছিল ১৬৬ জন নিরীহ মানুষকে। সেই ষড়যন্ত্রে শামিল ছিল মক্কিও। পরে হাফিজ ও মক্কি দু'জনকেই গ্রেপ্তার করা হয় পাকিস্তানে। গত বছর রাষ্ট্রসংঘের তরফে জঙ্গিদের সাহায্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা ও জম্মু-কাশ্মীরের তরুণদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে উৎসাহিত করা, ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র-এই তিন অভিযোগে মক্কিকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী ঘোষণা করা হয়েছিল। যদিও পাকিস্তানে তিনি দিব্যি ছিলেন। কিন্তু এবার তিনি চলে গেলেন মৃত্যু র জগতে। শুক্রবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়েছে বলে এক সংবাদমাধ্যম সূত্রে দাবি করা হয়েছে। এও বলা হয়েছে, মক্কি গত কয়েকদিন ধরেই অসুস্থ ছিল। রক্তে শর্করা বেড়ে গিয়েছিল তার। আর সেজন্যই লাহোরের এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল সে। হাফিজের মাথার দাম ১০ মিলিয়ন ডলার ধার্য করেছিল আমেরিকা। শুধু তাই নয়, ২০১০ সালে আবদুল রহমান মক্কিকে আন্তর্জাতিক জঙ্গি ঘোষণা করে মার্কিন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট। তারপর থেকেই দীর্ঘদিন ধরে আবদুল রহমান মক্কিকে 'গ্লোবাল টেররিস্ট' ঘোষণার চেষ্টা চালাচ্ছিল নয়াদিল্লি। পরে সেই চেষ্টা সফল হয়। ২০২০ সালে মক্কিকে ৬ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।পরে অবশ্য পাকিস্তানের আশীর্বাদে তিনি ছিলেন গোপন আস্তানায়। এখন চলে গেলেন - না ফেরার দেশে।

নাম পরিবর্তন

আমি, Abadat Ali (পুরাতন নাম) পিতা Jamat Ali , ঠিকানা Vill.- Choto Ganti, P.O.- Choto Ganti, Bidhannagar, Pin- 700132, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 27.12.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Ebadat Ali (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Ebadat Ali (নতুন নাম) এবং Abadat Ali (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Najrul Islam (পুরাতন নাম) পিতা Sk Ali Ajim, ঠিকানা.-Am. A Sarani, North Dum Dum , District- North 24 Pgs, Pin 700049, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি নোটারি পাবলিক, Dated 27.12.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sk Nazrul Islam (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sk Nazrul Islam (নতুন নাম) এবং Najrul Islam (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I MINAHAR MONDAL MY FATHER OLD NAME OWAJEB MONADAL, MOTHER OLD NAME DALIMAN MONADAL R/O-VILL GACHHA PO LAKSHMIPUR CHAPRA NADIA. PIN 741123 DO HERE BY DECLARE THAT CHANGED MY FATHER OWAJEB MONADAL TO OWAJEB MONDAL AND MY MOTHER DALIMAN MONADAL TO DALIMAN MONDAL IS SAME PERSON AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 26/12/24

Name Change

I, INDERJIT SINGH KAMALKE (OLD NAME), S/O JOGINDER SINGH KAMALKE, RESIDING AT 456,P.K.GUHA ROAD,PO & PS-DUMDUM, DIST 24 PARGANAS (NORTH), PIN-700028, WEST BENGAL, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS INDRAJIT SINGH (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/12/2024 INDERJIT SINGH KAMALKE (OLD NAME) AND INDRAJIT SINGH (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, ROHIT SWAIN (OLD NAME), S/O LATE KULOMANI SWAIN, RESIDING AT SIBNATH SASTRI ROAD,RAJPUR SONARPUR (M),PS-SONARPUR,DIST-24 PARGANAS (SOUTH), PIN-700148. WEST BENGAL, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ROHIT KUMAR SWAIN(NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/12/2024 ROHIT SWAIN (OLD NAME) AND ROHIT KUMAR SWAIN (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, MOHAMMAD NAYEM & MOHAMMAD NAIM (OLD NAME), S/O ABDUL QAIYUM & ABDUL QAIYAM, RESIDING AT 43,TOPSIA ROAD SOUTH PS-TOPSIA, KOLKATA-700046, WEST BENGAL,HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD NAIM (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/12/2024. MOHAMMAD NAYEM & MOHAMMAD NAIM(OLD NAME) AND MD NAIM (NEW NAME) ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,SABILA KHATOON ON BEHALF MY MINOR DAUGHTER SHAFAQUE NAAZ (OLD NAME) RESIDING AT 43,TOPSIA ROAD SOUTH, PS-TOPSIA, KOLKATA-700046 HAVE CHANGED HER NAME AND SHE SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHAFAQ NAAZ (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON DATED 27/12/2024.SHAFAQUE NAAZ (OLD NAME) AND SHAFAQ NAAZ (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON

Name Change

I, SANJOY DAS(OLD NAME), S/O NIKHIL DAS, RESIDING AT CHAKDAHA, RABINDRA NAGAR, PO & PS-CHAKDAHA, DIST-NADIA,PIN-741222.WEST BENGAL, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANJAY DAS (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/12/2024 SANJOY DAS (OLD NAME) AND SANJAY DAS (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,CHITANJILAL KABRA, SON OF RAMBUX KABRA, RESIDING AT 45, SIR HARIRAM GOENKA STREET, BARABAZAR, KOLKATA - 700007, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHIRANJILAL KABRA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/12/2024. THAT CHITANJILAL KABRA AND CHIRANJILAL KABRA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I BARNALI PANJA, W/O BIDESH PANJA, R/O VILLAGE-BAKESWAR, P.O -NEPALGUNJ, SOUTH 24 PARGANAS, 700103, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BARNALI PANJA DAS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/12/2024,THAT BARNALI PANJA AND BARNALI PANJA DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Monisha Roy (old name) wife of Prateek Gupta, residing at 27, Sabji Mahal, Orderly Bazar Road, Barrackpore, Pin- 700120, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Monisha Gupta (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 27/12/2024. Monisha Gupta (new name) and Monisha Roy (old name) both are same and identical person.

প্রয়াত মন্ত্রীকে শ্রদ্ধা জানাতে বানালেন মাটির পোর্ট্রেট

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৮ ডিসেম্বর ঃ বিক্রি নয়! সদ্যপ্রয়াত ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং-র প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই শান্তিপুর শ্যামবাজার এলাকার মৃৎশিল্পী সৌরাজ বিশ্বাস মাত্র চার ঘণ্টার মধ্যে বানিয়ে ফেললেন সম্পূর্ণ মাটির একটি পোর্ট্রেট। শিল্পী জানাচ্ছেন পোর্ট্রেট তার

প্রিয় কাজ। কিন্তু বিশ্বকর্মা থেকে দুর্গা পুজো, কালীপুজো, জগদ্ধাত্রী, রাস একের পর এক মূর্তি তৈরির কাজের চাপে কখনো ফুরসত মেলে না। আবারও মাঘ ফাল্গুন মাস থেকে শুরু হয়ে যাবে গোপালের মূর্তি নির্মাণ। তবে এখনো যে একেবারে কাজ নেই তা কিন্তু নয়। বিভিন্ন কালী প্রতিমা অর্ডার থাকে মাঝেমধ্যেই। তবে সারা বছরের তুলনায় এই সময় কাজ অনেকটাই হালকা। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তার প্রতিকৃতি তৈরি করার উপযুক্ত সময়ে এটা। ১২ ইঞ্চি চওড়া ১৮ ইঞ্চি লম্বা পোর্ট্রেটটি শুধুমাত্র মাটি দিয়ে নির্মিত হয়েছে। তাই ভারিও যথেষ্ট, তবে শিল্পী জানাচ্ছেন শুকাতে সময় লাগবে দুই এক দিন কিন্তু রং তিনি করবেন না। তবে বিক্রির প্রসঙ্গ এড়িয়ে তিনি বলেন, বিক্রি উদ্দেশ্য নয় তবে একান্তই যদি অতি আগ্রহ নিয়ে কেউ যোগাযোগ করে সেক্ষেত্রে ভেবে দেখা যেতে পারে। প্রসঙ্গত শিল্পী সৌরাজ বিশ্বাসের মৃৎ কারখানায় সুউচ্চ এবং থিমের প্রতিমা নির্মিত হয় দুর্গা হোক কিংবা কালী-জগদ্ধাত্রী অথবা যেকোনো দেবদেবীর মূর্তি। সুদূর ব্যাঙ্গালোর থেকে আসাম রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবছরই নিয়মিত যায় তার হাতের তৈরি প্রতিমা। শিল্পী জানাচ্ছেন এই ধরনের মূর্তি বানাতে গেলে বেশ কিছু ছবি পর্যবেক্ষণ করতে হয় যা এত স্বল্প সময়ে করা সম্ভব হয় না। তবে সকাল ১১ টায় বসে দুপুর দুটোর মধ্যে মোটামুটি সমাপ্ত হয়েছে বাকি রয়েছে কিছু সূক্ষ্ম কাজ। যা আর এক ঘন্টা প্রয়োজন। তবে কেমন হয়েছে তা বলবে যারা দেখছেন তারা।

জল সংকট নিয়ে বিগত বাম বোর্ডের ওপরে দায় চাপালেন গৌতম দেব

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৮ ডিসেম্বর ঃ শিলিগুড়িতে পানীয় জল সংকট নিয়ে বিগত বাম বোর্ডের ওপরে দায় চাপালেন মেয়র গৌতম দেব। শনিবার 'টু মেয়র' অনুষ্ঠানে শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে প্রচুর মানুষ পানীয় জলের সংকট নিয়ে মেয়রকে নালিশ করেন। সেখানেই মেয়র বলেন, 'ধরে ফুলবাড়ির পানীয় জল শোধনাগারের পলি সাফাই করা হয়নি। সেখানে পলি জমতে জমতে জল ধারণের ক্ষমতা কমে গেছে। সেই জন্যই বাধ্য হয়ে একবেলা পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা বন্ধ রেখে পলি তোলার কাজ চলছে।' এখানেই না থেমে তিনি আরও বলেন, 'তো পুরবোর্ডে এসেছি মাত্র আড়াই, তিন বছর। আগের বাম বোর্ড এই পুকুরগুলি থেকে পলি সরানোর কোনও উদ্যোগ নেয়নি। যার ফল আমাদের ভুগতে হচ্ছে। তবে, ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে পানীয় জল সরবরাহ পরিষেবা স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে আশা রাখছি।' অন্যদিকে, বিরোধী শিবিরের অভিযোগ, 'মানুষকে পানীয় জল সরবরাহ করতে ব্যর্থ পুরবোর্ড এখন দায় এড়াতেই বামেদের দিকে অভিযোগ তুলছে।'

অনুষ্ঠিত হচ্ছে আইপিএল ধাঁচের কুইজ প্রতিযোগিতা

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৮ ডিসেম্বর ঃ জেলা কুইজ সংস্থার উদ্যোগে প্রতি বছরের মতো এবারও অনুষ্ঠিত হচ্ছে আইপিএল ধাঁচের কুইজ প্রতিযোগিতা। জেলার বারোটি দল ও উত্তরবঙ্গের একাধিক কুইজারের অংশগ্রহণে জমে উঠেছে প্রতিযোগিতা। তিন দিনের এই অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে ২৭ ডিসেম্বর এবং চলবে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এবারের আয়োজনের

স্থান বালুরঘাট ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব প্রাঙ্গণ। ২৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট পৌরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র, ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামী বিশ্বরূপানন্দজী মহারাজ, বঙ্গরত্নপ্রাপ্ত সমাজসেবী 'দাদু' সহ আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। বক্তারা কুইজাস্ত্রের মাধ্যমে জেলার প্রতিভাবান কুইজারদের একত্রিত করার এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন। জেলা কুইজ সংস্থার সম্পাদক জানিয়েছেন, কুইজাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য কুইজ সংস্কৃতিকে নতুন প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। একশোরও বেশি প্রতিযোগীর উপস্থিতি এবারের আসরকে আরও বিশেষ করে তুলেছে।

কাটোয়ায় ট্রেন থেকে ধৃত মালদায় তরুণীর খুনের অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৮ ডিসেম্বর ঃ মালদায় মহিলাকে খুনের পর পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মূল অভিযুক্তকে ধরল জেলা পুলিশ। শনিবার সকালে পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া স্টেশনে ডাউন রাধিকাপুর এক্সপ্রেস থেকে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়। জানা গেছে, ধৃতের নাম আবু তাহের। তাঁকে মালদা-কাণ্ডের মূল চক্রী বলে মনে করা হচ্ছে। ধৃতকে চাঁচল থানার পুলিশ এসে মালদহে নিয়ে এসেছে। সোমবার সকালবেলা চাঁচলের একটি আমবাগান থেকে উদ্ধার হয় একটি পোড়া দেহ। তীব্র গন্ধ পেয়ে এলাকাবাসীরা আমবাগানে গিয়ে ওই দেহটি দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে আগুন নেভানোরও চেষ্টা করেন তাঁরা। কিন্তু ততক্ষণে শরীরে সম্পূর্ণ দগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। দেহ পাঠানো হয় ময়নাতদন্তের জন্য। কিন্তু দেহ পুড়ে যাওয়ায় এখনও শনাক্ত করা যায়নি মহিলাকে।

অত্যাধুনিক পিস্তল ও নানা আগ্নেয়াস্ত্র সহ দুই দুষ্কৃতী গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৮ ডিসেম্বর ঃ অপরাধ করার আগেই অত্যাধুনিক পিস্তল সহ দুই দুষ্কৃতী গ্রেফতার করলো এনজেপি থানার পুলিশ। উদ্দেশ্য ছিল কোন অপরাধমূলক কাজ সংগঠিত করার। সেই উদ্দেশ্যেই কোমরে

অটোমেটিক ৭.৬৫ অত্যাধুনিক পিস্তল নিয়ে? একটি স্কুটি করে ফুলবাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয় দুই যুবক। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে গত শুক্রবার দুপুরে ফুলবাড়ী কাঁঠাল বস্তি শ্মশান ঘাটের সামনে ঘাঁটিগাড়ে এনজেপি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। সেখানেই ওই দুই যুবক এমডি ফাইজার আলি, যার বাড়ি রাজগঞ্জের লক্ষিস্থান ও ঠাকুরগঞ্জের বাসিন্দা আলতাভ আলিকে আটক করে তল্লাশি চালালে তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি অত্যাধুনিক পিস্তল, তিন রাউন্ড কার্তুজ, একটি র‍্যাম্বো চাকু ও দুটি মোবাইল। আটক করা হয়েছে তাদের কাজে ব্যাবহৃত স্কুটিটি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ঠাকুরগঞ্জের আলতাভ আলী কিছুদিন যাবত ফুলবাড়ির জোড়পাখরিতে ঘর ভাড়া নিয়ে বসবাস করছিল। ধৃতরা ফুলবাড়িতে কোন অপরাধমূলক কাজ করবার পরিকল্পনা করছিল বলেই প্রাথমিক সূত্রে জানা গেছে। তবে তদন্তের স্বার্থে ধৃতদের শনিবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠিয়ে সাত দিনের রিমান্ডের আবেদন জানাবে পুলিশ।

২৪ ঘণ্টাই মা উড়ালপুরে চলবে বাইক জানালেন পুলিশ কমিশনার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর ঃ দুর্ঘটনা রুখতে মা উড়ালপুলে বাইক, স্কুটি চলাচলের সময় বেঁধে দিয়েছিল কলকাতা পুলিশ। এবার সেই সময়সীমা তুলে দিল প্রশাসন। মা ফ্লাইওভারে ২৪ ঘণ্টাই চলবে বাইক - স্কুটি। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘোষণা করলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। নগরপাল জানিয়েছেন, মা ফ্লাইওভারে ২৪ ঘণ্টা বাইক, স্কুটি চলবে। তবে গাড়ির গতির দিকে কড়া নজর থাকবে। সীমা অতিক্রম করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাঁর কথায়, তথ্য প্রযুক্তি সংস্থার কর্মীরা অনেক রাতে ফেরেন। তাঁরা অনেকেই দুচাকার গাড়ি ব্যবহার করেন। এছাড়া অনেকরকম জরুরি পরিস্থিতি থাকে। তাই ২৪ ঘণ্টা মা উড়ালপুল দিয়ে বাইক চলাচল করতে পারবে। দিন দিন মা উড়ালপুলে বাইকারোহীদের দৌরাত্ম্য বাড়ছে। গতির নেশায় একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটছে। ২২ ডিসেম্বর সাতসকালে মা উড়ালপুলে দুর্ঘটনায় দুই বাইকারোহীর মৃত্যু হয়। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে বাইক-সহ দুই আরোহী উড়ালপুল থেকে নিচে পড়ে যান। এর আগে উড়ালপুলে রাতে বাইক রেসিং চলত। রেসিং রুখতে রাত ১০টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত বাইক নিষিদ্ধ করা হয়। কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ সূত্রে খবর, সকাল ছয়টা থেকে বাইকগুলোতে ছাড় দেওয়া ছিল। এবার সেই বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হল। সারাদিনই বাইক চলবে উড়ালপুলে।

অনলাইনে পাওয়া যাবে বাসিন্দা সার্টিফিকেট বা ইনকাম সার্টিফিকেট

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৮ ডিসেম্বর ঃ বাসিন্দা সার্টিফিকেট কিংবা ইনকাম সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য এবার পঞ্চায়েত দফতরে ছুটে যেতে হবে না, ঘরে বসে মোবাইল ক্লিক করলেই মিলবে সার্টিফিকেট। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে আজ থেকেই শুরু হচ্ছে পরিষেবা। মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ নদীয়া জেলাবাসীর। মূলত এতদিন যাবত পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দাদের যদি তাদের কখনো বাসিন্দা সার্টিফিকেট কিংবা ইনকাম সার্টিফিকেট প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে হয় ছুটে যেতে হয় স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যদের কাছে অথবা ছুটে যেতে হয় পঞ্চায়েত দপ্তরে। মূলতঃ গ্রাম বাংলার বেশিরভাগ মানুষ দিনমজুর করে জীবন যাপন করেন। সেক্ষেত্রে কাজ কামাই করে তাদের ছুটে যেতে হয় পঞ্চায়েত দপ্তরে। কখনো কখনো আবার পঞ্চায়েতে গেলেই যে সার্টিফিকেট মিলবে তার নিশ্চয়তা থাকে না। তার কারণ যিনি মূলতঃ সার্টিফিকেট লেখেন অথবা প্রদান করেন তিনি যদি কোনো কারণে পঞ্চায়েতে হাজির না থাকেন সেক্ষেত্রে পুনরায় পরের দিন আবার ছুটে যেতে হয় ওই একই কারণে। একদিকে যেমন সময়ের ব্যয় হয়, অন্যদিকে কাজ বন্ধ রাখার কারণে আর্থিক দিকেও ক্ষতির সম্মুখীন হয় বিভিন্ন পরিবারের মানুষজন। মূলত সেই কথা মাথায় রেখে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে পঞ্চায়েত দপ্তরের তরফে অনলাইন সার্টিফিকেটের কথা ঘোষণা করা হয়। আজ থেকেই কার্যকরী হওয়ার কথা সেই পরিষেবার। সরকারি তরফে জানা যায় তার জন্য মোবাইলে একটি পোটাল চালু করা হয়েছে। সেই যে নিয়ম বিধি রয়েছে সেই নিয়ম অনুযায়ী আবেদন করলেই পাওয়া যাবে এই সার্টিফিকেট। পাশাপাশি সার্টিফিকেট পাওয়ার ক্ষেত্রে যাতে কোন অসুবিধা না হয় অর্থাৎ একজনের সার্টিফিকেট যাতে অন্যজন না পেয়ে যায় সেই কারণে পোর্টালের প্রথমেই আবেদনকারীর মোবাইল নাম্বার দিতে হবে। সেই মোবাইলে একটি ওটিপি যাবে। ওই ওটিপির মাধ্যমে আবেদনকারী তার সার্টিফিকেট হাতে পাবেন। এই পরিষেবা চালু হওয়ার কারণে সাধারণভাবে খুশি এলাকাবাসী। তারা জানান, এতে এক রকম হয়রানি থেকেও মুক্তি পাবে তারা। অন্যদিকে তাদের কাজ বন্ধ রেখে পঞ্চায়েতে ছুটে যেতে হবে না। এই বিষয়ে এক পঞ্চায়েত প্রধান জানান এই পরিষেবা চালু হওয়ার কারণে অনেকটাই চাপ কমবে জনপ্রতিনিধি তথা পঞ্চায়েত কর্মীদের পাশাপাশি অনেকটাই সুবিধা হবে এলাকাবাসীর। সেই কারণে তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তথা রাজ্য সরকারকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। যদিও মুখ্যমন্ত্রী তথা সরকারের এই উদ্যোগ খুব যে মানুষের সাহায্যে আসবে তা স্বীকার করতে চাইছেন না বিজেপির পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নৃপেন মন্ডল বলেন, মুখ্যমন্ত্রী উদ্যোগ নিয়েছে ঠিকই কিন্তু এতে দুর্নীতি অনেকটাই বেড়ে যাবে। তার কারণ তিনি বলেন এর আগেও বিভিন্ন অনলাইনে প্রতারণার কথা আমরা দেখে এসেছি। অনলাইনে সার্টিফিকেট পাওয়ার পরিষেবা চালু হলে টাকার বিনিময়ে সার্টিফিকেট প্রদান করার সম্ভাবনা বাড়বে। অর্থাৎ তিনি আর্থিক দুর্নীতির আশঙ্কা করছেন। যদিও এই পরিষেবা চালু হওয়ার পর আদে আর্থিক দুর্নীতি সামনে আসে নাকি সাধারণ মানুষের সাহায্য হয় সেটাই এখন দেখার।

কালিম্পংয়ের ডেলোয় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, অন্তত ৫০ লক্ষ টাকার সম্পত্তির ক্ষতি

দুরন্ত বার্তা, কালিম্পং, ২৮ ডিসেম্বর ঃ কালিম্পংয়ের ডেলোয় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। আগুন নিয়ন্ত্রণে নামাতে হয় সেনাবাহিনী। ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। আগুনের ফলে অন্তত ৫০ লক্ষ টাকার সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রসঙ্গত, চলতি বছরেই কালিম্পংয়ে অগ্নিকাণ্ডে এক দম্পতি ও তাঁদের বাচ্চার মৃত্যু হয়েছিল। শনিবার দুপুরে আচমকা আগুন লাগে ডেলোর কাছে এগারো মাইল এলাকায়। বেশ কয়েকটি দোকান এবং একাধিক বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার কালিম্পংয়ের জাতীয় সড়কের পাশে ডেলো ফাটকের কাছে ওই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। তবে দমকলের কয়েক ঘণ্টার প্রচেষ্টার পরেও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি। শেষে আগুন নেভাতে ময়দানে নামতে হয় সেনাকে। আগুনে পুড়ে গেছে একটি ফার্নিচারের দোকান, একটি ঝাড়ুর গুদাম ও একটি কাবারিখানার দোকান। বাকি ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে রয়েছে বাড়ি। প্রথমে কাবারিখানার দোকানে আগুন লাগে। পরে ওই দোকান থেকেই আশেপাশের দোকানগুলোতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কালিম্পং থানার পুলিশ। সূত্রের খবর, ৪টি দোকানের পাশাপাশি ২টি বাড়িতে আগুন ধরে যায়। কিন্তু কী কারণে এই আগুন লাগল তা স্পষ্ট নয়। তবে স্বস্তির বিষয়, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে পাহাড়ি এলাকায় আগুন নেভাতে হিমশিম খায় দমকলের আধিকারিকরা। তাই স্বাভাবিকভাবে এলাকাবাসীর আতঙ্ক বেড়েছে।

আবার তৃণমূল বিধায়ক, চিকিৎসকের নার্সিংহোমে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২৮ ডিসেম্বর ঃ আবার বিতর্কে তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক তথা স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নার্সিংহোম। এবার চিকিৎসা পরিষেবা না দিয়ে ফিরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি রোগিণীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ নার্সিংহোমের কর্মীর বিরুদ্ধে। তবে রোগিণীর পরিবারের দাবি চিকিৎসক অশোক চট্টোপাধ্যায়ের মদতেই শ্লীলতাহানি করেছে ওই কর্মী। ঘটনার প্রতিবাদে নার্সিংহোমের সামনে বিক্ষোভ দেখান তারাপীঠের বাসিন্দারা। বিক্ষোভে সামিল হন তৃণমূল কংগ্রেসের এক গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যও। বিষয়টি জানিয়ে রামপুরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন রোগীনি। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের রামপুরহাটের আশা নার্সিংহোমে। চলতি বছরের ২৩ ডিসেম্বর ওই নার্সিংহোমে মৃত্যু হয় তারাপীঠ মন্দির কমিটির সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী, তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা সুজাতা মুখোপাধ্যায়ের। অভিযোগ মদ্যপ অবস্থায় চিকিৎসক অশোক চট্টোপাধ্যায়ের ভুল অস্ত্রোপচারের ফলেই মৃত্যু হয়েছে সুজাতার। অশোকবাবু বীরভূমের হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক এবং নার্সিংহোমের কর্ণধার। ভুল চিকিৎসার অভিযোগ তুলে তারাময়বাবু মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ করা হয় রামপুরহাট থানায়ও। শনিবার ওই নার্সিংহোমে চিকিৎসা করাতে আসেন তারাপীঠের এক গৃহবধু। অভিযোগ, নার্সিংহোমের কর্মী জয় প্রকাশ তাঁর পরিচয় জানতে পেরে চিকিৎসা করতে অস্বীকার করেন। ধাক্কা দিয়ে গৃহবধূকে নার্সিংহোম থেকে বের করে দেয়। নার্সিংহোমের ওই কর্মী শ্লীলতাহানী করে। এরপরেই ফের উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। তারাপীঠ এলাকা থেকে লোকজন এসে নার্সিংহোমের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে রামপুরহাট থানার পুলিশ। গৃহবধূ বলেন, আমি চিকিৎসক সমীক সিনহার কাছে চিকিৎসা করাতে এসেছিলাম। কিন্তু চিকিসকের চেম্বারে থাকা কর্মী আমার বাড়ির ঠিকানা জানতে পেরে বলেন তারাপীঠের কোন রোগী দেখা হবে না। এরপর ওই কর্মী আমাকে ধাক্কা দিতে দিতে বের করে দেন। নার্সিংহোমের মালিক, তথা চিকিৎসক অশোক চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশেই ওই কর্মী আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। অশোকবাবুর ছেলে অভিষেক চট্টোপাধ্যায় বলেন, অভিযোগ ঠিক নয়। ওই গৃহবধূর নাম লেখানো ছিল না। তাই তাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলা হয়েছিল। এরপরেই ওই গৃহবধূ চিৎকার শুরু করে লোক জমায়েত করেন। তবে আমরা ঘটনার তদন্ত করব।

বড়দিনের ছুটি পড়তেই পর্যটকদের ভিড় মুকুটমণিপুরে

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৮ ডিসেম্বর ঃ ছুটির আমেজে বাঙালি ঘুরতে যাবে না তা কি হয়। তাই 'ভ্রমণ প্রিয় বাঙ্গালী' ছুটি পড়তেই বেরিয়ে পড়েছেন। আর তাদের একটা বড় অংশের অন্যতম হয়ে উঠেছে বাঁকুড়ার রাণী মুকুটমণিপুর। বড়দিনের পর দিন সকাল থেকেই মুকুটমণিপুরে প্রচুর মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। কেউ এসেছেন পিকনিক করতে, তো আবার কেউ এসেছেন বড়দিনের পর নিখাদ আনন্দ উপভোগ করতে। সব মিলিয়ে বছরের এই সময়টাতে জমজমাট ভিড় মুকুটমণিপুরে। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে অসংখ্য মানুষের ঢল নেমেছে বাঁকুড়ার এই নির্মল ক্ষেত্রে। ঠিক যেভাবে পরিযায়ী পাখিরা বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে কোনও একটা জায়গায় এসে ভিড় জমায় পর্যটকেরও ঠিক যেন সেরকমই। 'রাণী' মুকুটমণিপুরে সকাল থেকে হাজির অসংখ্য পর্যটক। এখানে নদী, জল, টিলা আর জঙ্গলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের টানে প্রতি বছর অসংখ্য পর্যটক ছুটে আসেন। আর বছরের বিশেষ দিনগুলিতে তো কথায় নেই। এখানে এসে জলাধারে নৌকাভ্রমণ না করে ফিরে যাবেন- এমন বেরসিক মানুষ বোধ হয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। 'রাণী' মুকুটমণিপুরে এসে বেজায় খুশী পর্যটকেরা। মুশাফিরানা, ডিয়ার পার্ক থেকে পরেশনাথ শিব মন্দির, বারোঘুটু পাহাড় ঘুরে সোনাঝুরি ইকো পার্কে খানিক বিশ্রাম করে নিচ্ছেন অনেকে। সবমিলিয়ে বড়দিনের সকাল থেকে আনন্দোৎসবে মেতেছে মুকুটমণিপুর। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের পাশাপাশি পর্যটকদের বাড়তি পাওনা বলতে জলাধারের পাশে বসা এক মেলা, যেখানে ব্যবসায়ীরা হরেক রকম রঙিন জিনিসের সম্ভার নিয়ে বসে রয়েছেন।

গাড়ির মালিকদের বকেয়া কর আদায় করতে বিশেষ ছাড় পরিবহন দপ্তরের

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর ঃ পরিবহন দফতর গাড়ি মালিক, বিশেষত বিলাসবহুল দামি গাড়ির মালিকদের বকেয়া কর আদায় করতে বিশেষ ছাড় দিচ্ছে। এব্যাপারে সচেতনতা প্রচার কর্মসূচি শুরু করা হচ্ছে দফতরের তরফে। দামি গাড়ির মালিকদের এক বড় অংশ নিয়মিত পথ কর মেটাচ্ছে না। যে কারণে বিপুল পরিমাণে রাজস্ব বকেয়া রয়েছে বলে পরিবহন দফতর সূত্রে জানা গেছে। পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী জানিয়েছেন, মোটরযান আইন সংশোধনের ফলে ব্যক্তিগত গাড়ির মালিকেরা তাঁদের পুরনো গাড়ির দামের ৭.৫ শতাংশ দিয়ে আজীবনের কর মিটিয়ে দিতে পারবেন। বাণিজ্যিক গাড়ির ক্ষেত্রে তিন, পাঁচ বা দশ বছরের মেয়াদে কর মেটালে যথাক্রমে ১৫ শতাংশ, ৩০ শতাংশ এবং ৪০ শতাংশ ছাড় পাওয়া যাবে। গাড়ি মালিকেরা যাতে এই ছাড় সম্পর্কে জানতে পারেন সেজন্য বিশেষ প্রচারাভিযান শুরু হচ্ছে বলে পরিবহন মন্ত্রী জানিয়েছেন। ইতিমধ্যেই বকেয়া কর মিটিয়ে দেওয়ার জন্য গাড়ি মালিকদের মোবাইলে এসএমএস পাঠানো শুরু হয়েছে।

বাড়ি প্রকল্প, টোল ফ্রি নম্বর চালু রাজ্যের

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর ঃ বাংলার বাড়ি প্রকল্প নিয়ে কোন অভিযোগ জানানোর জন্য রাজ্য সরকার টোল ফ্রি নম্বর চালু করেছে। এছাড়াও একটি আপৎকালীন নম্বর চালু করা হয়েছে। আগামী মাসের শুরু থেকেই এই নম্বরে পরিষেবা পাওয়া যাবে। বিধাননগরে পঞ্চায়েত দপ্তরের মৃত্তিকা ভবনে যে টোল ফ্রি নম্বর চালু করা হয়েছে তার নম্বর হলো ১৮০০ ৮৮৯৯ ৪৫১। অন্যদিকে হঠাৎ প্রয়োজনে ১১২ এই ইমারজেন্সি নম্বরে ফোন করে উপভোক্তারা তাদের অভিযোগ জানাতে পারবেন বলে সরকারিভাবে জানানো হয়েছে। দিদিকে বলো পরিষেবায় ৯১৩৭০ ৯১৩৭০ নম্বরেও ফোন করে জানানো যাবে। উল্লেখ্য এই প্রকল্পে কোন অভিযোগ আসলে রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ সহায়তা করবে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আগেই জানিয়েছেন। এই কারণেই ইতিপূর্বে পাবলিক গ্রিভানস পোর্টাল এবং অ্যাপও চালু করা হয়েছে।

বাসের রেষারেষিতে প্রাণ গেল ২ জনের

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ২৮ ডিসেম্বর ঃ ইসলামপুরে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা। দুটি বেসরকারি বাসের রেষারেষিতে প্রাণ গেল দুই জনের। আহত কমপক্ষে ৮। ঘটনায় এলাকায় তীব্র উত্তেজনা। পথ অবরোধ করেছে মৃতদের পরিবার ও স্থানীয়রা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃত শিশুর নাম সোমা মণ্ডল। বয়স পাঁচ বছর। তার বাড়ি ওই যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের পিছনে শিবদাঙ্গী পাড়ায়। অন্যজনের নাম শম্ভু বিশ্বাস। বয়স ২২ বছর। জানা গেছে, বাবা-মায়ের সঙ্গে যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ছোট্ট সোমা। অন্যদিকে, সেই প্রতীক্ষালয়ের সামনে একটি যাত্রী হিসাবে টোটোতে বসেছিলেন শম্ভু। সেই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের ভিতরে ঢুকে যায় দুটি বাস। ধাক্কা খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তারা। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন ইসলামপুরের মহকুমাশাসক প্রিয়া যাদব। বিশাল পুলিশ বাহিনী এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে রয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেনডুপ শেরপা।

কচ্ছপের মাংস খেয়ে মৃত প্রৌঢ়, হাসপাতালে ভর্তি পরিবারের ৬ জন

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৮ ডিসেম্বর ঃ দিন দুই আগে কচ্ছপের মাংস ও খিচুড়ি খেয়ে বীরভূমে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন একই পরিবারের ৬ জন। শনিবার মৃত্যু হল তাঁদের একজনের। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। আরও কেউ এই মাংস খেয়ে অসুস্থ কি না খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মৃত ব্যক্তির নাম স্বাধীন বাগদি। বয়স ৪৮ বছর। তিনি বীরভূমের কাঁকড়তলা থানার বাসিন্দা। খাদ্যে বিষক্রিয়া-সহ একাধিক শারীরিক সমস্যার কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। অসুস্থদের মধ্যে স্বাধীন ও মটরা বাগদির শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁদের সিউড়ি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে স্বাধীনবাবুর শারীরিক অবস্থা আরও খারাপ হতে থাকলে শুক্রবার রাতে তাঁকে বর্ধমান মেডিক্যাল হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানেই শনিবার সকালে মৃত্যু হয় তাঁর। অসুস্থ বাকিদের দুবরাজপুর, খয়রাশোল, সিউড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুবরাজপুর হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন মৃতের স্ত্রী মটরা বাগদি ও আত্মীয় ভুবন বাগদি ও পটা বাগদি। তাছাড়াও স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি আরও তিনজন।

বিষ্ণুপুর-তারকেশ্বর রেলপথে বড় গোপালপুর পর্যন্ত পরীক্ষামূলক ট্রেন চলাচল

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৮ ডিসেম্বর ঃ বিষ্ণুপুর-তারকেশ্বর রেলপথে বড় গোপালপুর পর্যন্ত পরীক্ষামূলক ট্রেন চালানো হলো। ময়নাপুর থেকে বড় গোপীনাথপুর পর্যন্ত ৭.৫২ কিমি রেললাইন পরীক্ষার কাজ শুক্রবার সম্পন্ন হয়েছে। রেলওয়ে সেফটি বিভাগের এই পরীক্ষা সফল হলে খুব শীঘ্রই ট্রেন চলাচল শুরু হবে। জানা গেছে, ইতিমধ্যে ৩৩টি সেতুর মধ্যে ৩১টি ছোট সেতু নির্মাণ শেষ হয়েছে, এবং ৩ টি বড় সেতুর কাজ ও গার্ডার তৈরির কাজ প্রায় সম্পূর্ণ। পয়েন্ট ও ক্রসিং-এর সঙ্গে ট্র্যাকের সংযোগ এবং ব্যালাস্টিং- এর কাজ চলছে। ইলেকট্রিক ট্র্যাকশনের জন্য ভিত্তি নির্মাণ করা হয়েছে। সিগন্যালিং ক্যাবল (ওএফসি) বসানোর কাজও শুরু হতে চলেছে। গোঘাট-ময়নাপুর রুটের সংযোগ হলে রেলপথের গুরুত্ব আরও বাড়বে। বিষ্ণুপুর এবং তারকেশ্বরের মধ্যে সরাসরি ট্রেন যোগাযোগ বাঁকুড়া এবং হুগলির বাসিন্দাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সরকারের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি পালিত হল পূর্বস্থলী ১ ব্লকের দোগাছিয়া পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বোলদে ডাঙ্গা আদিবাসী পাড়ায়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়, থানার আইসি বিশ্ববন্ধু চট্টরাজ, বিডিও সঞ্জয় সেনাপতি, পঞ্চায়েত প্রধান অপর্না চ্যাটার্জি সহ আরো অনেকে। এদিন ১২০ জনকে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি পূর্বস্থলী ২ ব্লকের নিমদহ পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সারাংপুর আদিবাসী পাড়ায় শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়, উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায় সহ আরো অনেকে, এদিন ১০০ জনকে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়।

হাতির তাণ্ডবে আতঙ্ক, ক্ষোভ

সাঁকরাইল, ২৮ ডিসেম্বর ঃ সাঁকরাইলের ধানঘোরী এলাকায় শনিবার দুপুরে জঙ্গল থেকে গ্রামে ঢুকে পড়ে একটি দলছুট দাঁতাল হাতি। আকস্মিক এই ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ধানঘোরী ও ছোলাখালি এলাকায় বেশ কিছুক্ষণ তাণ্ডব চালিয়ে হাতিটি আবার জঙ্গলে ফিরে যায়। তবে হাতির এই আচরণে গ্রামবাসীরা এখনও আতঙ্কিত। কারণ গ্রাম লাগোয়া জঙ্গল থেকে যেকোনো সময় আবার হাতি লোকালয়ে ঢুকে পড়তে পারে। এদিকে, বারবার হাতির উপদ্রবে বিরক্ত স্থানীয়রা বনদফতরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাদের অভিযোগ, হাতি লোকালয়ে আসার প্রবণতা দীর্ঘদিনের হলেও বনদফতর কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। ফলে গ্রামবাসীদের নিরাপত্তাহীনতার সমস্যা বাড়ছে।

ধ্বংস হল সাড়ে ৯ একর আফিম চাষ

রাঁচি, ২৮ ডিসেম্বর ঃ ঝাড়খণ্ডের রাঁচি পুলিশের নেতৃত্বে শনিবার বু ন্দু ও সোনাহাতুর অন্তর্গত জঙ্গলের ভিতর অবৈধ আফিম চাষের প্রায় সাড়ে ৯ একর ক্ষেত ধ্বংস করা হয়। বুন্দুর পুলিশ আধিকারিকদের উদ্যোগে ট্র্যাক্টর ও পুলিশ বাহিনীর সহায়তায় এই অভিযান পরিচালিত হয়। এসএসপি জানান, জেলায় অবৈধ আফিম চাষ বন্ধ করতে নিয়মিতভাবে গ্রামীণ ও দূরবর্তী অঞ্চলে অভিযান চালানো হচ্ছে।

The undersigned hereby inviting e-tender vide ref. no- memo No - **472 /DGP/Gen/2024, Date 27/12/2024, (Tender ID - 2024_ZPHD_792015_1 to 2024_ZPHD_792015_6)** from prospective bidders from **28/12/2024, 09:00 IST**. For details visit **www.wbtenders.gov.in**. and memo No - **473/DGP/Gen/2024, Date 27/12/2024**, from prospective bidders from **28/12/2024, 11:00 IST**. For details visit Gram Panchayet Notice Board
Sd/-
Prodhan Dogachia GP

লামডিং ডিভিশনে অ্যান্টি বার্ড ডিস্কের সরবরাহ এবং নির্মাণের ব্যবস্থা
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ টিআরডি/এলএমজি/১৬ অফ ২০২৪-২৫; তারিখ ঃ ২৬-১২-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার নং ঃ** ইএল-টিআরডি-এনএফআর-এলএমজি-ওএইচই-এমওডি-২৮; **কাজের নাম ঃ** লামডিং ডিভিশনে আরডিএসও অঙ্কন অনুসারে পোর্সেলাইন টাইপ ব্রাকেট/স্টে/৯ টন ইনসুলেটর জন্য উপযুক্ত পলিকার্বোনেট উপাদান দিয়ে তৈরি অ্যান্টি বার্ড ডিস্কের সরবরাহ এবং নির্মাণের ব্যবস্থা। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ১৯,৯৩,৮২০/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৩৯,৯০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ২৩-০১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

The undersigned hereby inviting e-tender vide ref. no- memo No - **471 /DGP/Gen/2024, Date 27/12/2024, (Tender ID - 2024_ZPHD_791613_1 to 2024_ZPHD_791613_6)** from prospective bidders from **27/12/2024, 17:00 IST.** For details visit **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/-
Prodhan Dogachia GP

Saharjora Gram Panchayat
Shitla Barjora Bankura
e-Nit No- 05/SGP/24-25 Dated- 26/12/2024
All details of Schemes Shedule dates and trams & condition can be obtained from **www.wbtenders.gov.in** and Saharjora Gram Panchayat Office.
Sd/-
Pradhan
Saharjora Gram Panchayat

TENDER NOTICE
Prodhan Som-II GP invites e-tender in authority's contact from reliable resource and eligible contractor for **NIT No-08/24-25/Som-II G.P & NIT No-09/24-25/Som-II G.P up to 06.01.25 17;00 hrs** for others details visit website – **https://wbtenders.gov.in** or Sompara-II G.P
Sd/-
Prodhan
Sompara-II G.P

TENDER NOTICE
e-Tender is hereby invited by the Executive officer, Barabazar Panchayat Samity, Dist- Purulia vide **NIeT no. 10/BZR/PS of 2024-25/Sl no.01 to Sl no.11 dated. 26.12.2024 for 11** nos scheme bearing **Tender Id 2024_DM_791282_1 to 11 under 15th CFC_2024-25 fund**. Online bid submission commences on and from **27.12.2024 at 10:00 Hours** (As per server clock) and will end on **03.01.2025 at 11:00 Hours** (As per server clock). Necessary details for online bidding will be available in the website **wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer
Barabazar Panchayat Samity

বিশ্রী আউট, পন্থকে তুলোধোনা ক্ষুব্ধ গাভাসকরের

২৮ ডিসেম্বর ঃ ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেকে শুধরে নিতে চায় সকলেই। কিন্তু ঋষভ পন্থ সেই তালিকায় পড়ে না বোধ হয়। দলের যখন তাঁকে ভীষণভাবে প্রয়োজন, ঠিক সেই সময়ই দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো ব্যাট চালালো। আর তাতেই তিনি বিশ্রী আউট হলেন। আর তাতেই ক্ষোভ উগরে দিলেন সুনীল গাভাসকর। মেলবোর্ন টেস্টের দ্বিতীয় দিনের শেষে ৫ উইকেট হারায় টিম ইন্ডিয়া। এহেন পরিস্থিতিতে রবীন্দ্র জাদেজা এবং পন্থের দিকেই তাকিয়ে ছিল গোটা দেশ। নিজের ইনিংসের শুরুটা মন্দ করেননি তারকা উইকেটকিপার। কিন্তু খানিক পরই স্কট বোলান্ডের রাউন্ড দ্য উইকেট বলে পুল মারার চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। পেটের কাছে বল এসে লাগায় দেখে মনে হয়, তাঁকে লেগেছে। সে যাত্রায় কোনওক্রমে বেঁচে গেলেও সেই ভুল থেকে শিক্ষা নেননি তিনি। কারণ সেই একই শট মারতে গিয়েই আউট হন। ২৮ রানেই ফেরেন প্যাভিলিয়নে। কামিন্স যে ডিপ ফাইন লেগ এবং ডিপ থার্ড ম্যানে ফিল্ডার সাজিয়ে ফেলেছেন, তা হয়তো খেয়ালই করেননি এই অভিজ্ঞ তারকা। আর সেই বিষয়টি দেখেই মেজাজ হারান গাভাসকর। ধারাভাষ্য দিতে দিতেই বলে ওঠেন, চূড়ান্ত বোকামি। দেখছ, দুজন ফিল্ডার আছে, তাতেও ওই শট মারছ! আগের শটটা মিস করে আবারও এক কাণ্ড ঘটাল। ডিপ থার্ড ম্যানের হাতে উইকেটটা তুলে দিয়ে এল। ভারত এখন যে পরিস্থিতিতে আছে, তাতে এটা একদমই চলে না। এটাকে স্বাভাবিক খেলা বলা যায় না। বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এটা অত্যন্ত বোকা বোকা শট। দলকে চাপে ফেলে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই না। পন্থ এবং জাদেজা (১৭) আউট হওয়ার পর দলের হাল শক্ত হাতে ধরেন নীতীশ রেড্ডি এবং ওয়াশিংটন সুন্দর। চায়ের বিরতির আগেই ১০০ পার্টনারশিপে পৌঁছে যান তাঁরা।

দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে ডিসকোয়ালিফাই করা হল কার্লসেনকে

২৮ ডিসেম্বর ঃ জিনস্ পরে বসেছিলেন দাবা প্রতিযোগিতায়। আর তার জেরেই 'শাস্তি'। ওয়ার্ল্ড র‍্যাপিড ও ব্লিদজ্ চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে ডিসকোয়ালিফাই করা হল ম্যাগনাস কার্লসেনকে। তবে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ছিটকে যাওয়ায় সুবিধা পেলেন ভারতীয় দাবাড়ু। দাবার এই টুর্নামেন্টে জিনস্ পরার অনুমতি নেই প্রতিযোগীদের। কিন্তু নিয়ম জানা সত্ত্বেও কেন এমনটা করলেন বিশ্বের এক নম্বর দাবারু? নিজেই জানালেন তার কারাণ। নরওয়ের তারকা বলেন, এফআইডিই-এর নিয়মে আমি ক্লান্ত। তাই তা মানতে চাইনি। এর জন্য আমার সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। কিন্তু আমার মনে হয় না এসব নিয়মের কোনও মানে আছে। এরপরই যোগ করেন, আমি ওদের (টুর্নামেন্ট কর্তৃপক্ষ) বলেছিলাম আগামিকাল পোশাক বদলে নেব। কিন্তু ওরা বলল এখনই বদলাতে হবে। সেটা আমার আদর্শের পরিপন্থী। সত্যি কথা বলতে কী, এসবে আমার আর কিছু যায় আসে না। ওরা যদি নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকে, তাহলে আমারও এখানে খেলার ইচ্ছে নেই। যেখানকার আবহাওয়া ভালো, সেখানে খেলব। এদিকে কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়, এফআইডিই-এর নিয়মে জিনস্ পরার অনুমতি নেই। তাই কার্লসেনকে ২০০ ডলার জরিমানা করা হয়। তবে তিনি যাতে খেলতে পারেন, তার জন্য পোশাক বদলাতেও বলা হয়েছিল। কিন্তু তাতে রাজি হননি তারকা। সেই কারণেই তাঁকে ডিসকোয়ালিফাই করা হয়। এখানে নিয়ম সকলের জন্য সমান। তবে বিশ্বের সেরা দাবাড়ুর বিরুদ্ধে এমন কঠোর পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিয়ে ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে বিতর্ক। তবে কার্লসেন ছিটকে যাওয়ায় অ্যাডভান্টেজ পেলেন ভারতীয় দাবাড়ু অর্জুন ইরিগেসি। দুই রাশিয়ান ও পোল্যান্ডের তারকার সঙ্গে জুটি বেঁধে দ্বিতীয় দিনে সাত পয়েন্ট তুলে নিয়েছেন তিনি।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ঃ কষ্টার্জিত জয় পেল আর্সেনাল

লন্ডন, ২৮ ডিসেম্বর ঃ শুক্রবার ইমিরেটস স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় আর্সেনাল ও ইপসউইচের মধ্যে ম্যাচটি। টেবিলের নিচে থাকা ইপসউইচের বিপক্ষে কোনক্রমে ১-০ গোলে জয় পেল আর্সোনাল। তবে কোনক্রমে জয় পেলেও এই ম্যাচ জিতে চেলসিকে পেছনে ফেলে টেবিলের দুইয়ে উঠে এল মিকেল আরতেতার দল। ম্যাচের জয় সূচক গোলটি করেন কাই হাভেরটজ। ১৮ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে আছে আর্সেনাল। শীর্ষে থাকা লিভারপুল থেকে ৬ পয়েন্ট পিছিয়ে গানাররা। ১৭ ম্যাচে টেবিল টপার লিভারপুলের পয়েন্ট ৪২। আর্সেনালের সমান ম্যাচ খেলে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে চেলসি। সমান ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের নিচ থেকে দুইয়ে ইপসউইচ।

ফিরে দেখা ফুটবলের দুনিয়া ২০২৪

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর ঃ ২০২৪ সাল বিদায় নেওয়ার সময় হয়ে গেছে। রয়েছে আর মাত্র কয়েকটা দিন, নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে। তবে বিদায়ের আগে বিদায়ী বছরটা ফুটবল দিয়ে গেছে অনেক কিছু। এশিয়া, আফ্রিকা, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং ইউরোপ- একইসঙ্গে ৪ মহাদেশে হয়েছে মহাদেশীয় ফুটবলের আসর। মহাদেশের ফুটবল আসর থেকে আমরা কি পেলাম তারই পর্যালোচনা থাকছে এই প্রতিবেদনে -

আর্জেন্টিনার টানা দ্বিতীয় শিরোপাঃ- বিশ্বকাপ জিতে ফেবারিটের তকমা নিয়েই কোপা আমেরিকায় মাঠে নেমেছিল আর্জেন্টিনা। খেলেছেও ফেভারিটের মত। দলের সবচেয়ে বড় তারকা লিওনেল মেসি নিজের সেরা ছন্দে না থাকলেও আলবিসেলেস্তেদের ত্রাতা হয়ে আসেন লাউতারো মার্তিনেজ। পুরো আসরে ছিলেন দারুণ ছন্দে। করেছেন আসরের সবচেয়ে বেশি গোল। ফাইনালে লিওনেল মেসির ইনজুরিতে মাঠ ছাড়া, শিরোপা জিতেই আর্জেন্টাইন তারকা আনহেল ডি মারিয়ার অবসর নেওয়া কিংবা কলম্বিয়ার বিপক্ষে দুর্দান্ত ফুটবল- সবই বুঁদ করে রেখেছিল ফুটবল দুনিয়াকে।

এশিয়ায় সেরা কাতার, আফ্রিকায় আইভরিকোস্টঃ- বছরের শুরুতেই দুর্দান্ত দুই আসর দেখার সুযোগ মিলেছে এএফসি এশিয়ান কাপ এবং আফ্রিকান কাপ অব নেশন্সের সুবাদে। এশিয়ান কাপে জর্ডানের দুর্দান্ত উত্থান, দক্ষিণ কোরিয়ার অসাধারণ ফুটবল শৈলী ছিল চোখে প৷ার মতোই। তবে শেষ পর্যন্ত শিরোপা গিয়েছে স্বাগতিক কাতারের ঘরে। টানা দ্বিতীয়বার শিরোপা জয় করেছে দেশটি। অঘটন আর জমজমাট ছিল আফ্রিকান কাপ অব নেশন্স। আফকনে এবার ছিল চমক। মরক্কো, সেনেগাল, মিশর কিংবা ক্যামেরুনের মতো নামী দলগুলো বিদায় নিয়েছিল। অবশ্য ফাইনালে ছিল দুই পাওয়ারহাউজ নাইজেরিয়া এবং আইভরিকোস্ট। যেখানে শিরোপা উৎসব করেছে আইভরিকোস্টই।

ইউরোপ সেরা স্পেনঃ-আরও একটা বার ইউরোর ফাইনালে ইংল্যান্ড। গেলবার নিজেদের মাঠে ইতালির কাছে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল তাদের। এবারে জার্মানিতে আবারও ইউরোর ফাইনালে ছিল ইংলিশরা। কিন্তু এবারেও হলো না শিরোপা ছুঁয়ে দেখার সৌভাগ্য। স্পেনের দুর্দান্ত ফুটবলের সামনে ২-১ গোলের হারে হতাশায় ডুবেছিল হ্যারি কেইনরা। ২০১২ সালের পর ১ যুগের অপেক্ষা শেষ করে ফের মহাদেশীয় শিরোপা নিজেদের ঘরে তোলে স্পেন। টুর্নামেন্টের ব। আকর্ষণ হয়ে ছিলেন লামিনে ইয়ামাল। ১৭ বছরের এই কিশোর বিমোহিত করেছেন পুরো ফুটবল দুনিয়াকে। অনেকের কাছেই খ্যাতি পেয়েছেন নতুন যুগের মেসি নামে।

ক্লাব ফুটবলে লেভারকুসেনের অবিশ্বাস্য উত্থান, রিয়ালের শ্রেষ্ঠতঃ- ক্লাব ফুটবলে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বড় হয়ে ছিল বায়ার লেভারকুসেনের বীরত্ব। মরসুমের শুরুতেই ২০২৩ সালে চমক দিয়েছিল তারা। তবে ২০২৪ সালে নিজেদেরই যেন ছাড়িয়ে যাওয়ার মিশনে নেমেছিল দলটি। পুরো ৯ মাসের মরসুমে যারা হেরেছে কেবল এক ম্যাচ। সেটাও ইউরোপা লিগের ফাইনালে আতালান্টার কাছে। প্রথম দল হিসেবে জার্মান বুন্দেসলিগা তারা শেষ করে অপরাজিত থেকে। তবে আরও একটা বার রিয়াল মাদ্রিদই থাকলো ইউরোপের সেরা ক্লাব হয়ে। চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালে তারা হারিয়েছে জার্মান ক্লাব বুরুশিয়া ডর্টমুন্ডকে। ঘরে তুলেছে নিজেদের ১৫তম চ্যাম্পিয়নস লিগ শিরোপা। আর উয়েফা সুপার কাপের ম্যাচে তাদের জয় আসে আতালান্টার বিপক্ষে।

বিতর্কিত ব্যালন ডি' অরঃ- রদ্রি নাকি ভিনিসিয়ুস জুনিয়র? প্রশ্নটা ছিল নিছক কাগজে কলমে। বিশ্বের সেরা ফুটবলারের স্বীকৃতি ব্যালন ডি'অর ব্রাজিলিয়ান তারকা ভিনিসিয়ুসের হাতে যাচ্ছে, সেটা একপ্রকার অনুমিতই ছিল। রিয়াল মাদ্রিদের পক্ষ থেকে সব আয়োজনই সমাপ্ত করা হয়েছিল। এমনকি বিশেষ জেটে ফ্রান্সে যাওয়ার কথা ছিল দলের একাধিক সদস্যের। কিন্তু একটা ফোন কলে ভেস্তে যায় সবই। ম্যানচেস্টার সিটির পক্ষ থেকে ফোন করে জানানো হয়, ভিনিসিয়ুস নয় বরং রদ্রিই পাচ্ছেন ব্যালন ডি অ'রের মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার। এরপরেই আলোচনা আর সমালোচনার ঝড় বয়ে যায় পুরো ফুটবল দুনিয়াতে। পুরো অনুষ্ঠান বর্জন করে রিয়াল মাদ্রিদ। পুরস্কার ঘোষণার সময়েও দর্শকদের মধ্যে থেকে ভেসে আসছিল ভিনিসিয়ুসের নামটাই। যদিও একে বারে বছরের শেষদিকে ফিফা দ্য বেস্টের পুরস্কার ঠিকই নিজের করে নিয়েছিলেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। তাতে মনের ক্ষতে কিছুটা হলেও প্রলেপ দিতে পেরেছেন ব্রাজিলের এই তারকা।

মহিলাদের ওয়ানডে টুর্নামেন্ট

ধারার বিধ্বংসী সেঞ্চুরিতে লাইনচ্যুত রেল, ফাইনালে বাংলা

২৮ ডিসেম্বর ঃ রেলকে বেলাইন করে সিনিয়র মহিলাদের ওয়ানডে টুর্নামেন্টের ফাইনালে পৌঁছে গেল বাংলা। রাজকোটে রেলওয়েজকে ৬ উইকেটে হারিয়ে দিল বাংলার মেয়েরা। ব্যাট হাতে ঝড় তুললেন ধারা গুজ্জর ও মিতা পাল। আগের ম্যাচে মহিলাদের ক্রিকেটের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি রান তাড়া করার রেকর্ড গড়েছিল বাংলা। এদিনও ছুটল অশ্বমেধের ঘোড়া। রেলওয়েজ গতবারের চ্যাম্পিয়ন। এদিন রাজকোটে প্রথমে ব্যাট করে ৩০০ রান তোলে তারা। ঝাঁসি লক্ষী ও নুজহাত পারভিন দুজনেই শতরান করেন। বাংলার হয়ে অধিনায়ক সাইকা ইসাক ৪৮ রান দিয়ে ৩ উইকেট তুলে দেন।জবাবে বাংলা মাত্র ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। ১২৩ বলে ১২৩ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন ধারা গুজ্জর। ম্যাচের সেরাও তিনি। তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দেন মিতা পাল। ৬৬ বলে ৭৬ রান করেন তিনি। তাঁদের দাপটে ৪৯ ওভারে ৩০১ রান তুলে নেয় বাংলা। ফাইনালে বাংলার সামনে মধ্যপ্রদেশ। ম্যাচের পর ধারা বলেন, আমি গোড়ার ব্যাপারগুলোতে জোর দিয়েছিলাম। আমরা চেয়েছিলাম ম্যাচটাকে একেবারে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে। যেখান থেকে জয় পাওয়া সহজ হয়। পিচ ব্যাটের জন্য ভালো ছিল। একবার থিতু হয়ে গেলে আর অসুবিধা ছিল না। মিতার সঙ্গে পার্টনারশিপ আমাদের জিততে সাহায্য করেছে। শেষ পর্যন্ত প্রিয়াঙ্কা বালা ও পার্বতী রানা অপরাজিত থেকে বাংলাকে ফাইনালে তুলে দেন।

নীতীশের গল্পের 'নায়ক' তার বাবা!

২৮ ডিসেম্বর ঃ সব গল্পেরই একটা নায়ক তাকে। তাসে কেউ অভিনেতা বা অভিনেত্রী। কিন্তু নীতীশের গল্পের নায়ক তার বাবা। নাম মুত্যালা রেড্ডি। কুমার স্বামী ছিলেন নীতীশ কুমার রেড্ডির ছোটবেলার কোচ। বক্সিং ডে টেস্টে সেঞ্চুরি করে যখন নীতীশ সেলিব্রেট করছেন, তখন তাঁর বাবার চোখে জল। খুব স্বাভাবিক। নীতীশের উত্থান-সাফল্যের পিছনে পরতে পরতে জড়িয়ে রয়েছে মুত্যালার আত্মত্যাগের কাহিনি। বর্ডার গাভাসকর ট্রফির প্রায় প্রতিটি ম্যাচেই ভালো খেলেছেন নীতীশ। হয়তো বড় রান করতে পারেননি, কিন্তু ভারতকে একাধিকবার বিপদসীমা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছেন ২১ বছর বয়সি ক্রিকেটার। বড় রান যে আসতে চলেছে, তার পূর্বাভাস ছিলই। সেটা এল মেলবোর্নে, বক্সিং ডে টেস্টে। ভারতের লড়াই বাকি আছে এখনও, নীতীশেরও লড়াই জারি থাকবে। যেভাবে লড়াই করে দেশকে নীতীশ রেড্ডি উপহার দিয়েছেন তাঁর বাবা। ভারতীয় টেস্ট দলে যখন প্রথম ডাক পান, তখন বিশ্বাসই হয়নি মুত্যালার। কিছুক্ষণ ভাষা হারিয়েছিলেন দুজনেই। কিন্তু স্বপ্ন সত্যি হয়েছে। আর নীতীশ যে তাঁর যোগ্য, সেটা প্রমাণও করে দিলেন। যেমন করেছেন আইপিএলে। হায়দরাবাদের জার্সিতে অসাধারণ পারফরম্যান্সের পর তাঁকে ৬ কোটি টাকায় রিটেইন করেছে। কিন্তু দল ছাড়লে নিলামে কি আরও বেশি টাকা পেতেন না? নীতীশ বা মুত্যালা এই তত্ত্বে বিশ্বাস করেন না। বাবাকে পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন নীতীশ, কারা আমাকে নতুন জীবন দিয়েছে? কাদের হয়ে খেলে আমার নাম হল? তাদের আমি ছাড়ব কেন? আর ৬ কোটি টাকা পেয়ে আজও রেড্ডি পরিবার মধুরাওয়াড়ার একটি ভাড়াবাড়িতে থাকে। এ তো গেল আবেগের কথা।

নীতিশের ব্যাটে শতরান আসায় কিছুটা স্বস্তিতে রয়েছে ভারত

২৮ ডিসেম্বর ঃ ভারতীয় ক্রিকেটে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করলেন নীতিশ কুমার রেড্ডি। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির বক্সিং-ডে টেস্টের তৃতীয় দিন তথা ২৮ ডিসেম্বর, মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে শতরান হাঁকিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে নিজের নাম সোনালী অক্ষরে লিখিয়ে ফেললেন এই ২১ বছর বয়সী তরুণ অলরাউন্ডার। নীতিশ কুমার রেড্ডি এখন ভারতের প্রথম ব্যাটসম্যান যিনি অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ৮ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে শতরান করেন। নীতিশের সেঞ্চুরির সাথে সাথে একাধিক রেকর্ডও সৃষ্টি হয়েছে। তিনি ভারতের হয়ে অস্ট্রেলিয়ার মাঠিতে ৮ নম্বর স্থানে বা তার নিচে ব্যাটিং করে সর্বোচ্চ স্কোর (১০৫) করার রেকর্ডও ভেঙেছেন। এর আগে এই রেকর্ডটি ছিল অনিল কুম্বলের, যিনি ২০০৮ সালে অ্যাডিলেডে ৮৭ রান করেছিলেন। নীতিশের সেঞ্চুরি ভারতের জন্য শুধু একটি নতুন দিগন্তের সূচনা নয়, এটি তাঁর প্রতিশ্রুতি এবং কঠোর পরিশ্রমের ফলস্বরূপ একটি দুর্দান্ত অর্জন।

নীতিশ কুমার রেড্ডির এই শতরান শুধু তাঁর নিজস্ব কৃতিত্ব নয়, এটি ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। তিনি ২১ বছর ২১৬ দিন বয়সে অস্ট্রেলিয়ায় সেঞ্চুরি করা তৃতীয় যুব ভারতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে ইতিহাসের পাতায় স্থান পেলেন। এর আগে, ১৯৯২ সালে ১৮ বছর ২৫৬ দিনে সেঞ্চুরি করেছিলেন সাচিন তেন্ডুলকর, এবং ২০১৯ সালে ২১ বছর ৯২ দিনে রিশভ পন্থ অস্ট্রেলিয়ায় সেঞ্চুরি করেছিলেন।

এছাড়া, নীতিশ রেড্ডি অস্ট্রেলিয়ায় ভারতের হয়ে সেঞ্চুরি করা প্রথম অলরাউন্ডারও বটে। তাঁর এই সেঞ্চুরি ভারতীয় ক্রিকেটের ঐতিহাসিক মুহূর্ত হয়ে থাকবে, যা শুধু তার ব্যক্তিগত কৃতিত্বের পেছনে নয়, দলের জন্যও একটি বড় উপলক্ষ। মেলবোর্নে প্রায় ৮০ হাজার দর্শকের সামনে তাঁর সেঞ্চুরি হাঁকানো একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, যা ভারতের ক্রিকেটের ইতিহাসে দাগ রেখে যাবে। অস্ট্রেলিয়া সফরে প্রথমবার খেলতে এসে অনেকেই নিতিশকে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। কিন্তু ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর এবং দলের নির্বাচকরা তার ওপর আস্থা রেখেছিলেন। ভারতীয় দলে একমাত্র সেম-বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে নির্বাচিত হওয়া নীতিশ কিছুটা সময়ে তাঁর বোলিংয়ের দায়িত্ব পালন করেছেন, যদিও কিছু সময়ে ফাঁকির মধ্যে পড়েছেন। তবে দলের প্রতি তাঁর আস্থার কারণে তাকে একাধিক ম্যাচে সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং আজকের দিনে তাঁর অসাধারণ সেঞ্চুরি ভারতের বিশ্বাসের প্রতিফলন। তবে তৃতীয় দিনের শেষে ভারতের রান ৯ উইকেটে হারিয়ে ৩৫৮। অস্ট্রেলিয়ার থেকে এখনও ১১৬ রানে পিছিয়ে রোহিত ব্রিগেড, হাতে মাত্র এক উইকেট এবং দুই দিন. এই টেস্টে ড্র কিংবা পরাজিত হলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে যাওয়ার আরও জটিল হয়ে পড়বে ভারতীয় ক্রিকেট দলের সামনে।

স্টিভ স্মিথের সঙ্গে নিজের মিলও পান বুমরাহ

২৮ ডিসেম্বর ঃ আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ের সেরা বোলার জশপ্রীত বুমরাহ। টেস্টে তিনি শেষ ছয় হজম করেছেন তিন বছরের বেশি সময় আগে। তার পুনরাবৃত্তি ঘটালেন ১৯ বছরের অজি ব্যাটার স্যাম কনস্টাস। বুমরাহকে দুটি ছয় মেরেছেন তিনি। এ যেন একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা! ভারতীয় তারকা পেসারের স্পষ্ট বক্তব্য, এই ধরনের অভিজ্ঞতা আগেও হয়েছে। আমি তো প্রচুর টি-টোয়েন্টি খেলেছি। সেখানে ১২ বছরের অভিজ্ঞতা আছে। এটা ঠিক যে, কনস্টাস আকর্ষণীয় ব্যাটার। কিন্তু কখনও মনে হয়নি আমি ওর উইকেট তুলতে পারব না। প্রথম দুই ওভারে আমি ওকে ৬-৭ বার আউট করতে পারি।

আচমকা জটিলতা! সবুজ মেরুনকে চিঠি বিধাননগর পুলিশের

আইএসএল-র ডার্বি

২৮ ডিসেম্বর ঃ ১১ জানুয়ারি আইএসএলের ফিরতি ডার্বি। আগের ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গলকে ২-০ গোলে পরাস্ত করেছিল মোহনবাগান। সেটা ছিল লাল-হলুদের ঘরের ম্যাচ। আগামী বছরের শুরুতেই ডার্বির আয়োজক মোহনবাগান। কিন্তু সেই ম্যাচ আয়োজন ঘিরে আচমকাই জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট থেকে মোহনবাগানকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে ১১ জানুয়ারি যুবভারতীতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দেওয়া নিয়ে সমস্যা হতে পারে। জানুয়ারি মাসের ৮ তারিখ থেকে ১৭ তারিখ পর্যন্ত চলবে গঙ্গাসাগর মেলা। যে কারণে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বাবুঘাট যেহেতু ট্রানজিট পয়েন্ট, তাই সেখানে কড়া নজরদারি চলবে। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে পুলিশ এনে নিরাপত্তা আরও মজবুত করার চেষ্টা চলছে। এই পরিস্থিতিতে ১১ জানুয়ারি ডার্বির জন্য পুলিশ মোতায়েন করা যথেষ্ট কঠিন হয়ে প৷বে। সেই বিষয়ে মোহনবাগানকে চিঠি দিয়েছে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট। মোহনবাগানের সচিব দেবাশিস দত্ত চিঠিপ্রাপ্তির কথা জানিয়ে বলেছেন, এই নিয়ে তারা এফএসডিএলের সঙ্গে কথা বলবেন। ফুটবলমহলের খবর, সেক্ষেত্রে বিকল্প উপায় হতে পারে দুটি। ডার্বি কলকাতার বাইরে অন্য কোথাও হোক, কিংবা ডার্বির তারিখ পিছিয়ে দেওয়া হোক। তবে মার্চে ইস্টবেঙ্গলের পর পর অনেকগুলি ম্যাচ রয়েছে। ২ মার্চ ঘরের মাঠে বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে মোকাবিলা। তারপরই এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হতে হবে আর্কাদাগের। ঘরের মাঠে সেই ম্যাচ খেলেই পাড়ি দিতে হবে শিলং। সেখানে ৮ তারিখ নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ম্যাচ। এরপর ফের ১২ মার্চ আর্কাদাগের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে। এই পরিস্থিতিতে ইস্টবেঙ্গলের পক্ষ থেকে ৮ তারিখের ম্যাচটি পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন করতে পারে বলে সূত্রের খবর। যদিও তা নিয়ে কোনও নিশ্চয়তা নেই। এই অবস্থায় ডার্বি পিছিয়ে দিলে লাল-হলুদের পক্ষ থেকে চাপ তৈরি করা হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

রোনাল্ডো মনে করেন, ভিনিসিয়ুসকে ব্যালন ডি'অর না দিয়ে অন্যায় করা হয়েছে

২৮ সিম্বের ঃ এ বছরের ব্যালন ডি'অর দেওয়া হয়েছে গত ২৮ অক্টোবর। মাঝে দুই মাস কেটে গেলেও এ নিয়ে বিতর্ক শেষ হয়নি। ভিনিসিয়ুস জুনিয়র আলোচনায় এগিয়ে থাকলেও বর্ষসেরার পুরস্কারটি রদ্রি জেতার পর যে বিতর্ক শুরু হয়েছিল, এবার তাতে যোগ দিলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোও। পাঁচবারের ব্যালন ডি'অরজয়ীর মতে, ভিনিসিয়ুসের সঙ্গে অন্যায় করা হয়েছে।

গতকাল দুবাইয়ে গ্লোব সকার অ্যাওয়ার্ডসে এ কথা বলেন রোনাল্ডো। আল নাসরের এই তারকার মতে, ম্যানচেস্টার সিটির স্প্যানিশ ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার রদ্রির চেয়েও পুরস্কারটি প্রাপ্য ছিল রিয়াল মাদ্রিদের ব্রাজিলিয়ান তারকা ভিনিসিয়ুসের। রোনালদো বলেছেন, ' মতে, সে-ই (ভিনিসিয়ুস) ছিল গোল্ডেন বল (ব্যালন ডি'অর) জয়ের যোগ্য। এখানে সবার সামনে বলছি, অন্যায় করা হয়েছে। তারা এটা রদ্রিকে দিয়েছে, সে-ও জয়ের যোগ্য, কিন্তু এটা ভিনিসিয়ুসকে দেওয়া উচিত ছিল। কারণ, সে চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছে ও ফাইনালে গোল করেছে।' পাঁচবার ব্যালন ডি'অর জেতা রোনাল্ডো এবার পুরস্কারটির জন্য মনোনীতদের সংক্ষিপ্ত তালিকায়ও জায়গা পাননি। ব্যালন ডি'অর-এর আয়োজক ফরাসি সাময়িকী ' ফুটবল'-এর সমালোচনাও করেন ৩৯ বছর বয়সী এই তারকা, ' অনুষ্ঠানগুলো এমনই। তারা সব সময় এই কাজই করে।' এরপর গ্লোব সকার অ্যাওয়ার্ডসের প্রশংসাও করেন, ' কারণেই আমি গ্লোব সকার অ্যাওয়ার্ডসকে ভালোবাসি। তারা সৎ।'ভিনিসিয়ুস গত মৌসুমে রিয়ালের হয়ে লা লিগা, চ্যাম্পিয়নস লিগ ও স্প্যানিশ সুপার কাপ জেতেন। চ্যাম্পিয়নস লিগের মৌসুমসেরা খেলোয়া।ও হয়েছিলেন। রদ্রি সিটির হয়ে প্রিমিয়ার লিগ, উয়েফা সুপার কাপ, ক্লাব বিশ্বকাপ জয়ের পাশাপাশি স্পেনের হয়ে জিতেছেন ইউরোও। মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের সেই টুর্নামেন্টে সেরা খেলোয়া।ও হন রদ্রি। ব্যালন ডি'অর জয়ে রদ্রির কাছে ৪১ পয়েন্টের ব্যবধানে হেরে যান ভিনি। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ ১০০টি দেশের সাংবাদিকদের

ভোটের মাধ্যমে এই পুরস্কারের বিজয়ী বেছে নেওয়া হয়েছে। ব্যালন ডি'অর জিততে না পারলেও গত ১৭ ডিসেম্বর ফিফার বর্ষসেরার পুরস্কার ' বেস্ট' জিতেছেন ভিনি। সেখানে রদ্রিকে ৫ পয়েন্ট ব্যবধানে হারান। দ্য বেস্টে ভোট দিয়েছেন ফিফার সদস্যদেশগুলোর কোচ, অধিনায়ক, সাংবাদিক ও অনলাইন ব্যবহারকারীরা। মজার বিষয় হচ্ছে, ফিফা দ্য বেস্টে রোনাল্ডোর দেশ পর্তুগাল থেকে অধিনায়ক বের্নার্দো সিলভা প্রথম ভোটটা দিয়েছেন রদ্রিকে। এর আগে ব্যালন ডি'অরে পর্তুগাল সাংবাদিকের ভোট ও পেয়েছিলেন রদ্রি, ভিনিসিয়ুস ছিলেন পাঁচ নম্বরে। এ বছর গ্লোব সকার অ্যাওয়ার্ডসে দুটি পুরস্কার জিতেছেন রোনাল্ডো। ২০২৩-২৪ মৌসুমে ৪৫ ম্যাচে ৪৪ গোল ও ১৩টি গোলে সহায়তা করা রোনাল্ডোর হাতে উঠেছে মধ্যপ্রাচ্যের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার। এর পাশাপাশি সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কারও পান তিনি। ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে এ পর্যন্ত ৯১৬ গোল করেছেন রোনাল্ডো। তবে রোনাল্ডোর প্রতি পক্ষপাতের অভিযোগে গ্লোব সকার অ্যাওয়ার্ডস নিয়েও সমালোচনা আছে। ২০২০ সালে যেমন রোনাল্ডোর 'শতাব্দি সেরা খেলোয়াড়'-এর পুরস্কার পাওয়া নিয়ে সমালোচনার ঝ। উঠেছিল। এবারের গ্লোব সকার অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে নিজের অবসর-পরবর্তী ভাবনাও জানিয়েছেন রোনালদো। সাক্ষাকারে বলেছেন, ' কোচ হব না। সভাপতি? না। হয়তো ক্লাবের মালিক হব।' পরের প্রশ্ন করা হয়েছিল, তাহলে আপনি ক্লাবের মালিকই হতে চান? রোনালদোর উত্তর, ' দেখা যাক। এটা সময় ও সঠিক সুযোগের ওপর নির্ভর করছে।' জানতে চাওয়া হয়েছিল, কোনো নির্দিষ্ট ক্লাব কেনার কথা ভাবছেন কি না? রোনালদো বলেছেন, ' না। হয়তো কয়েকটি।' গ্লোব সকার অ্যাওয়ার্ডসে 'ইমার্জিং প্লেয়ার অব দ্য ইয়ার' জিতেছেন বার্সেলোনার স্প্যানিশ তারকা লামিনে ইয়ামাল। সেরা খেলোয়া। ও সেরা ফরোয়ার্ডের পুরস্কার জিতেছেন ভিনিসিয়ুস। অনলাইনে ভোটের মাধ্যমে গ্লোব সকার অ্যাওয়ার্ডসে বিজয়ী নির্ধারণ করা হয়। ২০০টি দেশ ও অঞ্চলের ১০ কোটি ভক্ত এবার ভোট দিয়েছেন, যা রেকর্ড।

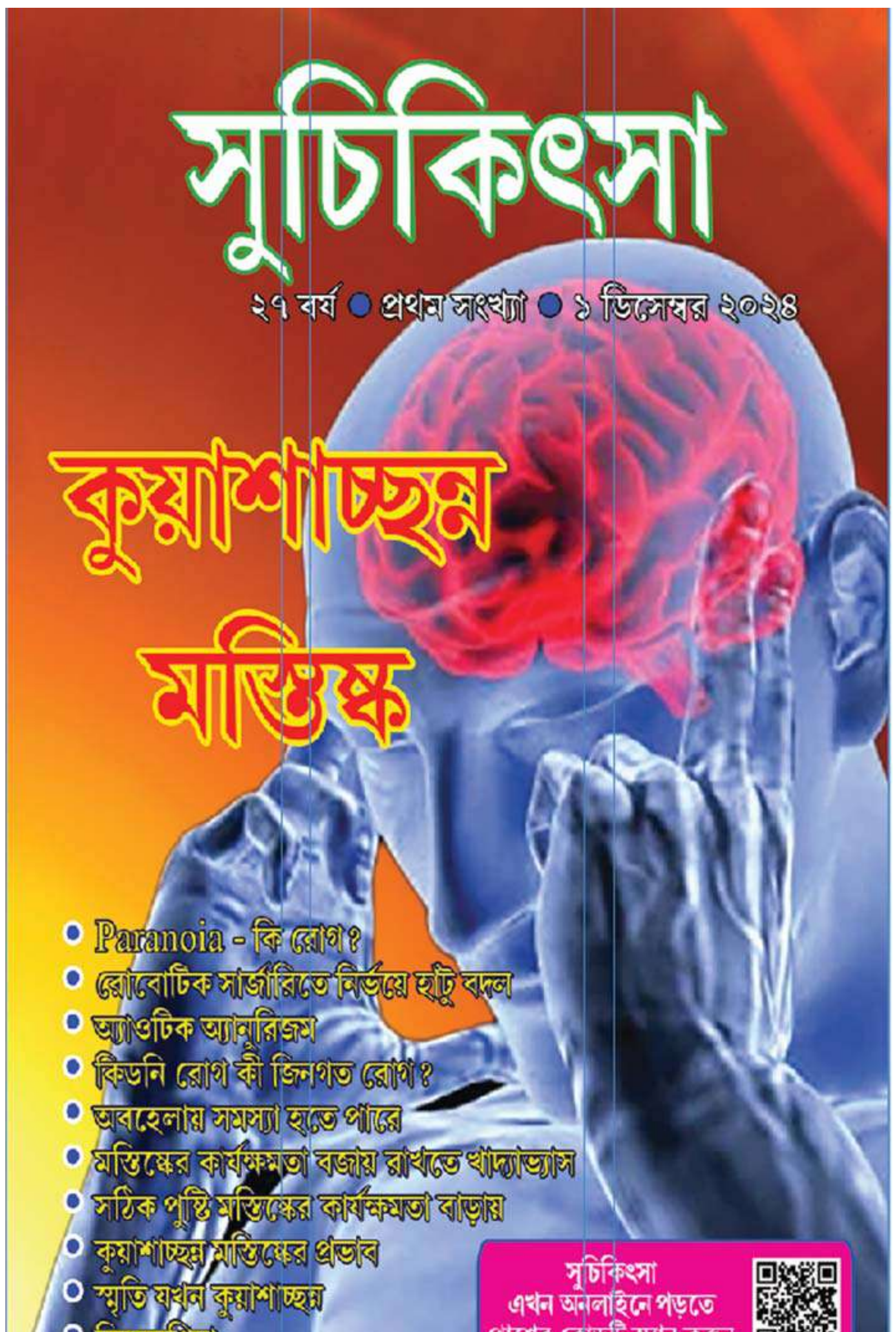

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar

Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com